শাব্বির আহসান

ভাইরে/আপুরে!!!

বই, লেখাপড়া, জীবন

Scanned by CamScanner

ভাইরে/আপুরে!!!

ব ই লে খা প ড়া জী ব ন

শাব্বির আহসান

Scanned by CamScanner

উৎসর্গ

আমার প্রিয় বাবাকে–
তোমার শাসন এবং ভালোবাসায় আজ আমি আমি।
পরপারে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে সবচেয়ে ভালো আর সুখে রাখুন।

Scanned by CamScanner

যাদের ছাড়া বইটি অসম্ভব ছিলো!

প্রথমেই আমি আমার 'উনি' লাবণী আর কন্যা বৃষ্টি'কে ধৈর্য্য ধরে আমাকে সহ্য করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই! তোমরা আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো মোটিভেশন।

বইটিকে সংকলনের জন্য আমি বুয়েটের অনুজ মাহমুদুর রহমান সায়েমকে মন থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা ।

আমার বর্তমান রিডিং গ্রুপের ১০ জন - ইয়াসির, সানজিদা, তন্বী, আনিকা, সান্ত্বনা, খুশি, মনি, রাকিব, সৌরভ আর ফয়সাল - তোমরা তো একেকটা Gold Mine!

আমার ফেসবুক প্রোফাইল যারা পড়েন এবং উৎসাহ দেন তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব (তবে আমাকে 'আংকেল' ডাকলে কিন্তু আমি এ্যাংরি রিঅ্যাক্ট দিব!)।

আমাকে বইটি প্রকাশের জন্য যথেষ্ঠ বিরক্ত করে বাধ্য করেছেন যিনি সেই প্রকাশক ইফতেখার আমিনকে অনেক ভালোবাসা।

সবশেষে, আমার বাবা-মাকে আমাকে এ পর্যন্ত আনবার জন্য অশেষ শ্রদ্ধা আর দোয়া।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ভালো ছাত্র, জিনিয়াস ইত্যাদি Myth • ১১

ইসস, যদি ২০ বছর হইতাম! • ১৪

জীবন একটা ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেস • ১৬

আবার যদি ১৮ হইতে পারতাম! • ১৮

আমার ভবিষ্যতের CV• ২১

নামকরা পাবলিকে চান্স পান নাই? • ২৪

English Speaking-এর খুঁটিনাটি• ২৭

Vocabulary, Vocabulary, Vocabulary! • ৩০

মনে মনে অংক! • ৩৩

Be Humble • ৩৬

সমস্যা, সমস্যা, সমস্যা! • ৩৮

২৫-এর আগেই • ৪১

নেটওয়ার্কিং-এর Practical Tips • ৪৩

ইংলিশে লিখবেন কিভাবে? • ৪৬

MS Excel কেন শিখবেন? • ৪৯

আমার জীবনের বড় দুইটা আক্ষেপ • ৫১

শব্দ নিয়া খেলা! • ৫৩

Happy Traffic Jamming!! • ৫৫

ভালো বাবা, মা • ৫৭

ভর্তি হইবার খুঁটিনাটি • ৫৯

ন্যাশনালে পড়েন? • ৬২

ভোকেশনাল ট্রেনিং • ৬৫

The Ultimate 100 Non-Fiction Book List • ৬৮

একটা মজার স্কুল • ৭২

চলেন নতুন ভাষা শিখি • ৭৪

English Writing - 2 • ৭৭

Scanned by CamScanner

Pomodoro Technique • ৮০
Productive Facebooking - Facebook থিকা শিখা • ৮২
হঠাৎ করেই যদি মারা যাই? • ৮৪
Productive জীবন • ৮৬
পরাজয়ে ডরে না বীর! • ৮৯
১০০ দিনের প্ল্যান • ৯১
পড়াশুনা করবেন কিভাবে? • ৯৪
পরীক্ষা দিবেন কিভাবে? • ৯৭
ইউনিভার্সিটি লাইফে কি কি করবেন? • ১০০
Network with Professors! • ১০৩
পরীক্ষা সামনে? সময় নাই? • ১০৬
A Certain Kind of Blasphemy!! • ১০৮
Use Your Haters • ১১০
আমার ৫টা দাঁতের মূল্য • ১১১
কি কি শিখি নাই? • ১১২
সব পরীক্ষার মূল রহস্য! • ১১৪
৩০ মিনিট ফর্মূলা • ১১৭
Career E-Porfolio • ১১৯
Think Like A CEO! • ১২১
চার দোস্তের গ্যাং! • ১২৩
নন ফিকশন ক্যামনে পড়বেন? • ১২৫
Be Inhuman! • ১২৭

Scanned by CamScanner

ভালো ছাত্র, জিনিয়াস ইত্যাদি Myth

ভালো ছাত্র, জিনিয়াস - এই সমস্ত মনগড়া ভুয়া কথা এখনো ক্যান যে প্রচলিত আছে আমি জানি না। আমি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ক্লাসে সেকেন্ড লাস্ট বয় ছিলাম। ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠার সময় অংকে ১২/১০০, বিজ্ঞানে ১৭/১০০ আর ইংরেজিতে ২৩/১০০ পাইছিলাম। আমার পরে যে ছেলেটা ছিল সে অসুস্থতার জন্য পরীক্ষাই দিতে পারে নাই। নইলে আমি লাস্ট বয়ই হইতাম।

ক্যাডেট কলেজে খারাপ রেজাল্ট করার যে কি অপমান তা ভুক্তভোগীই জানে। আমার একার জন্য পুরো হাউজের overall result খারাপ হইলো। আমারে সিনিয়ররা অনেক মারামারি করলো, বন্ধুরা টিটকারি দিল। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ বাইর না কইরা দিলেও তার চেয়েও বেশি অপমান করলো। আমারে Science Group না দিয়া জোর কইরা Arts Group এ দিয়া দিল! আমার বাবা এইদিকে আমারে বলছেন Science নিয়া পড়তে। আমারো নিজের ইচ্ছাও তাই। অপমানিত, rejected, dejected, isolated শাব্বির গেল Vice Principal-এর অফিসে। কান্নাকাটি করলাম, হাতে-পায়ে ধরলাম। কিন্তু আমারে Science দিবেই না। আমি Science-এর যোগ্যই না। কয়েকদিনের কান্নাকাটিতে একটু মন গললো উনাদের। লিখিত মুচলেকা দিলাম আমারে Science দিলে SSC, HSC-তে অন্তত 1st Division পামু!

লিখিত মুচলেকা!

এর পরের আবারো অপমান, টিটকারি। কত্ত দিন যে বাথরুমে, ছাদে, অন্ধকারে রুমে কাঁনছি। ১৪ বছর বয়সের এক বাচ্চা ছেলের অপমান সহ্য করার কিই বা ক্ষমতা?

আর পিঠ যখন দেয়ালে তখন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া একদিন ঠিক করলাম, না-আর না। এই অসম্ভব অপমানের জবাবটা দেওয়ার সময় আসছে!

Scanned by CamScanner

শুরু করলাম। সব কিছু ছাড়লাম। বন্ধু-বান্ধব, টিভি, সিনেমা, আত্মীয়স্বজন। সব কিছু। খালি বইয়ের পাতায়। কি আছে এর মধ্যে? পাগল হইলাম শুধু অপমানটার উচিত শিক্ষা দিবার জন্য। বাংলার প্রশ্ন উত্তর তৈরি করলাম বিশ্বভারতীর বই ঘাঁটাঘাঁটি কইরা। অংকের পারমুটেশন/ কম্বিনেশন/ ইন্টিগ্রেশন রিয়েল লাইফে ক্যামনে কাজ করে তা জানার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইব্রেরির রেফারেন্স ঘাঁটলাম। ইংরেজি কবিতার কবির জীবনী আর তার লিখার criticism পড়লাম শুধুমাত্র একটা উত্তর তৈরি করতে। ৪ বছর প্রতিদিনে ১৪-১৬ ঘণ্টা খালি বই, রেফারেন্স, খাতা- শুধুমাত্র অপমানের জবাব দিবার জন্যি। আমার খেয়াল আছে ঈদের দিন ছুটিতে শুধু নামাজ পড়তে বাইরে গেছি। সবার বাবা-মা পড়তে বলে, আমার বাবা-মা বলে 'বাবা এইবার থাম'। আমার বন্ধুরা বলে 'তুই তো কবরে'! আমি মনে মনে বলি 'একটু দাঁড়া বাপ'!

৪ বছর।

শুধু HSC Syllabus-ই শেষ করেছি ৭ বার! বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজনই নাই। অবিশ্বাস করতে থাকেন।

১৯৮৬ সালের HSC পরীক্ষার ফল বাইর হইলো। ক্লাসের সেকেন্ড লাস্ট বয়, অংকে ১২ পাওয়া, অপমানিত হওয়া, Science না পাওয়া ছেলে!

পুরো বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় 1st Stand করলাম প্রায় ১,৫০,০০০ ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে! President ডাকলো, টিভি ডাকলো, পত্রিকায় ছবি ছাপাইলো!

Sweet revenge!

এর পর আর পিছন ফিরা তাকাই নাই। আসো কে আসবা সামনে?

এই সব কিছুর মধ্যে একটা জিনিসই শিখলাম। খুবই important lesson learnt.

ভালো ছাত্র/ জিনিয়াস এইসব ভুংচুং মাত্র। Only damn Hard Work is real. আসল কথা আমি কিছু সত্যিই পাইতে চাই কিনা। আমি অইটা পাইতে চাইছি, অইটা হইতে চাইছি আর পাই নাই বা হই নাই- এইটা এখন অসম্ভব! আমি যখন কোনো কিছু চামু অইটা পাইতেই হবে আর পামুই। না পাওয়া মানে আমি মন খিকাই চাই নাই।

বিসিএসে ফার্স্ট হন নাই?- আপনি আসলে চানই নাই।

ভালো ইউনিভার্সিটিতে হয় নাই?- আপনি আসলে চানই নাই।

মিলিয়ন ডলার ব্যবসা নাই? - আপনি আসলে চানই নাই।

Scanned by CamScanner

আমরা শুধু success-এর চেহারটা দেইখাই অভ্যস্ত! এর পিছনে যে কান্না, যে ত্যাগ, যে শ্রম, যে কষ্ট সেইটা দেখি না।

একটা কিছু পাইতে/ হইতে/ করতে চাইতেছেন? না পাইলে/ হইলে/ করলে সম্পূর্ণ আপনার চাওয়ারই অনুপস্থিতিতা। ব্যাস।

রুটিন-ফুটিন বাদ দ্যান। জীবনের মাইলস্টোন প্ল্যান করেন। তারপর go for it like crazy. No option B. Failure is NOT accepted. Be successful or die trying.

সৃষ্টিকর্তা আমারে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বানাইছেন। আমার চেয়ে ভালো জিনিস বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই। আমি তো হারতে পারি না।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হারতে পারেই না।

এই লিখার উদ্দেশ্য অহংকার করা নয় অবশ্যই। উদ্দেশ্য আপনেরা যারা নিজের ওপর এখনো সন্দেহ প্রকাশ করতেছেন তাদের দিকে আঙুল তুইলা ভুল ভাইঙ্গা দেওয়া।

Be the best, ever!

Scanned by CamScanner

ইসস, যদি ২০ বছর হইতাম!

ইসস! ২০ বছর বয়স হইতো যদি আবার! তাইলে আগামী ২ বছর যা প্ল্যান করতাম:

১. মাসে ৪ টা non-fiction বই পড়তাম- ২ বছরে প্রায় ১০০ টা।

২. সপ্তাহে ৩ টা Finance/ Economics related article পড়তাম Forbes/ Inc/ Entrepreneur/ Investopedia থিকা Print কইরা- ২ বছরে ৩০০টা! প্রতিটা পড়তে ৩ মিনিট মাত্র!

৩. প্রতি শুক্রবার TED-এর একটা video দেখতাম। ১৮ মিনিট! - বছরে ৫০টা!

৪. উপরে দেখা TED video টা দেখার পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ১ মিনিট summary বলতাম। - বছরে ৫০টা পাবলিক স্পিকিং প্র্যাক্টিস!

৫. দ্বিতীয় বছরে ৬ মাস একটা বই কিনা ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখতাম টুকটাক। একটু আয়ত্তে আসলে Youtube tutorial ধরতাম। ইংলিশ, বাংলার বাইরে অন্য ভাষার দখল যে কি জরুরি তা বুড়া বয়সে হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি। অনেক বন্ধুই ফ্রেঞ্চ/ স্প্যানিশ ভাষা জানার জন্যি (অন্যান্য অভিজ্ঞতার পাশাপাশি) UN-এ বিভিন্ন দেশে মাসে ১০/১২,০০০ ডলারের চাকরি করতেছে!

৬. MS Excel টা মোটামুটি আয়ত্তে আনতাম। সময় তিন মাস!

৭. একটা ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হইয়া গাড়ি চালানি শিখতাম।

৮. প্রতিদিন ৩টা কইরা নতুন শব্দ শিখতাম। ২ বছরে 2000 vocabulary!! (Recommended list: GRE Word List) এই লিস্টটা পরবর্তী ৪ বছর আস্তে আস্তে বাড়াইতাম।

৯. সপ্তাহে ১ পাতার একটা রচনা/ আর্টিকেল লিখতাম ইংলিশ এ। ভুল ভাল যাই হোক। লিখা একটা ফাইলে রাখতাম। ২ বছরে ১০০তম রচনা/ আর্টিকেল আর ১ম রচনা/ আর্টিকেল এর পার্থক্য হইত আকাশ-পাতাল- আপনা আপনি!

Scanned by CamScanner

১০. উত্তরের আশা না কইরা আমার প্যাশন ফিল্ডে (Economics) ২০ জন নোবেল বিজয়ীরে চিঠি লিখতাম। কাগজের চিঠি, ইমেইল না।

List টা যে কঠিন কিচ্ছু না তা প্ল্যান কইরা শুরু করার পরই বুঝা যাবে। অনেক সময় আমরা নষ্ট করি। অইটার অর্ধেকটা একটু কাজে লাগাই!

২ বছর মাত্র! A new ME! A kickass, smart, boss ME!

Life is awesome! Build, love and enjoy it!

Scanned by CamScanner

জীবন একটা ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেস

ভাইরে/আপুরে!!!

আপনের জীবন একটা ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেস!

প্রথম ১০০ মিটার- সৃষ্টিকর্তা। আপনারে সৃষ্টি করছেন। উনার দায়িত্ব উনি করছেন।

পরের ১০০ মিটার- আপনের বাবা-মা। আপনারে জন্ম দিছেন, লালন-পালন করছেন। উনাদের দায়িত্ব খতম।

পরের ১০০ মিটার- আপনের শিক্ষক, স্কুল, সরকার। উনারা আপনারে পড়াইছেন, রাস্তা-ঘাট বানাইছেন, স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন। কাজ কিন্তু শেষ করছেন।

শেষ ১০০ মিটার- আপনে। আপনার হাতে এখন ব্যাটন। আপনে উসাইন বোল্ট। সামনের ১০০ মিটার সবচেয়ে crucial, সবচেয়ে দামি। আগের তিনজনের কাজ শেষ। পুরো পৃথিবী টিভি স্ক্রিনের সামনে আপনের দিকে তাকানো।

জীবনের শেষ দৌড়টাই না হয় দ্যান। একটাই দৌড়। পারেন বা পরেন।

So, stop blaming God, government, the system, parents and teachers for anything that you couldn't achieve. Be responsible for your OWN life. Own your life, build it and have fun enjoying it.

আমাদের খালি পারি নাই, পারি না, পারবো না!!!

আমরা নিজেরে ক্যানো সন্দেহ করি? ছোট ভাবি? এই কয় দিনে অনেকের সাথে কথা/ দেখা/ টেক্সট হইল। প্রধান সমস্যা - 'আমি কি অইটা পারমু? আমারে দিয়া কি অইটা হবে?' আরে ভাই ক্যানো খামাখা আমারে বেশি কথা কন?

ক্যানো?

Scanned by CamScanner

আপনে কি জানেন না নিজেরে সন্দেহ করা/ ছোট ভাবা একরকম blasphemy, ধর্মদ্রোহিতা? নিজেরে ছোট ভাবছেন >মানে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরে ছোট ভাবছেন >মানে সৃষ্টিকর্তার creative ability-রে ছোট ভাবছেন >মানে সৃষ্টিকর্তারেই ছোট ভাবছেন!

আপনার সাহস তো কম না? এই সাহস কে দিছে আপনেরে? নামাজ পড়তেছেন, রোজা রাখতেছেন আর অবচেতন মনে blasphemy?

That's a total hypocrisy. আর ভাবতেছেন নামাজ, রোজা রাইখাই বেহেশত কনফার্ম!!!???

হাত আছে, পা আছে, শিক্ষা আছে, ঘটে বুদ্ধি আছে। What's your excuse?

আপনে যখন সৃষ্টিকর্তার সামনে প্রশ্নত্তোরের জন্য দাঁড়াইবেন, তখন কি ভাবছেন খালি নামাজ রোজার হিসাব হবে?!!! ভুল। Your hearing, sight and understanding will also be questioned. How have you utilised your faculties to touch the lives of others? How have you utilised your talents and abilities to make a positive change in your own life?

মরার আগে এইটার উত্তর রেডি রাইখেন।

Life is awesome! Work super duper extremely hard to build and polish it and enjoy the color it brings you.

And do not ever blaspheme by doubting your abilities.

Scanned by CamScanner

আবার যদি ১৮ হইতে পারতাম!

ইসস! যদি আমি আবার ১৮ বছর বয়সে ফিরা যাইতে পারতাম! ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছি ক্যাবল, সেই সময়! তাইলে আমি শুধু 'জিপিএ নিয়ে বাইর হমু' তা মাথায় রাখতাম না! জিপিএর চেয়ে আরো অনেক মূল্যবান ব্যাপার-স্যাপার আছে তাতে concentrate করতাম।

কি করতাম!?

১. প্রতি সেমিস্টারে বিভিন্ন সাবজেক্টে থিসিস বা কোন টার্ম পেপার লিখতে দেয়। কাট পেস্ট টাইপ plagiarism মার্কা লিখা না লেইখা একটু কষ্ট কইরা ডাটা উপাত্ত নিয়া, রেফারেন্স ঘাঁইটা একটা পেপার দাঁড় করাইতাম। প্রফেসার ফালায় রাখতো?!। কোনোই অসুবিধা নাই। ওই সাবজেক্টের International কোনো mid level Journal/ Magazine (হোক সেইটা মাদাগাস্কার বা সিয়েরা লিওনের) এর ঠিকানা বাইর করতাম যারা ওই বিষয় নিয়া লিখে। তাদের ফরম্যাট ফলো কইরা ওই পেপারটা পাঠায় দিতাম। পাঠানোর আগে আমার academic লিখা ওই Journal-এর পাঠকদের জন্য একটু formatize করতাম। কিছুদিন অপেক্ষা কইরা আবারো অন্য Journal/ Magazine-এ পাঠাইতাম। এইভাবে প্রতি সেমিস্টারের প্রত্যেকটা 'ফালায় দেওয়া' কিন্তু কষ্ট কইরা লিখা পেপার বিভিন্ন জার্নালে দিতাম। ৪ বছরের undergraduate কোর্সে অন্তত ১০০ পেপার রিজেকশন! আর ৫টা acceptance! Yummy! আমার জন্য যথেষ্ট! Turn potential trash into assets!

২. প্রতি সেমিস্টার ব্রেক এ unpaid, unofficial ইন্টার্নশিপ করতাম। ক্যামনে ম্যানেজ করতাম? আত্মীয়ের গার্মেন্টস আছে, বন্ধুর বাবার বিজনেস আছে, পরিচিত অফিস আছে! যে কইরাই হোক, খুঁজলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। অইখানে মাসখানেক দরকার হইলে টাইপিস্ট, পাওয়ার পয়েন্ট মেকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতাম। মাত্র

Scanned by CamScanner

একমাস! কি লাভ? কঠিন নেটওয়ার্ক হইতো, অফিস কিভাবে কাজ করে তা জানতাম আর অভিজ্ঞতা অর্জন তো আছেই। ৪ বছরের কোর্সে ৬ মাসের প্র্যাক্টিকাল অভিজ্ঞতা যা IBA/ DU/ BUET ক্যানো Harvard/ Oxford-এর ক্লাস রুমও শিখাইতে পারবে কিনা সন্দেহ!

৩. ভলান্টিয়ারিং করতাম। কত্ত ধরনের ভলান্টিয়ার কাজের সুযোগ আছে আমাদের। পথশিশুদের নিয়া কাজ, গ্রামের স্কুলে পড়ানো, দুর্যোগের সময় সাহায্য, এনজিও কত্ত কি! আমি Harvard এ Master's in Learning and Teaching (M. Ed) এর জন্য অ্যাপ্লাই কইরা accepted হই নাই। পরে যারা accepted হইছে তাদের পাবলিক প্রোফাইলে যাইয়া দেখলাম দুই ইন্ডিয়ান যারা নাকি ওদের গ্রামে স্কুলের টয়লেট নিয়া ভলান্টিয়ার করছে! অসাধারণ কাজ। তাদের একাডেমিক ফলাফলের চাইতেও নিশ্চই সমাজে এইটার প্রভাব অনেক বেশি ছিল। যাই ভলান্টিয়ার করতাম সব কিছুই ছবি, ভিডিও, ব্লগপোস্টের মাধ্যমে record/ portfolio বানায় রাখতাম।

৪. Third year-এ উঠার পর পরই ঠিক করতাম দেশে পড়মু না বিদেশে যামু। দেশে থাকলে Master's (for example IBA) এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করতাম। বিদেশে প্ল্যান করলে TOEFL/ IELTS/ GRE প্রিপারেশন সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করতাম।

৪ বছর পরে GPA-এর বাইরে আমার যা যা থাকত:

১. Practical কাজের অভিজ্ঞতাসহ কঠিন নেটওয়ার্ক
২. International Journal Publication
৩. Volunteering experience
৪. Next academic adventure (দেশের জন্য বা বিদেশে) এর ফুল প্রিপারেশন।

এখন বলবেন সময় কই!?? মাসে ফেসবুক + আড্ডা + অতিরিক্ত ঘুম + GF/BF টাইম + খামাখা অন্য কাজে নষ্ট করা সময় যোগ করেন! একসাথে দুইটা ডিগ্রি করার টাইম আছে। Trust me!

দেখতে দেখতে ৪ বছর সময় চইলা যাবে। সময় খুব স্পিডে চলে। এতো সেদিনই ১৯৭৩ সালে আমি জীবনের প্রথম স্কুলে যাই - শহীদ আনোয়ার উচ্চ 'বালিকা' বিদ্যালয়! সেই সময় ক্লাস ৪ পর্যন্ত ছেলেরা

Scanned by CamScanner

পড়তে পারতো! আমার খেয়াল আছে 'শাবানা' নামের এক মেয়ের পাশে বসতে হবে বইলা আমি ভয়ে আম্মার আঁচল ধইরা কি কান্নাকাটি! সেদিন আর ক্লাসই করি নাই। এইতো, ৪৫/ ৪৬ বছর হইয়া গেল!

সময় কত্ত তাড়াতাড়ি যায়! কিন্তু আমরা সময়রে ধরতে পারি না সময় মতো। পরে কি হয়? খামাখা frustration!!!

Now stop reading this post, write your plan and hang on the wall! Start working, RIGHT NOW!!!

Scanned by CamScanner

আমার ভবিষ্যতের CV

ইসস! যদি ১৬ বছর বয়সে যাইতে পারতাম আবার! কেবল কলেজে উঠছি সেই সময়। তাইলে নিজের একটা CV লিখতাম। My future CV!

প্রথম লিখতাম ভবিষ্যৎ **Education**:

1. 2020 - 2023 B.S.S Economics - Dhaka University, CGPA 3.90
2. 2024 - 2026 M.A. - Economics - UCLA, CGPA 3.5
3. 2028 - 2029 MBA - Wharton Business School, awarded Best Case Writer Award

Employment:

1. 2027 - 2028 - Trainee Market Analyst at JP Morgan, Wall Street, New York
2. 2030 - 2035 - Junior Portfolio Manager, Vanguard Group Inc, Washington DC
3. 2036 - 2040 - Manager, Asset Allocation Wing, Pacific Investment, London
4. 2041 - 2045 - Senior Investment Analyst, World Bank Group, Geneva, Switzerland
5. 2046 - 2055 - Chief Project Coordinator, World Bank, Asia Division

Travel History:

All countries of all continents except North Pole

Philanthropy:

1. Establishment of Youth Development Research Center, Dhaka
2. Founder, Bangladesh Leadership University

Scanned by CamScanner

Featured in:
CNN Money
Financial Times
Harvard Business Review
Wall Street Journal

এ রকম একটা লিখতাম। ১০ বার লিখতাম, দেখতাম, বুঝতাম, ইন্টারনেট ঘাঁটতাম, লোকজনের সাথে কথা বলতাম। Add, delete, edit করতাম। প্রতি সপ্তাহে ৩০ মিনিট সময় দিতাম। পুরা ৩ মাস। কি পাইলাম?

আমার জীবনের goal. একটা target. তারপর পাগলামি শুরু!

আমার বর্তমান CV আমার employer-এর জন্যি। আর আমার future CV আমার নিজের জন্যি। কোনটা বেশি দামি? আমার employer না আমি নিজে?

পোলাপাইন বয়সেই যদি আমরা না জানি কি করমু, কি হমু, কি পারমু আমরা কি আশা করি বড় ভাই পাস করায় দিবে, মামা চাচা চাকরি দিয়া দিবে, আর পয়সা দিয়া প্রমোশন? আমি কি অন্যের পা চাটা doormat হইবার জন্য জন্মাইছি? আমি কি দয়া দাক্ষিণ্যের পাত্র? 'স্যার, একটু যদি দেখতেন?'!!!

আমার সামনে দুইটা অপশন:

1. Do I want my life to smell like flower or smell like garbage? I choose
2. Do I want my parents, wife and daughter to be proud of me or curse me? I choose
3. Do I want to change my life for the better and touch others' too or let someone else control mine? I choose
4. Do I want a financially independent and fulfilling life or be in debt for the rest of my life? I choose
5. Do I want a happy, spiritually sound and successful life or lead a miserable, unhappy, loser, crappy one? I choose

And anything I CHOOSE is going to be fulfilled, trust me!

Psychology-তে একটা কথা আছে 'Self-fulfilling Prophecy' যেইটার মূল কথা হইলো আপনি যা বিশ্বাস করেন সেইটাই হবে। হইতেই

Scanned by CamScanner

হবে। মনে করতেছেন এখন ক্ষিধা লাগবে, পেট ভর্তি থাকলেও খাইতে মন চাইবে। Google কইরা দেইখেন।

One life only! Plan it, grow it, enjoy the creativity of your plan. Cause when time runs out - you are as good as dead. You are late already.

আমি জানি man proposes and God disposes. আগে আমি propose তো করি ভাইরে!

Haven't you written your Future CV yet!???

Scanned by CamScanner

নাম করা পাবলিকে চান্স পান নাই?

ভাইরে/আপুরে!!!

আপনে BUET/ Engineering-এ চান্স পান নাই? Congratulations!

মেডিকেলে বাদ? Wow, amazing!

নামকরা পাবলিকের নামকরা সাবজেক্ট থিকা আউট? আসেন বুকে আসেন! একসাথে লাঞ্চে যাই, চলেন!

আমি আপনেরে হিংসা করি! সত্যি সত্যি। সৃষ্টিকর্তা এক দরজা বন্ধ কইরা আর দশ দরজা খুইলা দিছেন সেইটার জন্যি!

আপনারা প্রতিটা failure-রে opportunity বানায় ফেলেন না ক্যান? এত্ত frustration ক্যান???

আপনে 'বাজারে চলে না' এমন সাবজেক্টে আর 'বাজারে চলে না' এমন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইছেন। এখন কি করবেন?

সামনের ৪ বছর BUET/ DMC/ DU ইত্যাদির পোলাপাইনের যখন নাভিশ্বাস তখন আপনে ওই সময়টা এমনভাবে কাজে লাগাইবেন যাতে ওইসব জায়গায় চান্স না পাইবার জন্যি আনন্দ করতে পারেন! তবে অনেক involvement, hardwork আর consistency না থাকলে কিচ্ছুই হবে না।

তাইলে ৪ বছর কি করতে পারেন? আপনে প্রফেশনাল কোর্স করবেন বা তার প্রিপারেশন নিবেন। কি কি করতে পারেন তার কিছু guidelines দেই:

১. **CFA (Chartered Financial Analyst)** - এইটা আমার স্বপ্নের মতো। ইসস! যদি ২৫ বছর বয়স হইতো আবার! এইটা American একটা certification যেটা দুনিয়ার সব দেশেই highly accepted and valued. গড়ে ৩/৪ বছর লাগে, ৩ টা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়, যা এখন বাংলাদেশেই বইসা দেওয়া সম্ভব। Finance এ ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে এর চেয়ে ভালো কি আছে তা আমি জানি না। যে কোনো বিষয়ে undergraduate পড়াশোনা কইরা এই পরীক্ষা দেওয়া যায়। বাংলাদেশে

Scanned by CamScanner

আমার জানা মতো কম বেশি ১০০ জনের মতো CFA আছেন। জানতে Wikipedia আর CFA Institute-এর সাইটে গিয়া দেখেন, CFA Forum-এ যোগ দেন, যারা পরীক্ষা দিছে তাদের সাথে কথা বলেন। বুকে আর মাথায় বল থাকলে লাইগা পড়েন। মনে অসীম সাহস আর ইচ্ছা নিয়ে আগাইবেন। ইনশাআল্লাহ পিছে ফিরা তাকাইতে হইব না। CFA designation আপনার ভিজিটিং কার্ডে? WOW!

২. **CA (Chartered Accountant)** - CA বাংলাদেশে করতে চাইলে এখুনি CA Bhaban-এ বা যারা CA শেষ করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও করা যায়। USA-তে এইটারে CPA কয়। Accountants-দের জন্য অনেক উঁচু মানের professional certification. FCA designation.

৩. **CMA (Cost and Managment Accountant)** - অনেকটা CA-র মতোই। বাংলাদেশের জন্য ICMAB এ যোগাযোগ করেন। FCMA designation.

৪. **MCIPS (Member of Chartered Inst of Procurement and Supply)** - দেশে সরকারি আর বিদেশি প্রজেক্ট গুলায় কতো বিলিয়ন ডলারের কেনাকাটা হয় আপনের আইডিয়া আছে? এই procurement-এর জন্য দরকার Procurement Specialist. Procurement Specialist-এর জন্য professional certification হইলো MCIPS. এইটা British certification যা বাংলাদেশে BRAC University আর Engineer Staff College-এ করানো হয়। Extremely valuable certification ভাই!

৫. **FCS (Fellow Chartered Secretary)** - বাংলাদেশে ICSB-এর মাধ্যমে এ কোর্স আর সার্টিফিকেশন কইরা আপনি Company Secretary হইতে পারেন। অনেকেই দেখছি Company Secretary-আর Personal Secretary এক কইরা ফেলেন!! Company Secretary একজন Director লেভেলের কর্মকর্তা!! ইনারা কোম্পানির compliance দেখা থিকা শুরু কইরা Board of Directors-দের decision execute করেন। অনেক decision making-এ থাকেন আর অনেক highly paid. এ ব্যাপারে ICSB-এর সাথে যোগাযোগ করেন।

Scanned by CamScanner

এ ছাড়াও এ ৪ বছরে আর যা যা করবেন:

১. **IBA MBA preparation** - ৪ বছর প্রিপারেশনের পরও যদি আপনার না হয়, আর কিছু বলার নাই।

২. **BCS Preparation** - মোক্ষম সময়। আমরা দেখতে চাই ৪ বছর পর কোনো ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার না - মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো তথাকথিত অখ্যাত ইউনিভার্সিটির অখ্যাত বিষয়ে পড়া ১০ জন Foreign Ministry-তে জয়েন করছে।

৩. **বিদেশে Higher Studies** - এ ৪ বছর GRE/ GMAT, TOEFL/ IELTS preparation সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ আর Statement of Purpose লিখা শুরু করতে পারেন। Volunteering তো আছেই। অনেক সময়ের ব্যাপার এই গুলা ভাই। পাস কইরা পড়া শুরু করবেন ভাবলে ভুল হবে।

৪. **App Development** - App develop করার জন্য কঠিন প্রোগ্রামার হইবার দরকার নাই। দরকার শুধু একটা আইডিয়া। বেসিক প্রোগ্রামিং শিখেন আর আইডিয়াগুলো freelancer দিয়াও implement করতে পারেন। Chad Mureta আর তার App Empire বইটা আপনের জীবনটা বদলায় দিতে পারে। Read about him to get brilliant inspiration and ideas.

নোট: Professional Certification-এর কিছু কিছু ছাত্র অবস্থাতেই করা যায়/ পরীক্ষা দেয়া যায়। সব certification-এর জন্য পরীক্ষা পাসের পর ৩-৫ বছর experience লাগে নামের শেষে designation লিখার জন্যি।

আপনের মূল পড়াশোনার পাশাপাশি এইগুলা করবেন। পড়াশোনা বাদ দিয়া না।

কোথায় কার সাথে যোগাযোগ করবেন তা দিয়া দিছি। Latest information এর জন্য source গুলাতে যোগাযোগ করেন।

শেষ কথা: Never lose hope. একটা failure মানে ১০টা success story. যেইখানে ভর্তি হইতে পারেন নাই show that university what you are capable of. Work hard and build an amazing story of your ONLY ONE life!

Be a rock star cowboy!!!!

Scanned by CamScanner

English Speaking-এর খুঁটিনাটি

GPA 5 না, ইউনিভার্সিটি লেবেল না, চুলের ইস্টাইল না! প্রফেশনাল জীবনে নেটওয়ার্কিং এর পরেই যেইটা আপনি কাজে লাগাইবেন সেইটা হইতেছে ইংলিশ communication. শুধুমাত্র ইংলিশ আর ইংলিশ। কিন্তু অনেক পোলাপাইনরে দেইখা মনে হয় ইংলিশ একটা শাঁকচুন্নি গার্লফ্রেন্ড- তারে দেইখা ডরাইতেই হবে!

ভাইরে/ আপুরে!!! আমেরিকায় homeless লোকজন, যাদের জামা-কাপড় শিক্ষা-দীক্ষা কিচ্ছু নাই তারাও যদি ইংলিশে কথা কইতে পারে তাইলে আপনের সমস্যা কই? কইবেন 'ইংলিশ তো ওর মাতৃভাষা'! ভাইরে, যে লোক বাংলার মতো কঠিন ভাষায় কথা কইতে পারে, হিব্রু ছাড়া দুনিয়ার সব ভাষা তার কাছে পানি ভাত!

ইংলিশ কইতে গ্রামারের কাছে গেছেন তো মরছেন! গ্রামার আপনেরে এমন ডর লাগায় দিবে আপনে অইখানেই কুল্লু খালাস (সবশেষ, আরবিতে)! তাইলে কি করি?

ইংলিশ communication-এর সব অস্ত্র কিন্তু আপনের কাছেই আছে। সাধারণ কথাবার্তায় ১,০০০-এর বেশি শব্দ লাগে না - যার ৯৫% ই আপনের জানা। আর যে কোনো কথিত ভাষার structure মোটামুটি একই! সেইটাও বাংলার বদৌলতে আপনার জানা। তাইলে সমস্যা কি?

সমস্যা একটাই। লজ্জা!!! Shame, fear, embarrassment! আমাদের সময় লজ্জা নারীর ভূষণ ছিল। এখনকার সময় লজ্জা loser-দের ভূষণ! লজ্জা = loser, লেইখা রাখতে পারেন! এই লজ্জা মানেই আপনের বেতন ১ লাখ টাকা কম, আপনের বিজনেসের প্রসার কম, আপনের সোস্যাল networking নিচে, আপনের self confidence 20%!

এখন? চলেন, তাইলে একটা প্ল্যান করি, কি বলেন?

Scanned by CamScanner

১. কোন ইংলিশ স্পোকেন কোর্স না। No! Zero tolerance!! পয়সা, সময় সব নষ্ট। পোলাও খাইতে, হাঁটাহাঁটি শিখতে কোনোদিন কোর্স করছেন!!!??? খামাখা!

২. প্রতিদিন ১ মিনিট টাইম। গোসল করার সময় বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের সাথে কথা কইবেন। যে কোনো টপিকে। যেমন, আজকে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেরেই ভুলভাল ইংরাজিতে describe করলাম - Hey you Shabbir! You are a বুইড়া old fool, you have lost 5 tooth (teeth), you have টাক on your head, you talk like বান্দর, you are Shakib Khan fan, you sing in bathroom, you don't know how to dance! ইত্যাদি ইত্যাদি! আমার যাত্রা শুরু, আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভুংচুং কই আর হাসি। অন্য কেউ দেখার নাই, অন্য কেউ হাসার নাই। ৩০ দিন পরে সেই আমি - ১ মিনিট ৫০% কম ভুলে বাংলাদেশের ট্রাফিক সিস্টেম নিয়া কথা কইতে পারি। মাত্র ৩০ দিন, মোট ৩০-৪০ মিনিট! আমি অন্য মানুষ। কোনো ফাঁকিবাজি না।

৩. একটা ৩/৪ জনের গ্রুপ বানান। ফোনে বা সামনা-সামনি দেখা হইলে কোনো বাংলা না। শুধু ইংলিশ। ভুলভাল ইংলিশ। কোনো সমস্যা নাই। এইটা কোনো পরীক্ষা না। পাস করা বাধ্যতামূলক না। ২ মাস চেষ্টা করার পর দেইখেন।

৪. গান গান গান! Radio.net app টা ডাউনলোড দেন। এইটা আমার সবচে' প্রিয় Internet radio app. ডাউনলোড কইরা Country Radio Channel শুনতে থাকেন। দিনে ৩০ মিনিটে ৭টা গান। Country music - কোন মেটাল, র‍্যাপ বা রক না। Soft আর mellow lyrics. গান শুনেন আর গুগল কইরা lyrics গুলা একবার পড়েন। কেল্লা ফতে! American আর British accent, words, composition সব মাথায় ঘুরপাক খাবে - আনন্দের সাথে। এর চেয়ে ভালো আর কি হইতে পারে? অনেকে সাবটাইটেল সহ মুভি দেখতে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয় অইটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

৫. যখনই লজ্জা পাইবেন, ঢিলা দিতে ইচ্ছা হবে তখনই নিজেরে force করেন। আমরা যখন BMA (Bangladesh Military Academy)-তে ট্রেনিং নিতে গেছি ভাইরে! সেইখানে বাংলা বলা নিষেধ ছিল! ভুলে দুই একটা বাংলা মুখ থিকা বাইর হইছিল! যেই শাস্তি দিছে! সারারাত শীতের সময় ছাদে কনকনা বাতাসে আন্ডারওয়ার পরাইয়া ৫ মিনিট পর পর মাথায়

Scanned by CamScanner

পানি ঢাইলা দিছে (এইটার নাম ছিল nice bath!) কাঁপতে কাঁপতে কতো পাবলিক অজ্ঞান হইয়া গেছে! আস্তাবলের ড্রেনের পানিতে ২ ঘণ্টা চুবাইয়া রাখছে। ট্রেনিং-এর শুরুতে আমার এক বন্ধুর দাঁতের উপরের পাটিতে ব্যথা। সে কয় Sir, I have pain in the UPSTAIRS of my tooth sir!!! আর ট্রেনিং শেষে? কঠিন আমেরিকান accent-এ ইংলিশ! নিজেরে চাইপা ধরেন। ইংলিশে কথা কইতে পারমু না মানে????!!

বিদেশি ৩ বছরের এক বাচ্চার ইংলিশে মোটামুটি fluent হইতে ১ বছর লাগে। আপনি তো তার চাইতে আগায় আছেন। আপনার শব্দ ভাণ্ডার তার চেয়ে ভালো, আপনি আরো matured, আপনি basic sentence structure জানেন। তাইলে সমস্যা কি????

ডিগ্রি ফিগ্রি নেন, GPA 5 পান ভালা কথা! ইংলিশ communication-এ যা তা!? আপনে ভাবছেন ভালো চাকরি, ব্যবসা, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি হবে!?? বাংলা সিনেমার ভিলেনের ভাষায় বলতে হয় 'হাসালে বন্ধু!'

এখুনি লাইগা পড়েন। সামান্য ব্যাপার, কোনো rocket science না। ৩ বছর পর আমারে চটপটির দাওয়াত দিয়েন!

Awesome English, Dude!

Scanned by CamScanner

Vocabulary, Vocabulary, Vocabulary!

ভাইরে/আপুরে!!!
এত্তদিন ধইরা খালি Clash of Clans খেলছেন/ Pokemon-এর পিছে দৌড়াইছেন/ লুডুস্টারে মিলিয়ন ডলার খাটাইছেন!!! কি পাইছেন এত্ত সময় নষ্ট কইরা!? কিচ্ছু না! নিজের সময় খরচ কইরা ওই ব্যাটাদের মিলিয়নিয়ার বানাইছেন খামাখা! নিজের লাভ বুঝেন নাই, অন্যের পিছে ছুটছেন!

যে সময় আমরা প্রত্যেকদিন নষ্ট করি তা থিকা দিনে ১০ মিনিট নিজেরে দিবেন দয়া কইরা? 'নিজেরে'?

কি করি এই ১০ মিনিট? আজকে থিকা আসেন এই ১০ মিনিট আমরা একটু vocabulary শিখি! Vocabulary এর একেকটা শব্দ তো শব্দ না, ১০০ গ্রাম সোনার টুকরা - exciting, fun, adventurous and free!!!!

Free million dollar asset!

Strong vocabulary খালি professional বা academic জীবনেই না, নিজের ব্যক্তি জীবনেও যে কি কাজে লাগে তা সময় থাকতেই বুইঝা নেন। নাইলে কোন public/private এ ভর্তি, GRE/ GMAT/ IELTS/ SAT/ TOEFL পরীক্ষা, চাকরির ইন্টারভিউ, paper বা থিসিস লিখা এমনকি আতলামি চাপা মারতেও কষ্ট হইবে!

এখন ক্যামনে কি!?

প্রথমেই বইলা রাখি vocabulary build up ১/২ মাসের খেলা না যে first person shooter ভিডিও গেমসের মতো final level এ শয়তান Boss-রে মারলাম আর Game Over! এইটা lifelong game with unlimited levels. এই জন্যিই অনেক মজা, অনেক interesting! তাই এই বুড়া বয়সেও আমি প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ শিখতাছি, নোট করতাছি, ঝালাই করতাছি। Latest কোন শব্দটা শিখছি জানেন?

Scanned by CamScanner

"Sinecure" - মানে এমন এক চাকরি যেইডাতে কাম কাজ নাই মাগার পয়সা আছে!

কি মজা না!? আহারে, এইরাম একটা চাকরি যদি পাইতাম!!

যাই হোক। আসেন কাজের কথা কই।

১. প্রথমেই GRE BIG BOOK word list/ Majortest.com word list ডাউনলোড দেন। এগুলার মধ্যে ১০০০-৫০০০ পর্যন্ত শব্দ আছে। যে কোনো ১০০০ শব্দ randomly বাইছা নেন।

২. স্টেশনারি দোকান থিকা এক প্যাকেট বা ২০০ টা ২x৩ ইঞ্চি সাউজের ফ্ল্যাশ কার্ড কিনেন। না পাইলে কাগজ বা আর্ট পেপার কিনা নিজে নিজে বানান।

৩. প্রতিটা কার্ডের এক পাশে ১০টা শব্দ আর অন্য পাশে তার অর্থ নিজ হাতে লিখা ফালান। 'নিজ হাতে' ভাইরে, নিজ হাতে। বাজারে অনেক vocabulary flash card পাওয়া যায়। অইগুলা হইতেছে অন্যের বাচ্চা মানুষ করার মতো। নিজে হাতে লিখেন - এর মর্তবা পরে বুঝবেন। আমি ২০০০ সাল থিকা ফ্ল্যাশ কার্ড বানাইয়া পড়তাছি। ১৯ বছর আগের জিনিস, প্রত্যেকদিন ই নতুন লাগে।

৪. প্রত্যেকদিন ১টা কার্ড ধরেন, পড়েন আর মাথায় ঢুকান। ১০ মিনিট! ৫ দিন ৫টা কার্ড, ৫০টা শব্দ! পরের দুই দিন রেস্ট! নেক্সট সপ্তাহে ভুইলা যাবেন ৯০%! চিন্তার কিছুই নাই। খুবই স্বাভাবিক। আপনে ফেরেশতা না! আবার রিপিট করেন। তাইলে দুই সপ্তাহে ৫০ শব্দ দুই বার রিভিশন।

৫. পুরা বছরে মোটামুটি ১০০০ শব্দ! অনেক অনেক আগায় গেলেন। আপনে এখন Vocabulary Gangsta! যেই শব্দগুলা একটু কঠিন সেইগুলা দিয়া Google এ sentence construction দেইখা নিলে আরো মাথায় ঢুকবে, আমি কইয়া দিলাম!

৬. দুই বছরে ২০০০ শব্দ!! আপনে এখন Vocabulary Mafia!

৭. এই ২০০০ শব্দগুলা মাঝে মাঝে ঝালাই, নতুন নতুন শব্দ যোগ আর আগাইয়া যাওয়া! GRE, MBA, TOEFL, IELTS!? বারবি ডল খেলার মতো সোজা! নিজেরে অনেক স্মার্ট আর satisfied মনে হবে! Better than any video games you can imagine!

Scanned by CamScanner

নিজেদের মধ্যে vocabulary competition ও করতে পারেন। ইয়ার দোস্তদের সাথে treat competition! অনেক অনেক মজা! ৫/৭টা কার্ড সবসময় নিজের ব্যাগে রাখবেন আর ফেসবুকে লাইক কমেন্ট না দিয়া কার্ড পড়বেন! ১০ মিনিট!

So, folks - let the game begin today!

নোট: Wont আর Won't / Cant আর Can't-এর পার্থক্য কি জানি!??

Scanned by CamScanner

মনে মনে অংক!

ভাইরে/আপুরে!!!

Mental maths professional আর academic জীবন ছাড়াও বিবাহিত জীবনে কতো যে জরুরি তা গত ২৫ বছরের সংসার করতে যাইয়া হাড়ে হাড়ে টের পাইতাছি! আমার বউ মনে হয় আমারে আইনস্টাইন বানায় ছাড়বে! উনি জিজ্ঞাস করছে 'কাজের বুয়ার বেতন ৩০ দিনে ৫,০০০ টাকা! গত মাসে অনুপস্থিত ছিল ৪ দিন! আধা বেলা কাজ করছে ৭ দিন! ৯০০ টাকা ধার করছে আর তা দুই মাস ধইরা ফেরত দিবে! গেস্টের জন্য ভালো রান্না করায় বোনাস ৫০০! গত মাস, মানে লিপ ইয়ারের ফেব্রুয়ারি মাসে তার বেতন কতো?' অইদিকে বুয়াও সরস এক কাঠি! শীতের দিনে বৃষ্টি থাকায় Bad Weather Bonus চাইছে ৫০০০ টাকার ১৫%!

যাই হউক, আপনে যেই হন, যাই পড়েন, যেই কাজ করেন- অংক, বিশেষ কইরা mental maths-এর প্রয়োজনীয়তা কত্তখানি তা BCS, SAT, GRE, CA, CFA, ISSB পরীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তিগত আর professional জীবনের পদে পদে টের পাইছেন নিশ্চই। মাথার মধ্যে fast calculation যে কোনো problem solving আর decision making skill-এর জন্যিই জরুরি। যেই স্বপ্নই দেখেন, যেই প্ল্যানই করেন mental maths ছাড়া সামনে আগানো? অসম্ভব!

তাইলে কি করতে পারি? কিচ্ছু না তেমন! আপনের কাছে চারটা basic অস্ত্র আছে। যেইগুলা অনেকেরই শান না দিতে দিতে ভোঁতা হইয়া গেছে। তা হইলো + - x / বা যোগ, বিয়োগ, গুন আর ভাগ! মানব জ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য! এইগুলার সহজ আর quick usage-এর অনেক tips Google-এ আছে। উদাহরণ দিতেছি:

১. কোনো সংখ্যা ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি দিয়া পুরাপুরি ভাগ যায় কিনা জাইনা নেন।

Scanned by CamScanner

২. দুইটা তিন সংখ্যার গুন কিভাবে মুখে মুখে করে তাও জানেন। (যেমন ২৩২x৩১৬)

৩. ভগ্নাংশ কিভাবে তাড়াতাড়ি দশমিকে বা এর উল্টাটা কিভাবে করা যায় তা জানেন।

৪. খুব তাড়াতাড়ি % বাইর করা শিখেন।

Brilliant.org বা Udemy.com এ যাইয়া tricks গুলা ৩ দিনেই সামান্য চেষ্টায় শিখা সম্ভব। এ ছাড়াও আরো অনেক অনেক site আছে এই রকম।

এই টিপসগুলা কঠিন কিছু না, শুধুমাত্র অভ্যাসের ব্যাপার। যেমন, আমি রাস্তায় জ্যামে বইসা থাকলে আশপাশে গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখি আর তা নিয়া যোগ বিয়োগ খেলি! ঢাকা মেট্রো গ ২১-৩৬৯৮. পুরাটা কি ৭ বা ১১ দিয়া ভাগ যায়? শেষ ৩৬৯৮-কে প্রথম ২১ দিয়া ভাগ দিলে কি কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে? ব্যাপারটা funny মনে হইতে পারে, কিন্তু এই fun করতে করতে একদিন কই যাইবেন তা হয়তো নিজেও জানেন না! সময় অপচয় না কইরা হালকা ইট্টু কাজে লাগাই!?

এখন একটু প্র্যাকটিস করি, আয়েন!

আমার কাছে GRE BIG BOOK হইতেছে Mother of all test preparation books! নীলক্ষেত যাইয়া আজকেই কিনা আনেন। অইটার মধ্যে ২৭ সেট প্রশ্ন আছে। নিজে একা একা বা বেস্ট ফ্রেন্ডরে নিয়া ২ মাস সময় নিয়া calculator ছাড়া maths/ quantitative অংশগুলা solve কইরা ফেলেন। প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। আরো দেওয়া আছে basic geometry, arithmetic ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। ২ মাসে quantitative বা অংকের section শেষ করা খুবই সহজ। পাস করা দরকার নাই। ফেল করেন। ফেল কইরা কইরা শিখেন।

পরবর্তী মাসে পুরাটা আরেকবার solve করেন! Please.

এই তিন মাসের সামান্য সময় আপনারে কী দিবে? হাতি, ঘোড়া, টাকা, পয়সা? না। যা দিবে তা হইলো নিজের প্রতি confidence আর স্মার্টনেস। এর বাজার মূল্য? ১০০ মিলিয়ন বিট কয়েন!

তিন মাসে ১২ বছরের স্কুল-কলেজের অংকের সিলেবাসের মূল রস আস্বাদন করেন।

Scanned by CamScanner

আপনের হাতে ধরি, পায়ে পড়ি! একটু কষ্ট কইরা এইটা করেন। এর চেয়ে ভালো suggestion আমার আর দিবার নাই। জীবনে কোনো না কোনো দিন আমারে Thank you bhaia (no "Uncle"!) কইবেন ইনশাল্লাহ।

Train your awesome brain!
Say no to Drugs and no to Calculator!

নোট: ভাইরে, আমার বুয়া কতো বেতন পায় তা নিয়া এখনো কনফিউজড আছি!!

Scanned by CamScanner

Be Humble

কিছু কিছু জিনিস DU/ BUET/ DMC/ IBA/ HARVARD/ MIT-তে শিখায় না। কিন্তু সেইগুলা শিখায় না সেইগুলা আপনার কোর্স, ক্রেডিট, জিপিএ, বেতন, র‍্যাংক সব কিছু থিকা উপরে।

১. **Being Humble/ Humility** - আপনে সুন্দরী? ২০০০ সালের মিস ইউনিভার্সের নাম মনে আছে? কেউ মনেও রাখে নাই তারে। আপনি CEO? কন দেখি মাল্টি বিলিয়ন ডলার Honda কোম্পানির ৪ নাম্বার CEO-কে? কোনো খবরই নাই বেচারার! আপনে বিসিএস/ মিলিটারি? হাহাহাহা ভাইরে! Gulf War জয় করা আমেরিকান জেনারেল শোয়ার্জকফের কথা মনে আছে!??? উনি কইছিল, 'যুদ্ধের সময় ৫০ দেশের ৫০০,০০০ সৈনিক আমার কথায় নাচছে আর ১ বছর শেষে রিটায়ার করার পরে বাসার কাজের জন্য একটা প্লাম্বারও পাই না!' অহংকার করার অধিকার তো দূরের কথা, সেইটার কোনো যোগ্যতাও কোনোদিন আপনি অর্জন করতে পারবেন না! দুনিয়াতে বহু চ্যাম্পিয়ন দেখছি- আজ তার ৮০% মাটির তলে আর ২০% হাসপাতালে! অহংকার করার অধিকার শুধুমাত্র উপরের উনার - এইটারে যে টান দিছেন সে মরছেন। Humble থাকা মানে পাপোশ হইয়া থাকা না, humble মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সামনে নিজের non existence-রে হাসিমুখে মাইনা নেওয়া আর এইটা বুঝা যে যেই মুহূর্তে আপনি অক্কা পাইছেন সেই মুহূর্তেই আপনার বিছানাতেও আপনার rotting corpse-এর জায়গা নাই। সৃষ্টিকর্তা এই জন্যিই অধিকাংশ নবী রসুলদের অনাথ বানাইছেন, দুম্বা চড়াইছেন, গরীবিত্ব দান করছেন যাতে তারা humility আর humbleness-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হন। তাছাড়া গান্ধীরে দেখেন, মার্টিন লুথার কিং-রে দেখেন। শিখেন।

২. **Being Thankful** - আজ আমার বয়স ১৮,৩৭১ দিন। প্রতিদিন গড়ে ৫ বেলা খাবার ধরলে আমি ৯০,০০০-এর বেশি বার খাইছি, কোনো চিন্তা ছাড়া, কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা ছাড়া যে খাবার কোন্থেকে আসবে। ৭ বিলিয়ন লোকের মধ্যে আমি top 5%-এ। আমার মা এখনো আছেন,

Scanned by CamScanner

একটা সুন্দর পরিবার আছে এবং যা যা চাইছি বা চাই নাই তাও আছে। আমি হাসপাতালে নাই, সুস্থ আছি। আমি দুনিয়ার top 0.1%-এ। কিন্তু এই খাবারের জন্যি, এই সুখের জন্যি কয় বার সৃষ্টিকর্তারে ধন্যবাদ বলছি জানিনা। তাও আমি পাইয়াই যাইতাছি। অন্যদিকে আমি কারো কোনো উপকার কইরা ধন্যবাদ না পাইলে মাথা গরম হইয়া যায়!!! ভাইরে, thankful হইতে পয়সা লাগে না। Feel the awesome free gifts you get from God, affection from your parents, love from your family, the smile of your child - feel and appreciate EVERYTHING. শুধু মুখে থ্যাংক্স বইলেন না, mean it from the core of your heart.

৩. **Not Looking Back** - মাছির চোখ কয়টা জানেন তো? হাজারখানেক! এই জন্যই ব্যাটারা চারদিকে দেখতে পারে। একটা মাছি মাইরা দেইখেন তো? খুব চালাক! কিন্তু মানুষের মাত্র দুইটা চোখ, তাও আবার সামনে! পিছনে দেখতে পারে না। এর কিন্তু একটা মর্তবা আছে। You were made to look forward, not back. যেইটা অতীত হইয়া গেছে, সেইটা শেষ হইয়া গেছে। তারে ফিরানোর কোনো scope বা power মানুষের নাই। সেইটা এখন সৃষ্টিকর্তার কাছে। উনি ছাড়া তা আর বদলানোর কেউ অধিকার রাখেন না। তাই যে জিনিস আপনের আর না, তা নিয়া চিন্তা করা পুরা বোকামি। মনে করেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মারা গেছে! আপনে কি কাঁদবেন? কখনোই না। কারণ ওই ব্যাটা আপনের কিছুই লাগে না। ঠিক তেমনি অতীতের ভুল, অতীত সম্পর্ক সব ভুইলা যান। অইগুলা এখন আপনের কিছুই লাগে না। সামনে চোখ। সামনেই তাকান। কে জানি বলছিল, অতীতের কথা চিন্তা কইরা অনেক বোকাই মরছে। অতীতরে এখনই Control-Alt-Delete মারেন।

পৃথিবীতে টাকা-পয়সা বানানো, successful হইতে চাওয়া, ভালো পড়াশোনা বা ক্যারিয়ার গড়াতে কোনো পাপ নাই। পাপ হইতেছে যখন শ্রেষ্ঠত্বর মাথায় আমি তখন humility ভুইলা যাওয়া, thankful না হওয়া আর নিজের খারাপ অতীত নিয়া মন দূষণ করা!

এই সব জিনিস কোনোদিনও কোনো Ivy League-এ শিখানো possible না। কারণ আপনের বিবেকের চেয়ে বড় Ivy League বানানো অসম্ভব ব্যাপার।

Be great and be humble.

Scanned by CamScanner

সমস্যা, সমস্যা, সমস্যা!

ভাইরে/ আপুরে!!!
আপনে পাবলিকে চান্স পাইছেন/ পড়তাছেন, ভালো কথা! কিন্তু যদি মনে করেন ইউনিভার্সিটি আপনারে সব গুলাইয়া খাওয়াইয়া দিবে তাইলে বিশাল ভুল করবেন। আপনেরে জানতে হবে ইউনিভার্সিটির আসল কাজটা কি!

ইউনিভার্সিটির কাজ হইলো আপনেরে একজন problem solver হইতে 'সাহায্য' করা আর এ ব্যাপারে কিছু কিছু reference বা বই পত্রের সাথে পরিচয় করাইয়া দেওয়া। ব্যাস, শেষ! আপনে BUET-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাছেন? এইটা কি সম্ভব দুনিয়ার তাবত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমস্যা আপনেরে শিখায় দিবে? তাইলে কি? আপনেরে শিখাইবে ক্যামনে একটা সমস্যা analyse করতে হয়, তা ছোট ছোট কইরা ভাঙতে হয় আর অইটার একটা 'সহজ, সরল, সস্তা, সমাধান' দিতে হয়!

এই জন্যিই তো Harvard Business School-এর মতো জায়গায় পরীক্ষা-টরীক্ষার চেয়ে Case Study Method-এর মাধ্যমে শিখানো হয়। নামকরা প্রফেসার আর Billion dollar CEO-রা বইসা real life business problem থিকা Case Study লিখেন আর তা অইখানকার ছাত্ররা মারামারি, কাটাকাটি, যুক্তিতর্ক দিয়া solve করে। Case Study-র কোনো সঠিক বা বেঠিক উত্তর নাই। শুধু আছে যুক্তিতর্ক/ battle of logic-এর খেলা। এর জন্যি দেখেন ওইখান থিকা যারা যারা বাইর হয় তারা কই কই যায়, কি কি হয়!

এখন আসি problem solving-এ। দুনিয়ায় কোটি কোটি সমস্যার সৃষ্টি হইছে আপনারে successful করার জন্যিই। সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝা ভার! উনি দুনিয়ায় মানুষরে কাজ-কর্ম শিখাইবার জন্য দুইটা কঠিন teacher পাঠাইছেন। এই দুইটার নাম 'সমস্যা' আর 'failure!' এই

Scanned by CamScanner

দুইটা না থাকলে দুনিয়া পুরাই থাইমা থাকতো। প্রাচীনকালে খাবার রান্না করা লাগে (সমস্যা), হইলো আগুন আবিষ্কার (success)! এভারেস্টের উপরে কি আছে জানা দরকার (সমস্যা), উঠতে গিয়া হাজার খানেক মানুষ মরলো (failure), শেষমেশ এই failure গুলা থিকা শিক্ষা নিয়া হিলারি আর তেনজিং পাহাড়ে উঠলো (success)! আর আমরা এই সমস্যা আর failure-এর সাথে প্রেম না কইরা দেন মোহরানার ভয়ে দূরে যাইয়া বইসা আছি! ভাইরে, ক্যামনে কি?!!!

কিছুদিন ধইরা আমি কিছু কিছু মজার সমস্যা আর তার million-dollar মার্কা সমাধানের উপর পড়াশুনা করতাছি। কিছু কিছু দেখেন:

১. Google মামার সমস্যা হইলো সে আপনারে আমারে track করে। পশ্চিমা দুনিয়ায় এইটা একটা ঝামেলার ব্যাপার। এই সমস্যা মাথায় নিয়া এক পোলা বাইর করলো Duckduckgo সার্চ ইঞ্জিন! এইটা কোনো user tracking করে না। ব্যাস, মামার কিন্তু মাথা ঘুরানি শুরু। আর অই ব্যাটা মিলিয়ান ডলার কামাইতেছে আর কামাইতেছে! সমস্যা>সহজ সমাধান!

২. Uber-এর founder মিটিং শেষ কইরা বাইর হইছে কিন্তু কোনো taxi পায় না। লেকিন তার সামনে দিয়া হাজার হাজার প্রাইভেট গাড়ি খালি যাইতেছে। ব্যাস, মাথায় ক্লিক করলো বুদ্ধি! ফলাফল? Multibillion dollar Uber!

৩. ১১ বছর বয়সী Mikaila Ulmar। একদিন মৌমাছির কামড় খাইয়া কান্নাকাটি। ওর মা ওরে ওষুধ দিয়া কয়, 'তুই ডরাইস না। মৌমাছি খারাপ না'। এরপর থিকা মিকাইলা মৌমাছি নিয়া রিসার্চ শুরু করলো আর দেখলো তার দাদির শরবতের রেসিপি আর মধু দিয়া এক ধরনের শরবত বানাইলে হেব্বি স্বাদ লাগে। ব্যাস! এক বছরের মধ্যে ১১ বছরের বাচ্চা ১১ মিলিয়ন ডলারের ডিল শুধুমাত্র শরবত বিক্রির জন্যি!!

এইরাম লিস্ট লিখতে গেলে ২ দিন লাগবে!

আমাদের আশেপাশে কত্ত সমস্যা! এর সুযোগ কাজে লাগাই না ক্যানো? কোন জায়গায় জানি পড়ছিলাম যে millionaire হইবার একটাই রাস্তা: Find a problem that annoys a lot of people> Find a very simple solution to it> Sell the solution to people to make their lives easy!

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষ। তাদের ১৬০ কোটি সমস্যা। আপনার সহজ, সরল, সস্তা, সমাধানের জন্য প্রত্যেকে ১ টাকা কইরা দিলেও ১৬০ কোটি টাকা! (মজা কইরা কইলাম!)

নাম, যশ, অর্থরে মাথা থিকা আপাতত দূরে রাখি। দেশের আর দেশের মানুষের সমস্যা identify করি আর তার সহজ, সরল, সস্তা, সমাধান দেই। এইটাই আপনের কলেজ/ ইউনিভার্সিটি শিক্ষার মূল মন্ত্র।

বুচ্ছেন ভাইজান?!?!

Scanned by CamScanner

২৫-এর আগেই

ভাইরে/আপুরে!!!
২২/২৩ বছর বয়স হইছে! ২৫০ মাস! এই বয়সের মধ্যে কি কি asset/ অর্জন/ যোগ্যতা/ জ্ঞান থাকা উচিত আমাদের? নিজের এক্সপেরিয়েন্স থিকা একটা লিস্ট দিলাম। সবার জীবনের চাওয়া পাওয়া আলাদা। তাও, নিজের সাথে মিলায় দেখতে পারেন।

১. **পাসপোর্ট** - খুবই দরকারি। বিদেশে আমাদের দেশের ID Card-এর চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। আজকাল এইটা করা আগের চেয়ে অনেক সহজ। না থাকলে নিজের জন্যি কইরা ফালান। তাছাড়া কখন হঠাৎ লাগতে পারে জানবেনও না।

২. **ব্যাংক একাউন্ট** - এইটা বলাই বাহুল্য। না থাকলে নিদেনপক্ষে একটা সেভিংস একাউন্ট থাকা উচিত। কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আজই?

৩. **PowerPoint Skill** - আপনের নিজে নিজে একটা ১৫ স্লাইডের প্রেজেন্টেশন বানানো আর তা ২০ জনের সামনে present করার স্কিল থাকতেই হবে।

৪. **TIN Certificate** - আয় করেন আর নাই করেন, একটা TIN নাম্বার নিয়া ফেলেন। সার্টিফিকেট-এর মর্যাদাই আলাদা। প্রতি বছর শূন্য ট্যাক্স থাকলেও রিটার্ন দাখিল করেন। নিজেরে অনেক অনেক ভালো লাগবে।

৫. **Basic Excel** - আর কত কমু এই নিয়া। Basic Excel জানা কত্ত জরুরি তা ঠেকার আগেই শিখা নেন। ১ মাস লাগবে মাত্র। আর advanced level-এর জন্য Chandoo মামুর সাইট তো আছেই (Chandoo.org)!

Scanned by CamScanner

৬. **Academic Paper** - অন্তত ৩০ পাতার একটা একাডেমিক পেপার/ থিসিস লিখার এক্সপেরিয়েন্স (citation সহ) প্রফেশনাল জীবনে অনেক কাজে লাগবে।

৭. **Official/ Formal Letter** - দুই পাতার একটা ফর্মাল বা অফিশিয়াল চিঠি লিখতে না পারলে কোনো জিপিএ-৫ কাজে আসবে না ভাই।

৮. **Formal Attire/ Etiquette** - একটা টাই বানতে জানা উচিত। একটা সাধারণ মানের স্যুট হইলেও থাকলে মন্দ হয় কি? কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়াসহ ফরমাল ডাইনিং-এর রীতিনীতি ইউটিউবেই দেখা যায়। মাত্র ২ মিনিট টাইম লাগাই।

৯. **ধর্ম** - নিজের ধর্মগ্রন্থ একবার হইলেও মানে বুইঝা শেষ করা। সারাজীবন অন্যের কথায় চলমু, এইডা কিছু হইলো?

১০. **Geography/ History/ General Knowledge** - UK, Great Britain, England-এর পার্থক্য জানেন? জানেন Scandinavian বা Nordic দেশ মানে কি? বা প্লেন ক্যামনে আকাশে উড়ে? আমরা বাজারে দাঁড়িপাল্লায় কি মাপি - ভর না ওজন?

১১. **গাড়ি চালানি** - শিখা ফালান আর একটা লাইসেন্স নেন। গাড়ি থাকার দরকার নাই। অন্তত ড্রাইভিংটা শিখা রাখেন।

১২. **সাঁতার জানা** - না জানলে জীবন ১৬ আনাই মিছে!

১৩. **নিজের সিভি** - এক্সপেরিয়েন্স নাই? তাতে কি? পড়াশোনা শেষ হয় নাই? মাফি মুশকিলা! লিখা ফালান না একটা! অনেক অনেক আগায় থাকবেন।

ভাইরে! শেষ কথা কই। কিছু কিছু জিনিসের জন্যি ২৩/২৪ বছর বয়স হইতে হয় না। খালি মানুষ হইতে হয়।

'ভদ্রতা। নম্রতা। নিরহঙ্কারিতা। সত্যবাদিতা। কারো সুযোগ না নেওয়ার ক্ষমতা। অন্য ধর্ম বা জাতের প্রতি শ্রদ্ধা।'

উপরের ১ থিকা ১৩-এর মধ্যে আপনের কয়টা করা/ জানা আছে?

Scanned by CamScanner

নেটওয়ার্কিং-এর Practical Tips

ভাইরে/ আপুরে!!!
এর আগে নেটওয়ার্কিং নিয়া কয়েকজনের সাথে কথা কইছি। কিন্তু ভাইরে, এখন পর্যন্ত অনেকেই এর গুরুত্ব বুঝতেছেন না।

একটা কথা কই। সোজা-সাপ্টা কথা। New year resolution বানাইছেন। অইটার মধ্যে networking ব্যাপারটাও রাইখেন। আপনে যদি পড়াশুনা শেষ কইরা চাকরিতে ইতিমধ্যে ঢুইকা থাকেন, তাইলে এইটা আরো জরুরি। ২০১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ছোট-বড় নতুন ১০০টা কানেকশন বাড়াইবেন - অনলাইন না, অফলাইন face to face connection. প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা, অন্তত!

কিন্তু বড় মাপের মানুষদের সাথে যোগাযোগ ক্যামনে করি?

নোট:

১. প্রথমেই মন থিকা advantage বা কোনো ফায়দা নেওয়ার চিন্তা বাদ দ্যান।

২. মনে রাখতে হবে যে সবাই feedback পছন্দ করে- positive বা potential (negative না কিন্তু)।

৩. Sincere appreciation আর validation পছন্দ করে না এমন মানুষ নাই।

৪. আপনে নেটওয়ার্ক করবেন অন্যরে দিতে বেশি, নিতে কম। Offer something of value to your potential network, small or big.

৫. Sincerity, sincerity, sincerity. নেটওয়ার্কিং আর চাটুকারিতার মধ্যে ওই একটাই পার্থক্য- একটা sincere + honest আরেকটা insincere + dishonest.

Scanned by CamScanner

ভাইরে, এখন ক্যামনে কি?

১. প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকা স্ট্যান্ডে দাঁড়াইয়া বেশ কিছু ICE TODAY ধরনের ম্যাগাজিন নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন নামিদামি CEO, COO এর মতো লোকজনের ইন্টারভিউ ছাপাইছে। একবার পড়েন। ভালো লাগা কিছু পয়েন্ট নিয়া উনার ইমেইল বা অফিস ঠিকানা বাইর কইরা একটা ছোট্ট appreciation মেইল দেন। তার সাথে দেন ছোট্ট যদি কোনো সাজেশন থাকে! উনার মেইল ব্যাক করার সম্ভাবনা অনেক!

২. টিভিতে talk show, Entrepreneur's show ইত্যাদি হয়- বড় বড় লোকজন তাদের ব্যবসা, পলিসি, ভবিষ্যৎ নিয়া কথা বলে। শো হইবার পরের দিনই একটা মেইল ছাইড়া দেন তার বক্তব্য নিয়া। লিখেন আপনি ক্যামনে উপকার পাইছেন আর কি কি সাজেশন আছে।

৩. বিভিন্ন সভা সেমিনারে গেছেন। শেষ হইলে ইয়ার দোস্তদের সাথে দৌড়াইয়া চা খাইতে বাইর হইছেন। কিন্তু ভুলেও Keynote speaker-এর সাথে হাত মিলাইয়া ধন্যবাদ দেন নাই, কার্ড নেন নাই, মেইল করেন নাই। ক্যামনে কি ভাইরে?

৪. আপনের কলেজের বড় ভাই বা প্রথম চাকরির CEO! কি সোনার খনির উপর আপনে বইসা আছেন, জানেন? আপনের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর লোকজনের সাথে, পুরানা বস/ কলিগদের সাথে যোগাযোগ রাইখেন, প্রতি মাসে না হোক, ৩ মাসে একবার ফোন করেন, চা কফি খান একসাথে।

৫. সবচেয়ে সোজা হইলো জন্মদিন, anniversary-তে ফোন কইরা উইশ করা। Reminder apps ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিদিন ১০ মিনিট! বফ/গফ রে ৫০০ টাকার কার্ড দিছেন, আর উনি আপনারে ছাইড়া চইলা গেছে! আর আপনের ১০ জন নেটওয়ার্করে জন্মদিনের কার্ড দেন- সারাজীবন বুকে আগলাইয়া রাখবে।

ভাইরে, মনে রাইখেন আপনের নেটওয়ার্ক হইলো one way ticket. যে ঢুকবে সে সারাজীবনের জন্যই ঢুকবে, তারে বাইর হইতে দিবেন না। অনেকে আবার কয়, ভাইরে টোকা দেই কিন্তু আওয়াজ দেয় না! ভাই! প্রথমে কলিং বেল চাপেন, তারপর দরজায় টোকা দ্যান, নাইলে রান্না ঘরের

Scanned by CamScanner

দরজা দিয়া উঁকি মারেন। আওয়াজ দিতে বাধ্য! আবার দেইখেন বেশি বিরক্ত কইরেন না। সময় নেন কিন্তু ছাইড়েন না।

ইন্ট্রোভার্ট আপনে? কোনো অসুবিধা নাই। আস্তে আস্তে চেষ্টা করেন। প্রথম প্রথম নিজেরে অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু প্রতি মাসে নিজের মন চায়না এইরাম অন্তত ৪টা জিনিস কইরা দেইখেন, কি মজা!

আপনে সারারাত বইসা না ঘুমাইয়া পড়ছেন, জিপিএ-৫ পাইছেন, ইংরাজি শিখছেন, কম্পিউটার শিখছেন- উসাইন বোল্টের মতো ৯৯ মিটার পর্যন্ত আগাইয়া আছেন। শেষ ১ মিটারই জীবনের সবচে' important মিটার। আপনের এতো কষ্টের কেষ্টো। আর এইটার নামই নেটওয়ার্ক!

কেন এই ১ মিটারের জন্য সারাজীবন নষ্ট করবেন?

শেষ ১ মিটারের দৌড় আজকেই শুরু করেন না ক্যানো?

Scanned by CamScanner

ইংলিশে লিখবেন কিভাবে?

ভাইরে/আপুরে!!!
ইংলিশে ভালো লিখতে পারা কত্ত যে বিশাল কাজে আসে তা আমার ৩০ বছরের প্রফেশনাল জীবনে নিজে দেখছি। Power of written expression একটা বিশাল সম্পদ ভাইরে। যারা সারাজীবন তথাকথিত ভালো জায়গায় পইড়া, তথাকথিত ভালো রেজাল্ট করছেন লেকিন ভালো লিখতে শিখেন নাই তারা অনেক পিছাইয়া আছেন।

যারা কিছুদিন চাকরি করতেছেন বা বাইরে পড়তে গেছেন তারা ভালোই জানেন ইংলিশে ভালো লিখতে জানা কি জরুরি।

তবে ভয়ের কারণ নাই কোনো! এর জন্য ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার কোনো দরকার নাই। দরকার নাই হাজার টাকা খরচ কইরা কোনো কোর্স করার। চলেন ইংলিশ লিখার রেসিপি দেইখা আসি!

উপকরণ!

১. ভালো ডিকশনারি আর গ্রামার বই! ভাইরে, বেশ কিছুদিন আগে উত্তরার বিডিআর মার্কেটের পুরান বইয়ের দোকান থিকা একটা গুপ্তধন পাইছি। Oxford Set! মাত্র ৪০০ টাকা রাখছে! অই ব্যাটা জানেও না কি বিক্রি করলো! নীলক্ষেতেও পাওয়া যাবে। Dictionary, Grammar আর Quotation বই – Mother of all english language reference!

২. বই, বই আর বই। ভাইরে! লিখতে জানতে হইলে শুধু A B C D আর গ্রামার শিখলে কিচ্ছু হবে না। ভালো লিখতে শিখার জন্য অনেক, অনেক, অনেক পড়তে হবে। আমি যেইটা করি সেইটা হইলো কোনো বই পড়ার সময় কোনো ভালো বা ইন্টারেস্টিং expression বা sentence দেখলে মার্কার দিয়া আন্ডারলাইন কইরা রাখি। আমার বইগুলাই হইয়া যায় ভবিষ্যৎ এর ready reference! ঠিক তেমনি কোনো গানের লিরিক্স বা মুভির ডায়লগ শুনলে নোট কইরা রাখি। এমনে করতে করতে আপনের

Scanned by CamScanner

নিজের ভিতরেই ভালো expression লিখার আইডিয়া আসবে। যারা এখনো তেমন কইরা পড়া শুরু করেন নাই তারা এক লাফে অরুন্ধতী রয় ধইরেন না। কমিক্স বা হালকা কিছু দিয়া শুরু করেন, আস্তে আস্তে একটু ভারী বা সিরিয়াস দিকে যান।

৩. নিজের ইচ্ছা। এইটা আপনে নীলক্ষেত বলেন আর আমাজন বলেন, কোথাও কিনতে পারবেন না। কোনো দামেও বিক্রি হবে না। বারাক ওবামা কইলেও এইটা কেউ ডেলিভারি দিবে না। ইচ্ছা আপনের নিজের সম্পদ। ভালো লিখতে পারেন বা না পারেন- সব কিছুই আপনের ইচ্ছার গুণ বা দোষ।

রান্না পদ্ধতি!

১. প্রথমেই basic grammar টা জাইনা নেন। স্কুলে পরীক্ষার জন্য পড়ছেন tense/ parts of speech! কতটুকুন শিখছেন তা নিজেই জানেন! পারলে Oxford গ্রামার বা ইন্টারনেট থিকা ঝালাই কইরা নেন। Grammar Einstein হইবার দরকার নাই। Just basic grammar!

২. রুটিন কইরা প্রতি মাসে ৪/৫টা বই শেষ করা চাই। সাথে সাথে ইংলিশ গান লিরিক্সসহ শুনেন। মুভি ডায়লগ খেয়াল করেন। পারলে নোটবই-এ লিখা রাখেন। ৫ বছর পর এই নোট বইয়ের দাম হবে ১ কোটি টাকা। আমি বললাম তো! নিজের বাচ্চার জন্য রাইখা যাইবেন গিফট হিসাবে।

৩. প্রতি একদিন পর পর এক পাতা অবশ্য অবশ্যই লিখবেন। মজার জিনিস, নিজের এক্সপেরিয়েন্স, আশপাশে যা দেখেন লিখবেন। প্লিজ! এক পাতা। হাতে বা কম্পিউটারে। ফাইল কইরা রাখবেন। ৩ মাসে ৪০/৫০ পাতা। প্রতি পাতা ৫ মিনিট লাগলে তিন মাসে মাত্র ৫ ঘণ্টা। মাত্র এক রাতের ঘুমের সমান। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ। বছরে ২০ ঘণ্টা। ৪ রাত ঘুমের সমান পুরা এক বছরে। মাত্র। প্লিজ!

এক বছরে নিজের পার্থক্য নিজে দেইখা আনন্দে একটু চোখের পানি না আসলে কি আর বলমু! দেইখেন ভাই। দেইখেন। প্লিজ!

শেষ কথা!

ক্যাডেট কলেজে থাকা অবস্থায় আমার আব্বা মাসে একটা কইরা ইংলিশ চিঠি পাঠাইতে কইতো। লাল কালি দিয়ে correct কইরা আবার

Scanned by CamScanner

ফেরত পাঠাইতো আব্বা। কত যে লিখাইছে আর correct কইরা পাঠাইছে!! আস্তে আস্তে শিখছি। হাল ছাড়ি নাই। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় US, UK, Singapore আর South Africa থিকা আমার English novel THE PEACEKEEPER বাইর হইছে। Amazon-এ SHABBIR AHSAN লিখা search করলেই পাইবেন। বিদেশে ৩০টা ম্যাগাজিন আর দেশে ২/৩ পত্রিকায় রিভিউ বাইর হইছে। জার্নিটা সহজ ছিল না। হাল ছাড়ি নাই ভাইরে। অনেক কষ্ট করছি। এখনো পড়তেছি, শিখতেছি।

এই বুড়া বয়সে আমি পারলে আপনে না ক্যান?
What excuse do you have?

HAPPY WRITING!

Scanned by CamScanner

MS Excel কেন শিখবেন?

ভাইরে/ আপুরে!!!
আপনে যদি আমার মতো আমজনতা হন আর কম্পিউটার বলতে খালি সিনেমা দেখা আর গান শুনা বুঝেন তাইলে এই একটা জিনিস হইলেও শিখা রাখেন। প্লিজ ভাই প্লিজ!

অনেকে ইউনিভার্সিটি থিকা মাস্টার্স পাস কইরাও এইটা পারেন না। এইটা আসলেই লজ্জার কথা। নিজের ব্যক্তি জীবনে যেমন সাঁতার শিখা লাগে তেমনি আপনের প্রফেশনাল আর ছাত্র জীবনেও এইটা লাগে। সাঁতার শিখেন নাই, অসুবিধা নাই। ডুইবা যাওয়ার সময় বাঁচাও বাঁচাও চিল্লাইলে লোকজন দড়ি ঢিল মাইরা বাঁচাবে, লেকিন এইটা না জানলে চাকরিতে, পড়াশোনায় বা রিসার্চের সময় বাঁচাও বাঁচাও-এ কোনো কাজ হবে না কইলাম!

এইটা কি?
ঠিক কইছেন।

MS Excel! - The mother of all programs for আম জনতা!

আর এইটা শিখার জন্য MS Excel for Dummies - The mother of all Excel learning books for আম জনতা!

আর অনলাইনে সাহায্যের জন্য আছে মামু Chandoo.org - The mother of all Excel learning sites for আম জনতা!

Dummies series হইতেছে খুবই মজার আর সহজে শিখার বই। শুধু Excel না gardening, cooking, programming থিকা শুরু কইরা কোন বিষয় নাই Dummies series-এ!? আর শুধুমাত্র Excel-এর জন্যই আছে....

Excel for Dummies/ Excel Dashboard and Reports for Dummies/ Excel Data Analysis for Dummies/ Excel Quick Reference for Dummies/ Excel Formula and Functions for

Scanned by CamScanner

Dummies/ Excel Macros for Dummies/ Excel Sales Forecasting for Dummies.... ভাইরে আঙ্গুল ব্যথা হইয়া গেল টাইপ করতে করতে!

যাই হোক, কানে কানে কই. এইগুলা নীলক্ষেতে পাওয়া যায় যেমন, ঠিক তেমন অনলাইনেও পাইতে পারেন!

এখন কি করবেন?

প্রথমে Excel for Dummies-এর হার্ড কপি জোগাড় করেন বা কিনেন। ৩/৪০০ টাকা লাগতে পারে। কোনো সফট কপি না। না, না, না, না!

প্রতিদিন একটা কইরা চ্যাপ্টার পড়েন আর সাথে সাথে সামনের কম্পিউটার এ খোলা Excel file-এ অইটা ট্রাই করেন। ৩০ মিনিট একটা চ্যাপ্টার। শুধু বই পইড়েন না কইলাম! ভিডিও দেইখা পানিতে না নাইমা যেমন সাঁতার শিখা যায় না, তেমনি শুধু বই পইড়া, সাথে সাথে হাতে-কলমে প্র্যাকটিস না করলে Excel শিখতে পারবেন না।

মাত্র ৩০ দিন। ৩০ দিন × ৩০ মিনিট = ১৫ ঘণ্টা! মাত্র! আপনের জীবনের অন্যতম সময় দিবেন নিজেরে! আমরা তো দুই দিনেই ১৫ ঘণ্টা ঘুমাই। আর যে শীত পড়ছে! এক দিনেই ১৫ ঘণ্টা ঘুমাইতে মুখ্খায়!

আর বই-এর পাশাপাশি চান্দু মামার সাইটে যান! পুরাই আলিফ লায়লা! Excel-এর প্রেমে পড়তে দেখলে বফ/গফ রাগ করতে পারে লেকিন worth it! একবার Excel-এ ডুবলে বুঝবেন, যারা এখনো হাবুডুবু খান নাই।

আর শুধু ডাটা ইনপুট আর চার্ট বানানো না। অইটা Excel-এর ৫% ও না। বাচ্চা পোলাপাইনের কাজ। ডাটা এনালিসিস শিখবেন প্লিজ। প্লিজ!

Yummy Excelling!

Scanned by CamScanner

আমার জীবনের বড় দুইটা আক্ষেপ

আমার জীবনে অনেক অনেক regret. আমার immaturity-র জন্যি। বালখিল্যতার জন্যি। এইটা শোধরানোর কোনো উপায়ও দেখি না।

১. ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত Gulf War–এ বাংলাদেশ থিকা প্রথম বারের মতো বিদেশে যুদ্ধের জন্যি ইউনিট পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। আমি তখন লেফটেন্যান্ট আর ইউনিট বগুড়ায়। দুই দিনের মধ্যে ঢাকা আর আরো দুইদিনের মধ্যে সৌদি আরবে যাইবার অর্ডার। ভিসা-টিসা কিচ্ছু নাই। অই কঠিন কনফিউশনের মধ্যে নাওয়া-খাওয়া পরিবার-পরিজনের কোনো খবর নাই। এর মধ্যে আমার এক ক্লার্ক কয় 'স্যার, ২ ঘণ্টার জন্যি ছুটি দ্যান। বউ বাচ্চারে একটু শেষ দেখা দেইখা আসি, অন্তত বাজারটা কইরা আসি!' আমি তো তখন unmarried. আমি কই 'না, নো ছুটি!' ক্লার্ক কি কান্নাকাটি, কি অনুরোধ। আমি কই 'কোনো ছুটি-মুটি না!' ওই অবস্থায় সেই ক্লার্ক কাঁদতে কাঁদতে বিদেশে চইলা আসলো। যুদ্ধে গেল বউ বাচ্চারে শেষ দেখা না দেইখাই। আমার জন্যি।

আমার এখন পরিবার হইছে নিজের। নিজেরে ওই ক্লার্কের জায়গায় বসাই। সহ্য হয় না। লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে। মেয়ের কান্নাকাটির মুখ চোখে ভাসে।

২. আমি, বউ আর কন্যা এক রাতে ড্রাইভিংয়ে বাইর হইছি। গান শুনতেছি! কি সুখ! হঠাৎ দেখি সামনেই এক বুড়া, হাড় জিরজিরা বুড়া। দাঁড়াইয়া কাঁনতেছে আর কাঁপতেছে। আমার গাড়ি কাছে আসতেই জানালার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়লো। বাসায় তার কন্যারে বিয়ার পিঁড়িতে বসাইয়া আসছে। মাত্র ৫০০০ টাকা যৌতুকের জন্য জামাই পার্টি উঠায় নিতেছে না। এক ঘণ্টা টাইম দিছে। আমার কাছে কি মিনতি! হাত জোড় কইরা, আমার হাত ধইরা! আমি কই কি হইলো ভাইরে! ধুরো খামাখা! ৫০ টাকা দিয়া আবার গান শুনতে শুনতে ড্রাইভ! রিয়ার ভিউ মিররে দেখি অই বুড়া গাড়ির পিছে পিছে দৌড়াইতেছে। শেষ চেষ্টা। নিজের কন্যার সম্মান আর সুখ। এর চেয়ে ভারি জিনিস দুনিয়াতে নাই।

Scanned by CamScanner

এখন আমার নিজের কন্যা বড় হইছে। মনে মনে তার বিয়ার কথা প্ল্যান করি - সেনাকুঞ্জ, খাবার-দাবার, DJ কত্ত কি! হঠাৎ অনেক আগের সেই বুড়ার কথা ভাবি। আমার ৫০০০ টাকা দেওয়া হয় নাই। সহজেই দিতে পারতাম। দেই নাই, বুঝিই নাই এক কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার কি অবস্থা হইতে পারে। সেই অভাগা মেয়ের বিয়া হয় নাই মনে হয়। আত্মহত্যা করাও অস্বাভাবিক না। ওই বুড়া বাপ হয়তো কন্যারে ৫০০০ টাকার জন্য বিয়া না দিতে পাইরা কাঁনতেও ভুইলা গ্যাছে। আমার মাত্র ৫০০০ টাকা!!! একটা ডিনারের খরচ!

এইসব ভাবি। Regret করি। নিজে অন্য মানুষের অবস্থায় না পড়ায় কিচ্ছু বুঝতে পারি না। Empathy আমার শূন্য। Empathy শব্দটা আমার শুধু vocabulary-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জ্ঞানী হইছি হয়তো, মানুষ হই নাই।

এখন আমার ক্ষমা চাইতেও লজ্জা লাগে।

Scanned by CamScanner

শব্দ নিয়া খেলা!

ভাইরে/ আপুরে!!!
পুরাই ধরা! সেদিন আমার কন্যার সাথে anagram খেলতেছিলাম। Anagram হইলো একটা শব্দের অক্ষরগুলা rearrange কইরা নতুন শব্দ বানানো! আমার 'উনি' আইসা বলে 'এই, তোমরা বাপ-বেটি কি করো শুনি!?' আমি কই 'আমরা anagram খেলি। জানো, 'Mother in Law'-এর anagram হইলো 'Woman Hitler'!?

ভাইরে, এর পরে ঘণ্টাখানেক আমার জীবনে কি হইলো তা পাবলিকে লিখা যাবে না!

যাই হোক! Anagram হইলো এক ধরনের word play! ইংরেজি ভাষা এই word play-এর জন্য বিখ্যাত! আজ কিছু মজার word play শিখি, কি কন?

Oxymoron- দুইটা প্রায় বিপরীত অর্থের শব্দ যখন একসাথে ব্যবহার হয়। যেমন, She is pretty ugly!

Auto-Antonym- একই শব্দের মধ্যে যখন বিপরীত অর্থ থাকে। যেমন Dust. Dust মানে ধূলা আবার To Dust মানে ধূলা ঝাড়া! তাছাড়া Off. The alarm went off (অ্যালার্ম বাজলো)। The alarm shut off by itself (নিজে নিজে বন্ধ হইয়া গেল)।

Pig Latin- এইটা মেয়েরা দেখি বেশি ব্যবহার করে। 'দিতোমাকে দিললাম দিবইটা দিবিক্রি দিকরতে' এই রকম কিছু!!!

Onomatopoeia- কোনো উচ্চারিত শব্দ যখন অইভাবেই লিখা হয়! যেমন: বিড়ালের 'meow meow', বা হাঁচি বোঝাইতে 'hachoo'!

Acronym- এটা এক ধরনের abbreviation যা শব্দ হিসাবে উচ্চারণ করা যায়। যেমন WASA, WHO, NATO. RAJUK! আবার

Scanned by CamScanner

BIWTA কিন্তু শুধুই abbreviation, acronym না কারণ তা আমরা একটা শব্দ হিসাবে উচ্চারণ না কইরা আলাদা আলাদা B I W T A বলি!

Backronym- এইটা Acronym-এর উল্টা। এইখানে মূল শব্দটা আগে আসে এবং পরে তার expression বানানো হয়। যেমন: POLICE - Proud, Observant, Loyal, Intelligent, Cool, Efficient.

Palindrome- যে শব্দ বা বাক্য উল্টা কইরা লিখলে একই আসে। যেমন: Madam, I'm Adam!

Pangram- কোনো ভাষার alphabet-এর সব অক্ষর অন্তত একবার ব্যবহার কইরা যখন একটা বাক্য তৈরি হয়! English-এর বিখ্যাত Pangram হইলো The quick brown fox jumps over the lazy dog! আরো আছে Pack my box with five dozen liquor jugs! বাংলায় এইটা সম্ভব কিনা জানি না!!

Tautogram- যখন কোনো বাক্যের প্রতিটা শব্দ একই অক্ষর দিয়া শুরু হয়! যেমন: Todd told Tom to terminate the test!

Malapropism- বাক্যে যখন কোনো একই রকম শুনতে কিন্তু ভুল শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন: I went to lavatories (laboratories-এর বদলে)! অথবা It is a suppository of knowledge (depositary-এর বদলে)!

Spoonerism- যখন পাশাপাশি দুই শব্দের অক্ষরগুলা বদলাইয়ে যায়। যেমন: Lightning a Fire-এর বদলে Fighting a Liar!

আজ আর না! মাথা ঘুরাইতেছে! তাছাড়া আমার 'উনার' Woman Hitler-এর ফল তো আছেই!!!

Happy Learning!

Scanned by CamScanner

Happy Traffic Jamming!!

ভাইরে/ আপুরে!!!

ট্রাফিক জ্যাম, ট্রাফিক জ্যাম! এর প্রেমে পইড়া গেছি! গত কয়েক সপ্তাহে আমি এক্সপেরিমেন্ট চালাইয়া দেখলাম জ্যামে বইসা থাকার মতো দিনে productive সময় খুব কমই আছে! জনসংখ্যা যেমন একটা সম্পদ ঠিক তেমনি ট্রাফিক জ্যামকে কাজে লাগাইতে পারলে অইটাও জীবনের বিরাট একটা সম্পদ হইতে পারে, সেইটাই বুঝলাম!

দিনে গড়ে ২ ঘণ্টা জ্যামে বইসা থাকি! ওই সময় বসের 'ওই শাব্বির, এই ফাইল কই?' নাই, আর 'উনার' 'ওগো, কাঁচামরিচ শেষ, বাজারে যাও' ও নাই! আছে অফুরান সময়! তা এই সময় কি করি:

Podcast - যারা এই সোনার খনির খোঁজ পান নাই তাদের জীবন ১৪ আনাই বৃথা! Podcast হইলো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর mainly audio file যা বিভিন্ন চ্যানেলে প্রতিনিয়ত আপলোড করা থাকে। চ্যানেলগুলাতে subscribe করলে আপনার ফোনে automatic ফাইলগুলা আপলোডের সাথে সাথে সেভ হইয়া যাবে। Subscribe না কইরাও আপনে চ্যানেলগুলার লিস্টে যাইয়া click কইরা আলাদা আলাদা ভাবে একটা একটা কইরা audio শুনতে পারেন। কি নাই এই Podcast-এ? পড়াশোনা, সিনেমা, অংক, ইন্সপায়রেশন, বই রিভিউ, Economics, Harvard, Ivy League, CNN থেকে শুরু কইরা Serial killer, Internet, jokes - সব কিছুই পাইবেন। Wikipedia, Youtube এইগুলা মনোযোগ দিয়া পড়তে হয়, দেখতে হয়। কিন্তু Podcast গান শোনার মতো কানে হেডফোন লাগাইয়া শুনতে থাকেন। কঠিন মনোযোগের দরকার নাই। সাথে সাথে অন্যান্য কাজও করতে পারেন। এক মাস এই Podcast-এর উপর লাইগা থাকেন আর আমারে পরে জানাইয়েন কি অবস্থা! প্লে স্টোর থিকা Podcast Player নামাইয়া নেন আর অইটা নিয়া নাড়াচাড়া করতে থাকেন। অনেক Podcast Player আছে। যেইটা খুশি নামান।

Scanned by CamScanner

ফোনকল - জ্যামে আটকাইয়া আছেন? আগের অফিসের বস, কলিগ, হারায় যাওয়া বন্ধুদের সাথে ১ মিনিটের কল কইরা সম্পর্কটা ঝালাইয়া নেন। বার্থডে উইশ করেন। কোনো কিছু লাগবে কিনা জিগান। বফ/গফরে এইসময় 'জানু জানু' না বইলা কিছুটা কাজের কাজ করেন!

বই - বই পড়ার সময় পান না, কিন্তু ২ ঘণ্টা জ্যামের জন্যি সবার চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করেন? ভাইরে, বই পড়ার জন্য ট্রাফিক জ্যামের মতো মোক্ষম সময় আর নাই। এক সপ্তাহের জ্যামে একটা বই শেষ করা অসম্ভব কিচ্ছু না!

Vocabulary - প্রতিদিন বাসা থিকা বাইর হইবার সময় ১০টা শব্দ ঠিক কইরা আনেন। অফিসে বা ক্লাসে পৌঁছানোর আগেই ১০টা শব্দ মাথায় গাঁইথা গেছে কিন্তু!

প্ল্যানিং - আমি আমার পোস্টগুলার প্ল্যানিং জ্যামে বইসাই করি। আপনে কোনো অ্যাপস ডিজাইন করবেন, কোনো গান লিখবেন, কোনো বিজনেস প্ল্যান করবেন, কোনো বইয়ের আইডিয়া- যা কিছু, সব নোটপ্যাডে লিখা রাখতে পারেন জ্যামে বইসা!

ভাই, জ্যাম এখন আমাদের জীবনের সাথে মিশা গ্যাছে। ক্যামনে জ্যাম দূর করা যায় এই সমস্ত আইনস্টাইনিও চিন্তা বড় বড় মানুষদের করতে দ্যান। এর এই ফাঁকে জ্যামে বইসা থাকার ফায়দা উঠান! কথায় আছে If life gives you lemon, make a glass of lemonade! জীবন যেই threat-ই ছুঁইড়া মারুক ওইটারে opportunity বানাইয়া ফেলেন!

তাইলে আজ থিকা ভাই Happy traffic jamming!

Scanned by CamScanner

ভালো বাবা, মা

ভাইরে/ আপুরে!!!

Parenting ব্যাপারটা আজকাল অনেকই কঠিন মনে হয়। আমি বুঝিনা আমার মতো বেল্লিক পোলারে ক্যামনে আমার বাবা-মা হাসিমুখে মানুষ করছেন? এত্ত ত্যাগ তিতিক্ষা তারপরেও কোনো অভিযোগ ছাড়াই। আমি নিশ্চিত সবার বাবা-মা-ই এমন।

এখন নিজে বাবা হইছি আর ২০ বছর ধইরা একমাত্র কন্যারে মানুষ করার চেষ্টায় রত আছি। অনেক শিখছি, ঠেকছি, দেখছি। জন্ম দিলেই বাবা-মা হওয়া যায় না তা হাড়ে হাড়ে বুঝতেছি। আজ কিছু lesson learnt শেয়ার করি!

১. বাবা-মা হইছেন মানেই সন্তান কিনা নেন নাই। ওদের নিজস্ব সত্তা বইলা কিছু আছে। Respect that.

২. জোর কইরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বানাইতে চাইয়েন না। ছেলে শচীন টেন্ডুলকার হইতে চায় লেকিন জোর কইরা তারে মেসি বানাইতে চান!!!? পারলে বিভিন্ন শত শত ক্যারিয়ার ফিল্ড নিয়া আলোচনা করেন, বিভিন্ন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ল'ইয়ার, ব্যাংকার, প্রফেসরদের কাছে নিয়া যান। কথা বলায় দ্যান। বিভিন্ন প্রফেশনের ভালো-মন্দ শিখান। তারপর তারে নিজের ডিসিশন নিতে দেন।

৩. সভ্যতা ভদ্রতা শিখান। পাড়ার কাউরে টিজ করছে? প্রথম দিন বুঝান, দ্বিতীয় দিন যারে টিজ করছে তার পা ধরান, তৃতীয় দিন সোজা মর্গে। বড়দের সম্মান করতে শিখান। ধর্ম-কর্ম অন্যদের কাছে না শিখাইয়া নিজে শিখান।

৪. টাকা-পয়সা বেশি হাতে না দিয়া সাধারণভাবে জীবন পরিচালনা করতে শিখান। অর্থ উপার্জন কি কঠিন তা জানুক। অবশ্য অবশ্যই সঞ্চয় করতে শিখান। অবশ্যই!!!

Scanned by CamScanner

৫. মানুষ করতে চাইলে sense of entitlement - রে একদম বুটের তলায় চাপা দেন। Arrogance-এর জন্ম এইখান থিকা।

৬. কোনোদিন তার failure-রে ধইরা অপমান করবেন না। আপনার পোলা মাইয়া নবী রসুল বা ফেরেশতা না। ঠেকতে ঠেকতে শিখতে দেন। Encourage them to learn to take risk, fail and learn some more.

৭. সময় দেন। দরকার হইলে একসাথে লুডু খেলেন, বই পড়েন, রান্না করেন, ঘুরতে যান। সারা মাসে সময় দেন না আর একবার শেরাটনে ডিনারে যাইয়া কইবেন We are spending "quality time"!? হা হা হা হাসালে বন্ধু!!!

৮. লাইফস্কিল শিখান - সাঁতার, ড্রাইভিং, ব্যাংকিং, বাজার করা।

৯. বই ছাড়া অন্য কোনো কিছু gift করা বন্ধ করেন। পড়ার অভ্যাস মিলিয়ন ডলার gift - মনে রাখবেন।

১০. স্বপ্ন দেখান। মানুষ হইবার, successful হইবার।

১১. ধৈর্য্য ধরেন। Parenting হইলো Google CEO বা US President-এর চেয়েও কঠিন কাজ!!! আপনের বাব-মা কি কষ্ট করছে এখন বুঝেন আর তাদের জন্য দোয়া করেন।

Happy Parenting!

Scanned by CamScanner

ভর্তি হইবার খুঁটিনাটি

ভাইরে/আপুরে!!!
আজকের লিখাটা লিখতে দুই মাস রিসার্চ করতে হইলো, শ'খানেক পোলাপাইনের সাথে কথা কইতে হইলো! Subject? BUET/ IBA/ DMC/ ISSB ইত্যাদির admission test! প্রত্যেকটা admission-এর মূল philosophy কিন্তু একই! Only the best of the best will go through! তাইলে কি করা যায়?

১. আমজনতা প্রথমেই যে ভুল করে তা হইলো আমাদের dream institution-এ আমরা খালি 'চান্স পাইতে' চাই। না না না! এইসব জায়গায় accepted হইতে হইলে প্রথমে দরকার নিজের mindset বদলাইয়া ফেলা। ভাইরে, খালি চান্স পাইবার কথা মাথা থিকা বাইর কইরা ফালান। আমি "admission test-এ first হমু', এইটা মাথার মধ্যে ঢুকান। আর এই কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। আপনের বাপে চাষা ভুসা? আলহামদুলিল্লাহ! আপনে কাউলা, ক্ষ্যাত? Yummy! আপনে গ্রামের ভাংগা স্কুলে পড়েন? Awesome! আপনিই admission test-এ first হইবার কঠিন ক্যান্ডিডেট! শ্রেষ্ঠ জীব আপনে। Failure তাই একটা no option.

২. আপনের dream institution বাপ মারে নিয়া ভিজিট করেন আর তাদের কন 'আম্মাজান, তোমার পোলা ২০২২ সালে এইখান থিকা পাস কইরা বাইর হবে, কথা দিলাম'। ওইখানকার ছাত্র ছাত্রীদের দিকে তাকান। কি দেখেন? আউলা-ঝাউলা চুল, পায়ে অনেকেরই স্যান্ডেল! কেউ ফেরেশতা না! ২০২২ সালে আপনে ওইখানকার বস পাবলিক।

৩. অন্তত ২ বছর সময় নেন। জীবনের জন্য এইটা কোনো সময়ই না। ভাইবেন না HSC পাস কইরা দুই মাস কোচিং-এ ভুংচুং কইরাই DMC-তে চান্স পাইয়া যাইবেন। এইটা শাব্বির 'আংকেল'-এর যুগ না। আজকাল কঠিন cut-throat competition. এক মার্ক কাটা গেছে মানে

Scanned by CamScanner

১০০ পজিশন পিছাইছেন। তাই ক্লাস ১১ থিকাই বা মাস্টার্স এ admission-এর জন্য থার্ড ইয়ার থিকাই প্রিপারেশন শুরু।

৪. চোখ বন্ধ কইরা গত ১০ বছরের প্রশ্ন সলভ কইরা ফেলান আগে। ফেল করলে অসুবিধা নাই। এতে লাভ কি? প্রশ্ন ফরমেটের সাথে পরিচয় হইয়া যাবেন। GRE/ SAT/ GMAT টেস্টের জন্যিও একই বুদ্ধি। উত্তরের খাতাগুলা নিজেই মার্ক করেন। তারপর তার ফলাফল একটা এক্সেল শিটে তুইলা রাখেন! রেস্ট নেন এক সপ্তাহ।

৫. আবার দ্বিতীয় বার ১০ বছর প্রশ্ন সলভ করেন। নিজের খাতা নিজেই মার্ক করেন আর তার ফলাফল Excel এ উঠান। তৃতীয় বার আবারো।

মোট তিন মাস সময় নেন।

৬. আগের তিনবার সলভ করা খাতা নিয়া বসেন। এনালিসিস করেন। নিজের দুর্বলতা বাইর করেন। নোট করেন কি কি ইম্প্রুভ করা চাই।

এইটা করতে আরো এক মাস।

৭. আপনের প্রিপারেশন এখন শুরু। পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই, স্যারদের সাথে বন্ধুদের সাথে ডিসকাশন প্রতিদিন। চোখ নাক বন্ধ। বন্ধ সময় নষ্টকারী ফেসবুক, ইউটিউব সব। মাঝে মাঝে ব্রেক নেন। ঘুইরা আসেন। সিনেমা দেখেন (আর্ট ফিল্ম না, বাংলা সিনেমা 'বাংলার কিং কং')!

৮. লেইখা লেইখা প্র্যাকটিস করেন। মুখে মুখে না। ফার্স্ট হইতেই হবে, চান্স ফান্স না খালি। মনে রাখবেন আপনে আইনস্টাইন বা নিউটন না, হইবার দরকার ও নাই। খালি লিখতে থাকেন। আপনের ব্রেনের প্রতিটা সেলে ইনফরমেশন ঢুকায় দ্যান। আপনের DNA-এ তে খালি ফর্মুলা আর সূত্র থাকবে। ব্লাড টেস্ট দিলে Labaid আর Medinova কইবে 'খাইছে এইটা তো B+ve রক্ত না, এইটা $E= MC^2$ রক্ত'!! Jokes apart, break all damn routine, belief and system. You know you are the best, now let the whole damn world know it.

৯. পরীক্ষার এক মাস বাকি থাকতে কোনো নতুন পড়া পড়বেন না। রিভিশন, রিভিশন আর রিভিশন। এমন অবস্থা হবে যে এই সময় পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কিছু নাই আপনে পারবেন না।

Scanned by CamScanner

১০. পরীক্ষার দিন পরীক্ষা দিতে যাবেন হাসতে হাসতে। নো টেনশন।

একটা জিনিস মনে রাখবেন। ১০০ সিটের মধ্যে আপনে যদি ১০১তম হন তাইলে ভাববেন সামনের ১০০ জন আপনের চেয়ে বেশি সময় দিছে, বেশি কষ্ট করছে। সুতরাং পরীক্ষায় ফার্স্ট হইবার জন্য যত হাজার হাজার ছেলেপেলে পরীক্ষা দিবে কষ্ট/ hardwork-এর দিক থিকাও তাদের মধ্যে এক নাম্বার হইতে হবে।

এর মধ্যে frustration, lack of motivation আসতে পারে, স্বাভাবিক। একটু ব্রেক দেন। অই ইনস্টিটিউশন বা ভার্সিটির অ্যালামনাইদের সাথে কথা কন, নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখেন। Create an image of future awesome YOU! ঘুম, আরাম ইত্যাদি আপনেরে ডিভোর্স দিয়া চইলা যাবে!

আর ভাগ্য? মনে রাখবেন ভাইরে! Fortune only favours the brave!

Don't joke with your future, else the whole world will joke with you.

Happy Admission!

Scanned by CamScanner

ন্যাশনালে পড়েন?

ভাইরে/আপুরে!!!
আচ্ছা কন তো, আপনে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইছেন, সমস্যাটা কি!?? বাঙালি না বুঝে opportunity, না বুঝে blessings! খামাখা! খালি দেখি, 'ভাই/ আংকেল ন্যাশনালে ভর্তি হইছি, কিছু কি করতে পারমু?'!! আমারে আংকেল কইছেন মাইনা নিলাম, লেকিন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নিয়া baseless tension করবেন এইটা মাইনা নেওয়া অসম্ভব।

প্রথমেই কই, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি একটা "UNIVERSITY", এইটারে সম্মান করেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অতি অল্পতে পড়তেছেন বইলা দাম দ্যান না,না? Enrolment-এর দিক দিয়া পুরা দুনিয়ার 2nd largest University এইটা। কয়টা ইউনিভার্সিটি-তে পাস কোর্স, ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রাম, প্রফেশনাল প্রোগ্রাম একসাথে আছে কন দেখি? আর আজকাল তো তেমন কোনো সেশন জটও নাই, আগের চেয়ে অনেক ডিসিপ্লিনড আর well managed.

ভাই, ন্যাশনালে পড়া একটা blessing in disguise. ৪ বছর সময়টা নিজেদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে পারি যাতে পাস কইরা বাইর হওয়ার পর অন্যান্য পাবলিক/ প্রাইভেটের পোলাপাইনরা ডরাইয়া কবে 'ভাইরে, এইবার ন্যাশনাল আইছে, আমাগো আগের সেই দিন কইলাম শ্যাষ!'

আচ্ছা, এখন ন্যাশনালে পড়ার এই ৪ বছর ধইরা কি কি করবেন তা না কইয়া, ৪ বছর পরে আপনে কি হইছেন তার বর্ণনা দেই। উল্টা দিক থিকা শুরু করি তাইলে বুঝবেন সামনের objective গুলান কি কি হইতে পারে।

আজ থিকা ৪ বছর পরে ন্যাশনাল থিকা পাস করা 'আপনে'-

১. ২০০টা English non-fiction বই পইড়া ফেলছেন।
২. আপনের মাথায় ৩০০০ শব্দওয়ালা vocabulary.

Scanned by CamScanner

৩. আপনে Excel advanced user, VLookUp/ Logical Formula/ Data Validation থিকা শুরু কইরা কঠিন statistical analysis পারেন।

৪. আপনে দেশের সব জেলায় ঘুরছেন আর সেলফি নিছেন!

৫. অন্তত ৬ মাস unpaid internship করছেন।

৬. পুলিশ, আর্মি, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজউক, জজ কোর্ট, ফরেন মিশন সব জায়গায় কেউ না কেউ রে আপনে চেনেন, ভালোভাবে।

৭. অন্তত একটা খারাপ অভ্যাস ছাড়ছেন।

৮. পাইথন আর জাভা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে ভালো ধারণা আছে।

৯. অন্তত তিনটা অ্যাপসের কঠিন আইডিয়া বানাইছেন আর তার মধ্যে একটা অ্যাপস বানাইয়া প্লে স্টোরে আপলোড করছেন।

১০. আপনের FB/ Youtube-এ একটা পেজ/ চ্যানেল আছে যেইখানে আপনে লিখেন বা ভিডিও আপলোড করেন। 'আমিন না লিখে যাবেন না' টাইপ না। আপনের ভ্রমণের ভিডিও বা ক্যামনে সাইকেল বা মোবাইল ঠিক করতে হয় এমন লিখা বা ভিডিও। অন্তত ৫০,০০০ সাবস্ক্রাইবার।

১১. অন্তত ২টা বিজনেস শুরু করছেন এবং তার মধ্যে একটা লাইগা গ্যাছে। হোক মুদির দোকান, তাও।

১২. গাড়ি চালানি, সাঁতার কাটা জানেন।

১৩. ব্যাংকের একাউন্টে মোটামুটি একটা ভালো সঞ্চয় আছে।

১৪. আপনে বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলা জানেন যেমন – Greetings, dining etiquette, dress etiquette ইত্যাদি।

১৫. আপনের presentation skill বারাক ওবামা বা স্টিভ জবস লেভেলের। একবার শুরু করলে লোকজন হাঁ কইরা আপনের কথা গিলে।

১৬. একটা খুবই impressive hobby বা skill আছে আপনের - বেহালা বাজানো, ফটোগ্রাফি, কয়েন কালেকশন ইত্যাদি।

১৭. ফ্রেঞ্চ, জার্মান, চাইনিজ যে কোনো একটা ভাষা কঠিন ভাবে রপ্ত করছেন আপনে। এতই ভালো যে লোকাল accent-এও কথা কইতে পারেন! মাত্র একটা ভাষা। মাত্র!

Scanned by CamScanner

১৮. নিজের ধর্ম সম্বন্ধে নিজে নিজে বইপত্র পইড়া জ্ঞান নিছেন, শুইনা শুইনা না।

১৯. কাউরে ক্ষতি কইরা থাকলে মাফ চাইয়া নিছেন আর কেউ আপনেরে ক্ষতি করলে মাফ কইরা দিছেন।

এখন কন আপনে, উপরের কয়টা তথাকথিত 'ভালো' ইউনিভার্সিটির পোলাপাইনরা করছে বা করার টাইম পাইছে? ১%? তাও না। Professional জীবনের শুরুতেই ১০ ধাপ তো আগাইয়াই গেলেন ভাই।

একটা কথা মনে রাইখেন। ভালো ইউনিভার্সিটি ভালো ক্যানো জানেন? ওদের ভর্তি সিস্টেমের ছাকনি এতই কঠিন কইরা রাখছে যে শুরুতেই সব ভালো ভালো পোলাপাইন বাইছা নেয়। আর বাকি কাজ তো সোজা! তার মানে একটা ইউনাভার্সিটির আসল চক্কর কিন্তু অই ভর্তি সিস্টেম। তাই আপনে নিজেরেই নিজে গড়েন, জীবনে কঠিন কিছু করেন আর আপনের মতো ১০/১২ জন ভালো করলেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নাম ডাক কই যায় দেখেন। "জানিস, ন্যাশনালে পইড়া আজকে সে Wall Street Executive, সে অমুক কোম্পানির MD.... আর কত্ত কি!"

You are better than you know it, and you can be the best at something you want to be.

Go National, Go!

Scanned by CamScanner

ভোকেশনাল ট্রেনিং

ভাইরে/ আপুরে!!!
ইট্টু মনোযোগ দিয়া পড়েন। আমরা তো খালি academic পড়াশুনা নিয়াই আছি। এর বাইরে কত্ত কি যে শিখার আছে তা explore করা এখনই দরকার। অনেকের কাছে ব্যাপারগুলা সামান্য হইতে পারে কিন্তু জীবনে কখন কোনটা কাজে লাগবে তা কে জানে? Academic পড়াশোনার সাথে জীবনের বা প্রফেশনের সরাসরি যোগসূত্র কতটা তা যারা ৫/৭ বছর ধইরা চাকরি বা ব্যবসা করতেছেন তারা সবাই জানেন! হায়রে আমার GPA 5!

যাই হোক, কিছু কিছু vocational career field নিয়া লিখতেছি। আপনে ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/ মিলিটারি/ বিসিএস/ ব্যবসায়ী যাই হন না ক্যানো, এর একটা হইলেও আয়ত্তে আনার চেষ্টা কইরা দেখেন না একবার!? কোনো না কোনো দিন আমার কথা মনে পড়বে ভাইরে!

Electronics/Home Appliance Service - আমি যখন ১৯৮২-তে ক্লাস ৯-এ পড়তাম ঢাকায় তখন Hardy 6 বইলা একটা electrionics servicing শুরু হইলো। বুয়েট আর ঢাবির ৬ বন্ধু মিলা শুরু করলো electronics/home appliance service. এইটা কইরা তারা তো রীতিমতো Rock Star! পুরা celebrity লেভেলে চইলা গেছিল। এইটা করার জন্যি যদি electronics-এর ওপর আপনার প্যাশন থাকে তাইলে কোনো ছোট কোর্স কইরা শুরু কইরা দ্যান। অনেক নাম, যশ আর পয়সা কামানো বা আয় করার উদ্দেশ্য না থাকলেও নিজের বা আত্মীয়স্বজনের ফ্রিজ টিভি সারাই করেন, অনেক ডিমান্ড হবে!!! আর বিদেশে গেলে তো কথাই নাই!

Car Maintenance Expert - এইটা একটা খুবই interesting field. স্কুল/ কলেজ/ ভার্সিটির ছুটির ব্রেকে একটা গ্যারেজের সাথে যোগ হইয়া যান। চাকা খোলা থিকা শুরু কইরা ইঞ্জিনের যত ধরনের সমস্যা আছে সব নিজ হাতে মাটি কাদা মাখাইয়া শিখা ফেলেন। আপনি শিক্ষিত,

Scanned by CamScanner

বেশি দিন লাগার কথা না। ইউটিউব থিকা ভিডিও দেখেন। হইয়া যান দেশের নামকরা car maintenance guru. বলা যায় না, আপনে ভালো করতে পারলে next destination Toyota Motor Corporation, Tokyo!

Mobile Service Engineer - মোবাইলের স্ক্রিনে গুঁতাগুঁতি বন্ধ কইরা এখন এর ভিতরে ঢুকেন। ভাংগা, নষ্ট মোবাইল সস্তায় কিনা খোলা জোড়া করেন। পাড়ার দোকানে পোলাপাইনদের কাছ থিকা হাতে-কলমে শিখেন। ভিডিও আছে, বই আছে, ইন্টারনেট ফোরাম আছে। ৬ মাস সময় দেন। আপনের হাতে ভাংগা মোবাইল জীবন ফিরা পাবে! বানায় ফেলেন মোবাইল refurbishing industry একটা।

Cooking - এ নিয়া বেশি কিছু আর কি বলার আছে? বিশেষ কইরা ছেলেরা এতে একটু সময় দ্যান। বই, ভিডিও দেইখা unusual /gourmet রান্না শিখেন। নিজের বউয়ের কাছে পয়েন্ট কামানো ছাড়াও হইয়া যান Gordon Ramsay বা Nigella-র মতো Celebrity Chef. পুরাই Yummy! আমার 'উনার' কাছ থিকা ট্রেনিং নিয়া কংগোতে যাইয়া কত্তবার যে মাছ আর মুরগি রান্না করছিলাম দেশি মসলা দিয়া! বাকিটা আমার সুখের ইতিহাস!!!

Plumbing - USA, Canada, Australia-তে যারা থাকেন তারা ভালো কইরাই জানেন একজন Plumber-এর একটা ইঞ্জিনিয়ার-এর চেয়ে ডিমান্ড কম না। অনেক সুশীল সমাজপতি নাক শিটকাইতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। প্রতি ঘণ্টা ১০০ ডলার দিয়া বিদেশে যখন Plumber বাবুকে ডাকতে হয় তখনই বোঝা যায় ঘটনা! কাজ শিখা ফেলেন, প্র্যাকটিস করেন আর না করেন।

Computer Networking - আমার প্রিয় ফিল্ড (আগে ছিল আর কি)! CCNA, MCSE, Network + সহ কত্ত শত certification আছে। নিজে হাতে হাতে কাজ শিখেন, দরকার হইলে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক কোম্পানিতে/ ISP তে বিনা পয়সায় কাজ করেন, experience নেন আর পয়সা জমাইয়া একটা কোর্স কইরা পরীক্ষা দিয়া Computer Network Specialist হইয়া যান। দেশে-বিদেশে এর ডিমান্ড যে কত তা একজন প্রফেশনালের সাথে কথা বইলা জানেন। এই ব্যাপারে জানার জন্য যারা এই সমস্ত কোর্স অফার করে তাদের সাথে কথা বলেন। Almost all are American certification আর সবগুলাই accepted all over the world!

Scanned by CamScanner

যাই হোক, উপরের কোনোটা করতেও high CGPA দরকার নাই, দরকার নাই নামকরা পাবলিক ইউনিভার্সিটির সীল ছাপ্পড়! শুধু দরকার একটু ইচ্ছা, প্যাশন আর পাগলামির।

আজই লাইগা যান। সময় নাইরে ভাই। গতকাল কইছিলেন আইজ করবেন, মাগার সেই 'আইজ' আর আসে না কোনোদিন!

Be a Rock Star Specialist!

Scanned by CamScanner

The Ultimate 100 Non-Fiction Book List

ভাইরে/ আপুরে!!!

কিছুদিন আগে ফেসবুকে English non-fiction-এর লিস্ট চাইছিলাম। অনেকে অনেক বই recommend করছেন। তা ছাড়া ইন্টারনেট এ Amazon/ Barnes & Noble/ Goodreads/ NY Times খুঁইজা ১০০ টা non-fiction এর লিস্ট বানাইলাম! নিচে দেয়া হইলো The Ultimate 100 Non-Fiction Books Everyone Should Read:

1. Sapiens, a Brief History of Humankind – Yoval Noah Hariri
2. How Not to be Wrong – Jordan Ellenberg
3. Educated – Tara Westover
4. Stumbling on Happiness – Daniel Gilbert
5. World is Flat – Thomas Friedman
6. Dreams of My Father – Barack Obama
7. Negotiation Genius – Deepak Chopra
8. Last Lecture – Randz Pausch
9. Intelligent Investor – Benjamin Graham
10. Compound Effect – Darren Hardz
11. Art of Thinking Clearly – Rolf Dobellie
12. One Minute Manager – Ken Blanchard
13. Who Moved My Cheese? – Dr Spencer Johnson
14. Awaken the Giant Within – Anthony Robbins
15. Monk Who Sold His Ferrari – Robin Sharma
16. Outliers – Malcolm Gladwell
17. Four Hour Workweek – Timothy Ferris
18. Tribe of Mentors – Timothy Ferris
19. Power of Habit – Charles Duhigg
20. Subtle Art of Not Giving A F*ck – Mark Manson
21. Rich Dad Poor Dad – Robert T Kiosaki
22. Lean Startup – Eric Ries

Scanned by CamScanner

23. Zero to One – Peter Thiel, Blake Masters
24. Art of Seduction – Robert Greene
25. Think and Grow Rich – Napoleon Hill
26. Start with Why – Simon Sinek
27. Audacity of Hope – Barack Obama
28. Seeking Wisdom – Peter Bevelin
29. Man's Search for Meaning – Viktor Frankl
30. Thinking Fast and Slow – Daniel Kahneman
31. Freakonomics – Stephen Dubner, Steven Levitt
32. How to Win Friends and Influence People – Dale Carnegie
33. Moonwalking with Einstein – Joshua Foer
34. Eat that Frog – Brian Tracy
35. TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking – Chris Anderson
36. Quiet: the Power of Introverts – Susan Cain
37. Startup Way – Erich Rise
38. Power of Positive Thinking – Norman Vincent
39. Magic of Thinking Big – David J Schwartz
40. 7 Habits of Highly Effective People – Stephen Covey
41. Elon Musk – Ashlee Vance
42. Screw It, Let's Do It – Richard Branson
43. Good to Great – Jim Collins
44. Lean In, Women, Work and Will to Lead – Sheryl Sandberg
45. Lean In, for Graduates – Sheryl Sandberg
46. Girl Boss – Sophia Amoruso
47. Are You Smart Enough to Work at Google? – William Poundstone
48. Never Eat Alone – Keith Ferrazzi
49. Emotional Intelligence – Daniel Goleman
50. Power of Now – Eckhart Tolle
51. What Color is Your Parachute?– Richard Nelson Bolles
52. You Are a Badass - How to Stop Doubting Your Greatness – Jen Sincero
53. Big Magic – Elizabeth Gilbert
54. Make Your Bed – William H Mcraven

Scanned by CamScanner

55. Road Less Traveled – M Scott Peck
56. Tipping Point – Malcolm Gladwell
57. Steve Jobs – Walter Isaacson
58. Drive, the Surprising Truth – Daniel H Pink
59. Delivering Happiness – Tony Hsieh
60. Option B – Sheryl Sandberg
61. Fooled by Randomness – Nassim N Taleb
62. First, Break all the Rules – Marcus Buckingham
63. Grit – Angela Duckworth
64. Everybody Lies – Seth Stephens
65. Crushing It – Gary Vaynerchuk
66. Coaching Habit – Michael Steiner
67. Never Split the Difference – Chris Voss
68. Gifts of Imperfection – Brene Brown
69. You Are a Badass at Making Money – Jen Sincero
70. In the Company of Women – Grace Bonney
71. Rising Strong – Brene Brown
72. First 90 Days – Michael Watkins
73. Crucial Conversations – Kerry Patterson
74. Shoe Dog – Phil Knight
75. What They Don't Teach at Harvard Business School – Mark Mccormak
76. Emotional Intelligence 2 – Travis Bradberry
77. Dear Madam President – Jennifer Palmieri
78. Radical Candor – Kim Scott
79. Leaders Eat Last – Simon Sinek
80. 5 Second Rule – Mel Robbins
81. Energy Bus – Jon Gordon
82. Measure What Matters – John Doerr
83. When: Scientific Secret of Perfect Timing – Daniel Pink
84. One Thing – Gary Keller
85. E-Myth Revisited – Michael Garber
86. Tools of Titans – Timothy Ferris
87. Checklist Manifesto – Atul Gawande
88. Life Changing Magic of Tidying Up – Marie Kondo
89. Four Agreements – Don Ruiz
90. Total Money Makeover – Dave Ramsey

Scanned by CamScanner

91. David and Goliath: Art of Battling Giants – Malcolm Gladwell
92. Richest Man in Babylon – George Clason
93. Daring Greatly – Brene Brown
94. Blink: the Power of Thinking without Thinking - Malcolm Gladwell
95. 48 Laws of Power – Robert Greene
96. Getting Things Done – David Ellen
97. Five Dysfunctions of a Team – Patrci Lencioni
98. Steal Like an Artist – Austin Kleon
99. Choose Yourself – James Altucher
100. How to Fail at Almost Everything – Scott Adams

HAPPY READING!

Scanned by CamScanner

একটা মজার স্কুল

ভাইরে/আপুরে!!!
আমার একটা স্কুল আছে। ওই স্কুলে এক প্রিন্সিপাল আছে, টিচার ও একজন। আর ছাত্র? এই একটাই!

স্কুলের দপ্তরি, এডমিন, ক্লার্ক, গেটম্যান সব একজন একজন।
এই 'একজন'টা হচ্ছি 'আমি'! আমি নিজে!

আমি নিজেই সিলেবাস বানাই, আমি নিজে নিজে ওই সিলেবাস শেষ করি, পরীক্ষা দেই। আর ফেল বা পাস করি। অনেক কঠিন প্রশ্ন আর খাতা দেখাও হয় অনেক কঠিন ভাবে। পাস করা কিন্তু খুবই কঠিন।

সিলেবাস বানাই ডিসেম্বরে। কি কি থাকে? থাকে ২৪টা নতুন বই পড়া, কম্পিউটার, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, লিখা লিখি, ধর্ম, প্রেজেন্টেশন, অংক, একটা টেকনিক্যাল স্কিল, দেশ আর বিদেশ ঘোরা, কিছু কুকিং ক্লাস, customs and etiquette lesson, একটা নতুন ভাষা, নেটওয়ার্ক বাড়ানো আরো অনেক কিছু। ক্লাস টাইম fixed নেই, কিন্তু সপ্তাহে অন্তত ১০ ঘণ্টা। বছরে ৫০০+ ঘণ্টা। পরীক্ষা প্রতি মাসে।

স্কুলে ছাত্র একটা হলেও হেব্বি কম্পিটিশন! কার সাথে কম্পিটিশন? গত মাসের আমার সাথে! প্রতি মাসে আমাকে ফার্স্ট হতে হলে গত মাসের শাব্বিরের সাথে ফাইট করতে হয়, জিততে হয়। কঠিন ব্যাপার, কিন্তু প্রাপ্তি অনেক অনেক।

স্কুলে আবার ভিজিটিং টিচার আছে। Elon Musk, Gates, Oprah, Einstein, Sir Fazle Hasan Abed, Salman Khan! সব ফ্রি! বই আর নেটের মাধ্যমে আসেন উনারা। সারা জীবনের experience পাই ৩০ মিনিটে। উনাদের কফি খাওয়ার টাকাও দিতে হয় না আমাকে!

Scanned by CamScanner

স্কুল আমার নিজের নিয়মে চলে। কারো কাছে হাত পাততে হয় না। হুজুর হুজুর করতে হয় না। ক্লাস ফাঁকি হয় না। বেতন দিতে হয় না। কোনো VIP ভিজিটের জন্য ক্লাস মিস হয় না।

এই জন্যই এই স্কুলটা Best School in the World.

এখান থেকে যা শিখছি দুনিয়ার কোথাও তা শেখা অসম্ভব। প্রতিদিন improve করছি, জানছি, বুঝছি। কারণ এত্ত জানার কিছু আছে আর সময় হাতে এত্ত কম!!!

আছে নাকি আপনাদের এমন স্কুল? না থাকলে একটা স্কুল দিয়েই দেখেন না?

Happy YOU School!

Scanned by CamScanner

চলেন নতুন ভাষা শিখি

ভাইরে/আপুরে!!!!

Language, language, language! বাংলা, ইংরেজি মোটামুটি শিখছেন! কথা চালাইতে পারেন, লিখা লিখিও পারেন একটা acceptable level-এ। লেকিন এরপর? আরেকটা মজার ভাষা শিখা নেন না ক্যানো? এই ক্যানোর উত্তর আমি না, দিবেন ১ বছর পরে আপনে নিজে। বিদেশি চাকরি বাকরির কথা বাদ দ্যান, নিজের bragging rights/ ফুটানি বাড়ানোর জন্য হইলেও দুই-তিনটা ভাষায় কথা চালানোর মতো শিখা নেন, এখুনি। সময় ৩ মাস!

এত্ত কম সময়ে সম্ভব???

১. প্রত্যেক ভাষার structure মোটামুটি একই। যেমন 'আমি ভাত খাই' এইটার ইংরাজি জানতে খালি তিনটা শব্দ জানলেই চলবে I, rice, eat বা ফ্রেঞ্চ জানতে Je, Riz, Mange বা স্পেনিশে Yo, Arroz, Como. তার মানে দৈনন্দিন আমরা যে ৫০০-৭০০ সাধারণ শব্দ ব্যবহার করি তা জানলেই মোটামুটি কেল্লা ফতে।

২. আর বিশেষত জানা লাগবে শ'খানেক verb - আইসি, গেছি, ঘুমাই, দেইখা নিমু ইত্যাদি আর তাদের past, present, future tense.

৩. বিভিন্ন মাস, বারের নাম আর ১-৩০ পর্যন্ত নাম্বার গুলা।

৪. তারপর শেষ step হইলো জানা লাগবে শব্দগুলার উচ্চারণ!

এখন ক্যামনে কি?

ধরি আগামী ৩ মাস পর আমার ফরাসি বস এর সাথে প্যারিস এ মিটিং। ওই ব্যাটা জানে যে আমি কিচ্ছু ফ্রেঞ্চ পারিনা। এখন উনারে একটু সারপ্রাইজ দেওয়া দরকার!

১. প্রথমে নিজে নিজে সবচে' common ৫০০ ইংরেজি শব্দ সিলেক্ট করি। আমি, তুমি, কি, দোকান, রাস্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। - সময় ৫ দিন।

Scanned by CamScanner

২. Google Translate এ যাইয়া ইংরেজি শব্দগুলার ফ্রেঞ্চ শব্দার্থ আর তার উচ্চারণ বাইর করি। নিজে নিজে প্র্যাকটিস করি। - ১০ দিন।

৩. আবার Google Translate এ যাইয়া ওই শব্দগুলা দিয়া বানানো সাধারণ ব্যবহৃত ১০০টা sentence (আমার নাম ওমুক, পানি খাইতে মুঞ্চায় ইত্যাদি!) এর ফ্রেঞ্চ translation উচ্চারণ সহ বাইর করি আর নিজে নিজে প্রাকটিস করি। - ১০ দিন।

৪. উপরের ১০০ sentence আবার আরেকবার প্র্যাক্টিস করি - ৫ দিন।

মোট ৩০ দিনে আপনের কিন্তু কোনো গ্রামার জানা ছাড়াই ভাষার sentence structure সম্বন্ধে একটা basic idea হইছে।

পরের ৩০ দিনে আরো ২০০ সাধারণ ব্যবহৃত sentence উচ্চারণ সহ শিখি।

পরের ৩০ দিন এই দুই মাসে শিখা ৩০০ sentence ঝালাই করি!

তিন মাসে একটা ভাষায় কাজ চালানোর মতো যথেষ্ট information মাথায় ঢুকছে।

পরের তিন মাস প্রতিদিন ৩০ মিনিট কইরা প্র্যাক্টিস চালু রাখি আর নতুন নতুন শব্দ আর বাক্য শিখি। ৬ মাসে আপনে ফ্রেঞ্চ language বস। একটু ভাব মারানোর জন্য পাবলিক বাসে উইঠা ফোন কানে নিয়া নিজে নিজে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা কই। আশপাশের লোকজন ভাববে, 'ভাইরে কি না কি'!

একটা নোট বই অবশ্য অবশ্যই রাখবেন শব্দ আর বাক্য টুইকা রাখার জন্য! ২০০৪/৫ সালে কংগোতে যাইয়া বাধ্য হইয়া ফ্রেঞ্চ শিখতে হইছিল। তখন Google Translate ছিল না, কিন্তু ছিল আমার একজন চালু Interpreter. একই পদ্ধতিতে শিখাইছিল। খুবই সোজা বুদ্ধি!

আর হ্যাঁ, Youtube এ ১০০ basic/ common French phrase দিয়া সার্চ করেন। বেশ কিছু অত্যন্ত ভালো ভিডিও পাইবেন ১০/১৫ মিনিটের। অনেক অনেক মজার, সহজ আর helpful!

আজকেই শুরু আর ৩/৪ মাস পরে একটা নতুন ভাষায় কথা বলতে থাকেন!

Happy Polyglotting!

Scanned by CamScanner

নোট ১ : শিখার জন্য French, Spanish ইত্যাদি ভাষা সোজা কারণ তাদের alphabet-গুলা ইংরেজির মতোই। Japanese/ Hebrew/ Mandarin হইলে আবার ভিন্ন কথা!

নোট ২ : United Nations official language ৬টা - ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, চাইনিজ, আরবি। কোনটা শুরু করবেন সে ব্যাপারে আমার 'নিজস্ব' মতামত French> Spanish> Arabic> Chinese> Russian. ইংরাজি তো জানেনই।

"Commencez aujourd'hui!"

Scanned by CamScanner

English Writing - 2

ভাইরে/আপুরে!!!
এর আগে ইংলিশ লিখার স্কিলের উপর লিখছিলাম। ইনবক্সের বিভিন্ন টেক্সট পইড়া মনে হইলো একটা skill improvement প্ল্যান দেওয়ার দরকার আছে এখন।

ইংলিশ লিখারে আমরা একটা খেলার সাথে তুলনা করি, কি কন? ক্রিকেট? আচ্ছা!? ক্রিকেট খেলতে পারার জন্য দুইটা শর্ত আছে। একটা হইলো এর নিয়মকানুন জানা (ক্যামনে LBW হয়, বাউন্ডারি মানে কি, আপিল ক্যামনে করে এই সব আরকি!)। এইসব নিয়মকানুন মোটামুটি জানতে লাগে ৭ দিন! আর দ্বিতীয়টা হইলো স্টাইল আর টেকনিক! আর এইটা জানতে লাগে a lifetime! একদিনে যদি শচীন বা ব্র্যাডম্যান হইতে চান, সেইটা অসম্ভব। এর জন্য কত্ত ত্যাগ, তিতিক্ষা, failure, লোকজনের খোঁচা, হাল ছাড়ার ইচ্ছা - কত্ত শত বাধা আর বিপত্তি!

ঠিক এমনেই ভালো লিখতে জানার দুইটা ধাপ!

১ - Grammar বা ভাষার নিয়ম-কানুন! সবাই তো স্কুল-কলেজে পড়ছেন। এখন হালকা একটু ঝালায় নেন। Wren and Martin-এর grammar বই পড়তে পারেন। খুবই সাধারণ ব্যাপার। Past/ Present/ Future-এর ধারণা আর basic sentence construction, এই তো! ৭ দিন!

২- লিখার স্টাইল, flow, readability, excellence. এইটা বাগাইতে ১০০ বছর! ভয় পাওয়ার কিছু নাই। Shakespeare হওয়া লাগবে না। মজার, সুন্দর, পড়ার মতো লিখার ক্ষমতা হইলেই হইলো।

কি লাগবে?

হালকা কিছু বই কালেকশন। আমার recommendations হইলো:
Archie's Comics + অন্যান্য ইংলিশ কমিকস

Scanned by CamScanner

Goosebump Series-এর পুরানা বইগুলা। ভূতের বই, মজা পাইবেন!

পুরানা Reader's Digest

Daily Star এর Weekly Star Magazine

ইন্টারনেট কানেকশন + ১ রিম কাগজ

আর প্রতিদিন ৬০ মিনিট সময়, ৩ মাস ধইরা।

পড়ার প্ল্যান

প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন ৩টা কমিকস + ২ দিন ১টা Goosebump + ১ দিন ১টা Reader's Digest + ১ দিন Daily Star Magazine = ৩০ মিনিট প্রতিদিন।

লিখার প্ল্যান

সপ্তাহের প্রথম ২ দিন - নিজের দেখা যে কোনো মুভির দুইটা negative review নেট থিকা বাইর কইরা পড়বেন। তারপর নিজে নিজে ১ পাতা কইরা দুইদিনে দুইটা রিভিউ লিখবেন। ১৫০ শব্দ।

পরের ১ দিন - নিজের পড়া Daily Star Magazine-এর একটা আর্টিকেলের রিভিউ লিখবেন। ১৫০ শব্দ।

পরের ১ দিন - Goosebump-এর বই-এর রিভিউ নেট থিকা বাইর কইরা পড়বেন। তারপর না দেইখা নিজে নিজে লিখবেন। ১৫০ শব্দ।

পরের ১ দিন - একটা মজার Top 10 List লিখবেন, যেমন Top 10 reasons why I should marry Donald Trump's Daughter অথবা Top 10 stupid things I do when I meet my future Mother in Law!

পরের ১ দিন - নিজের বফ/ গফ/ বউ/ জামাইরে ইংরাজিতে একটা কঠিন রসমাখা চিঠি লিখবেন, হাতে, সুন্দর হাতের লেখা দিয়া। ঢং/ অভিমান/ threat (জানু, তোমার চেহারা এত্ত ইয়ামি! ইত্যাদি) ভরা চিঠি। দরকার হইলে পোস্ট ও করতে পারেন। আজকাল চিঠি লিখা উইঠাই গেছে। আমাদের সময় এইটাই একটা entertainment ছিলো। Internet এ love letter sample আছে। দেইখা নিতে পারেন। (তবে একই চিঠি দুই তিন জনরে দিয়েন না! তাইলে জীবনে ইংলিশ শিখা আর দরকার হবে না ভাইরে!)

Scanned by CamScanner

সপ্তাহের ৭ম দিন - গত ৬ দিন যা লিখছেন তার একবার রিভিশন। নিজের চেঞ্জ নিজেই বুঝতে পারবেন। Definitely, definitely, definitely.

প্রতিদিন লিখার জন্য ৩০ মিনিট।

নোট বুকে না, আলাদা A4 কাগজে লিখবেন বা MS Word-এ টাইপ কইরা সেভ করবেন। আমি কাগজ পছন্দ করি, কারণ তাতে বানান ভুল autocorrect হয় না বিধায় শিখা যায়। একটা Oxford Dictionary রাখবেন। আর সবচেয়ে important কথা, ইচ্ছুক দুই তিন জন মিলা একটা গ্রুপ কইরা এই কাজগুলা করবেন। অন্যের ঠেলা গুঁতায় নিজেরও একটা কাজ করার ইচ্ছা থাকবে। গ্রুপের সবাই সমানভাবে মোটিভেটেড থাকে তা ensure করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৯০ দিনে মাত্র ৯০ ঘণ্টার একটা crash course. নিজেই নিজের টিচার, mentor, philopsher আর guide. You definitely will see the change in you. GUARANTEED.

নোট : এইটা চ্যালেঞ্জ দিলাম। শুরু করার পর প্রথম ১০ দিন লাইগা থাকেন, এর পরে auto system-এ ঢুইকা যাবেন। শুধু প্রথম ১০ দিন। Please!

Man - it's YOUR life. Build it and be proud of it!

Scanned by CamScanner

Pomodoro Technique

ভাইরে/আপুরে!!!
বয়স হইছে, আগের মতো জোশ আর নাই। কোনো কাজে বেশিক্ষণ মন বসাইতে পারিনা! খালি এদিক-ওদিক মন উইড়া যায়! মন বসে না পড়ার টেবিলে!

আমার যখন এই তথৈবচ অবস্থা, তখন আমার এক বন্ধু আমারে এক Treasure Island-এর সন্ধান দিল! Pomodoro Technique! গত কয়েকদিন এই বুদ্ধি কাজে লাগাইয়া আমার কাজের স্পিড বেশ বাড়ছে, মনোযোগ দিতে পারতেছি ভালো, একটা বই যেখানে ৫ দিন লাগতো সেইখানে ৩ দিনে শেষ হইতেছে আর রিপোর্ট লিখাও শেষ করতে পারতেছি অনেক আগে!

যারা জানেন না এই গুপ্তধন কি তাদের জন্যি!

ধরেন একটা কাজ (পড়া/ assignment/ রিসার্চ লিখা যে কোনো কিছু) করতে চান। তাইলে এই Pomodoro Technique কাজে লাগাইতে পারেন।

ধরি ২ ঘণ্টা পড়বেন। প্রথমেই যেখানে বইসা পড়বেন সেইখানে কোনো রকম distraction থাকা যাবে না। কোনো ফোন না, কোনো ডাকাডাকি না, কোনো কিচ্ছু না। ফোন অফ, অফ, অফ!

একটা হাত বা টেবিল ঘড়িতে ২৫ মিনিটের জন্য একটা অ্যালার্ম সেট করবেন। সময় শুরু। পড়তে থাকেন, লিখতে থাকেন। আশপাশে কোনো চাওয়া-চাউয়ি নাই। মনে করবেন মাথায় পিস্তল ঠেকায় রাখছে কেউ। ২৫ মিনিট শেষ! ব্যস উইঠা পড়েন ৫ মিনিটের জন্য। গান শুনেন, চা খান যা ইচ্ছা তাই। ৫ মিনিট। এই ২৫+৫ = ৩০ মিনিট হইলো একটা Pomodoro!

৫ মিনিট ব্রেক শেষে আবার ২৫ মিনিট পড়া/লিখা। আশপাশের দুনিয়া আপনের জন্য অচল। কিম কারদানশিয়ান আপনের সাথে সেলফি

Scanned by CamScanner

তুলতে চাইলেও হেলবেন না কইলাম! আবার ৫ মিনিট ব্রেক। এখন ব্রেকে যা ইচ্ছা করতে পারেন (বেশি না ৫ মিনিট!)। এইটা দ্বিতীয় Promodoro!

এমন কইরা আরো দুইটা Promodoro, মানে ৪ বারে মোট ২ ঘণ্টা! এইটা একটা Cycle পূর্ণ করলেন! ব্যস, এখনকার মতো শেষ! মনে রাখবেন, যদি কেউ আপনেরে ডাকে তাইলে ৫/৬ সেকেন্ডের জন্য তারে কইবেন 'ভাইরে আমি আইতাছি পরে'! এর বেশি হইলে কিন্তু ওই Pomodoro cancel! সুতরাং সাবধান। আবার শুরু করা লাগবে তাই no distraction!

বিদেশে অনেক জায়গায় Shut Up and Write! গ্রুপ আছে। ৫/৭ জন একটা গ্রুপ বানাইয়া কোনো লাইব্রেরি বা রেস্টুরেন্টে বসে। এদের প্রত্যকেরই আলাদা আলাদা কাজ থাকে- কেউ পড়বে, কেউ লিখবে, কেউ কোডিং করবে। এদের মধ্যে একজন moderator থাকে। তার কাজ সবাই নিজ নিজ কাজ করতেছে কিনা দেখা আর Pomodoro র টাইম maintain করা। এই Shut Up and Write Group ১ বা ২ ঘণ্টার জন্য একসাথে বসে আর Pomodoro Technique ফলো কইরা নিজেদের কাজগুলা করে। Cycle শেষ হইলে যে যার কাজে চইলা যায়! একলা একলা করার চেয়ে গ্রুপে Pomodoro Technique কাজে লাগাইতে পারেন। আপনাদের নিজ নিজ কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে Shut Up and Write chapter খুলতে পারেন - যেমন DU Shut Up and Write, Notre Dame Shut Up and Write ইত্যাদি। সপ্তাহে ২/৩ দিন ওই গ্রুপ একসাথে হইয়া নিজেরা নিজেরা লিখা/ পড়া/ হোম ওয়ার্ক করতে পারেন।

এর চেয়ে effective time management আমার জানা নাই। অনেক অনেক cool!

তো কখন শুরু করতেছেন আপনাদের Shut Up and Write Group?

Scanned by CamScanner

Productive Facebooking - Facebook থিকা শিখা

ভাইরে/ আপুরে!!!

আজকাল তো আমরা খালি ঘাড় নিচা কইরা মোবাইলেই চোখ আটকাইয়া রাখি। কত্ত সময় দিতাছি এইডারে। আমার এক বস আমারে গালি দিয়া কইতো 'অই মিয়া, মৌমাছি ফুল থিকা মধু লয় আর মাকড়সা লয় বিষ!' তা এই ফেসবুক হইলো ফুলের মতো, এখন আমরা কি মৌমাছি হমু না মাকড়সা তা আমরা নিজেরাই ঠিক কইরা নেই! এইটারে আমরা এডিক্টের মতো খালি লাইক কমেন্টের মধ্যেই রাখমু না কি এর যে বিশাল অন্য এক জগৎ আছে তা থিকা কিছু নিমু তা এখনই decide করা দরকার।

এক কাজ করেন।

Parallel Space নামের একটা app নামায় নেন। এইটা দিয়া একটা মোবাইলেই দুইটা ফেসবুক একাউন্ট চালানো যায়। আপনের দুইটা ফেসবুক একাউন্ট থাকা দরকার। একটাও ফেক না - নিজের নাম, ছবি দিয়া দুইটাই আসল একাউন্ট। এর মধ্যে একটা নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যি, বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনদের জন্যি, খাবার-দাবার, ভ্রমণ, সিনেমা ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রুপের জন্যি।

আরেকটা?

আরেকটা হইতেছে নিজেরে improve, advance করার জন্যি। এইটা দিয়া কি করবেন? বিভিন্ন পেজ ফলো করবেন, গ্রুপে জয়েন করবেন আর ভালো ভালো প্রোফাইল দেখবেন। এই গ্রুপ, প্রোফাইল, আর পেজ যাতে একটা ভালো, ব্যালেন্সড মিক্স হয় তা মনে রাখবেন - কিছু কিছু বিজনেস, academics, বিজ্ঞান, খবর, hobby, university, book review ইত্যাদির মিক্সড থাকতে পারে।

প্রতিদিন সকালে ১৫ মিনিট আর রাতে ১৫ মিনিট এই একাউন্টের নিউজফিড গুলা পড়বেন। ভালো ভালো হাই লেভেল প্রোফাইলে

Scanned by CamScanner

productive feedback সহ কমেন্ট করবেন। দিনে মাত্র ৩০ মিনিট। আর কিচ্ছু দরকার নাই। ৩০ দিন পরে দেখবেন। Social media ব্যবহারে এর চেয়ে উপকারী কি ব্যবস্থা আছে আমার জানা নাই।

কিছু কিছু গ্রুপ/ পেজ/ প্রোফাইল যা ফলো করতে পারেন:

Futurism/ Refine the Mind/ Smithsonian
Give a shit about nature/ Aeon Magazine
Inc/ Entrepreneur/ Forbes/ Economist
Elon Musk/ Bill Gates/ Oprah/ Mark Zuckerberg/ Obama
Harvard University / MIT, Oxford
CNN
Discovery/ Google
TED/ I fucking love science /Fast Company
Mashable/ Business Insider
Tech Crunch / Daily Worth/ Life Hacker

There are hundreds of pages/ profile to follow, groups to join.

ভাই! সময় নষ্ট করেন, অসুবিধা নাই। সময় আপনের সম্পত্তি। তাও কি দিনে ৩০ মিনিট নিজেরে দেওয়া যায়? এত্ত লাইক, হাহা, ট্রল সব কিছুর মধ্যে শুধু নিজের জন্য ৩০ মিনিট?

আপনে জানেন না কি হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে!

আপনের ফেসবুক এডিকশনের একটা ভালো alteranative.

Turn your addiction to a source of improvement!

Can you?

Scanned by CamScanner

হঠাৎ করেই যদি মারা যাই?

কিছুদিন আগে আমার আব্বা মারা যাবার পর থেকেই মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা ভাবি। আমার এক মেনটর আছেন যার সাথে আমি Mathematics-এর প্র্যাকটিকাল application নিয়ে কথা বলি (যেমন the use of Trigonometry by Spiderman!)। উনি আমাকে বলেন মৃত্যুই সম্ভবত একমাত্র ব্যাপার যার statistical probability 1, মানে এটা ঘটবেই তা হলফ করে কেবল মৃত্যুর ব্যাপারেই সম্ভবত বলা যায়।

তাই ভাবি হঠাৎ করেই যদি মারা যাই তাহলে কি কি নিয়ে আফসোস বা চিন্তা থাকবে:

আমি কি সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছি? Did I ask for forgiveness from everyone I did wrong to?

সবাইকে কি ক্ষমা করেছি? Did I forgive everyone that did me wrong?

আমি কি সৃষ্টিকর্তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়েছি? Had I been thankful enough for the gifts I got but didn't deserve?

আমার সন্তানকে কি যথেষ্ট আচার-ব্যবহার, ভব্যতা শিক্ষা দিয়ে গেলাম? Had I taught her enough humility?

পরিবারের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা কি করা হয়েছে পৃথিবীতে টিকবার জন্য? Did I leave enough provision for my family?

আমার কোনো ঋণ কি রেখে গেলাম? What about my loans/ debts?

জীবনে কি যথেষ্ট enjoy করে গেলাম?

আরেকটা বই কি পড়তে পারতাম, বা আর দু-তিন জনকে সাহায্য করতে পারতাম, আর দু-একটা দেশ কি দেখা যেত?

সবার সাথে আরেকটু শেয়ার করে কি যেতে পারতাম - অর্থ, বুদ্ধি, জ্ঞান?

Scanned by CamScanner

আমি কি যথেষ্ট পরিমাণ humble and kind ছিলাম? আমার arrogance, anger, ego, sense of entitlement এইগুলো আজ কোথায় গেল?

এখন প্রশ্ন? Have I already done those written above?
উত্তর? না!

That may be the reason why I am the stupidest person on earth.

Scanned by CamScanner

Productive জীবন

ভাইরে/আপুরে!!!
গত কয় মাসে আমার ইনবক্স-এর অনেক মানুষের ম্যাসেজ থিকা ২২০ জনরে নিলাম একটু অ্যানালিসিস করার জন্য। আজকে তার ফলাফল শেয়ার করতেছি। একটু দেখেন।

- মোট - ২২০ জন। ছেলে - ১৩০, মেয়ে - ৯০ জন।
- এতদিন ইংরাজি পড়ি নাই, এখন বিদেশে যাইতে চাই/ IELTS, TOEFL দিতে চাই/ ইন্টারভিউ দিতে চাই, কি করমু? - ১৬১ জন।
- বাবা মা জোর কইরা অমুক সাবজেক্ট পড়াইতে চায়, কিন্তু আমি চাই না - ৪৮ জন।
- বফ/গফ ছাইড়া গেছে/ প্যাড়া দিতেছে - ৮১ জন।
- পাবলিকে চান্স পাই না, প্রাইভেটে পড়ার অবস্থা নাই - ৯২ জন।
- ভবিষ্যৎ-এ কি করমু, পরিকল্পনা নাই অথচ পড়াশোনা শেষ - ১৫২ জন।
- ড্রাগ আসক্ত - ৫ জন।
- ফেসবুক/ ইন্টারনেট আসক্ত - ১২৯ জন।
- কম্পিউটারের বেসিক (Word, Excel, PPT) জানে না - ৫৫ জন।
- জীবনে পড়ার বই-এর বাইরে বই পড়ে নাই - ৮২ জন!

ভাইরে! এখন আমার analysis/ suggestion/ idea/ hope/ frustration :

প্রেম/ পিরিতি ইত্যাদি - একটা জিনিস মনে রাইখেন। এই সমস্ত প্রেম-ট্রেম সব overrated. আজকাল রোমিও জুলিয়েটের যুগ না, আর তাজমহল বানানের জন্য জমিও আর খালি নাই। প্রেম ট্রেম হইলো একটা বিশাল load/ responsibility. এই load নেওয়ার জন্য কাঁধে অনেক শক্তি

Scanned by CamScanner

আর পায়ের নিচে শক্ত foundation লাগে। এইগুলা আছে তো? আগে এইগুলা রপ্ত করেন তারপর একটা meaningful relation-এ জড়ানোর কথা ভাবেন।

টেক্সট বই - কিচ্ছু না, জীবনের জন্য। এইগুলা হইলো হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডারের মতো। বাঁচায় রাখবে ঠিকই কিন্তু হাসপাতালের জেলখানায় আটকায়া রাখবে আর একটা সুন্দর জীবন যাপনে খুব কমই সাহায্য করবে। একটা worthy, meaningful জীবন, intellectual stimulation, problem solving skill চান? একটা টেক্সট বই পড়লে তার বিপরীতে ২০টা বাইরের বই পড়েন।

ইংরেজি - বয়স ২৫ হইছে! একটা দুই পাতার creative লিখা বা একটা editorial পইড়া অইটা ইংরেজিতে লিখতে পারেন না? নিজ সম্বন্ধে ৪ মিনিট কইতে পারেন না? Miley Cyrus-এর গান শুইনা নাচতে পারেন, লেকিন উনি কি কইলো তার আগা মাথা বুঝেন না? তাইলে ২৫ বছর করছেন কি ভাইজান?

কম্পিউটার - ফেবুতে 'নাইচ লাগচে' আর ইউটিউবে 'বাংলার কিং কং' দেইখা "kub shondor mubee" কমেন্ট করতে পারেন। কিন্তু ১ মাস খরচ কইরা Word/ Excel শিখতে পারেন না? কে শিখায় দিবে? আপনের চাচাজান?

বাবা মা কে মানানো - সব বাবা মাই ভালো চান। কিন্তু সমস্যা হইতেছে অনেক বাবা মায়ের lack of information আর old values. আপনে ইঞ্জিনিয়ার হইতে চান আর বাপে কইছে তুই আর্মিতে যাবি। ক্যানো? কারণ উনারা ভাবছে আর্মিতে পাওয়ার আছে, বিদেশ যাওয়া যায় - কত্ত কি? কিন্তু উনারা তো জানেন না আপনে আসলেই জংগলে বইসা মশার কামড় খাইয়া ম্যালেরিয়া সহ্য করতে পারবেন কিনা। উনার হয়তো জানেন না ইঞ্জিনিয়ারিং পইড়া আপনে মাইক্রোসফটে কাজ করলে উনাদের সম্মান কমবে না। আপনে তাদের বুঝান, দরকার হইলে সফল দুই একটা ইঞ্জিনিয়ার নিয়া তাদের সাথে বসেন। এইটা পুরাই আপনের দায়িত্ব, আর এইটা অসম্ভব কিছুই না।

ইন্টারনেট আসক্তি/ আলস্য/ আড্ডাবাজি - ভালো! একটা কথা আমি কই, মন দিয়া শুনেন। আপনের টাকা হারায় গেলে ফেরত পাইবেন, জামা পুরান হইলে নতুন কিনতে পারবেন, লেকিন 'সময়'? সৃষ্টিকর্তা এই time টা হাতে রাখছেন। Fixed length asset. সারাজীবন কাইন্দা কাইটা, হুজুর

Scanned by CamScanner

ধইরা পানি পড়া খাইলেও extra time পাইবেন না। প্রতি সময় নেট/ ফেসবুকে সময় নষ্ট করতেছেন/ ইয়ার দোস্তদের সাথে আড্ডা দিতেছেন- এইটার দামও কিন্তু দিতেছেন! ক্যামনে? মোবাইলের ১ গিগা ১০০ টাকা দিয়া? না ভাইরে না। এর দাম দিতেছেন ভবিষ্যৎ-এর চোখের পানি দিয়া, বেকার থাইকা, বাচ্চাদের ভালো স্কুলে না পাঠাইতে পাইরা, বউ-এর চিকিৎসার টাকা না দিতে পারার যন্ত্রণা পাইয়া। ভালো ইউনিভার্সিটিতে হয় নাই ক্যানো? ভালো রেজাল্ট হয় নাই ক্যানো? ভালো চাকরি পান নাই ক্যানো? শাব্বির ভাইরে না জিগাইয়া নিজেরে জিগান। Honest accurate reply পাইবেন। You have to pay for each second you waste, someday - surely.

আমি বলতেছি না আড্ডাবাজি, ফাঁকিবাজি, হালকা বান্দরামি করবেন না। অবশ্যই করবেন। These are part of our growing up. কিন্তু ভাইরে। সবকিছুর একটা লিমিট আছে আর এইজন্যই you need to understand and set your priorities right.

সময় এখনো আছে। আমরা অতীত রে Control-Alt-Delete মাইরা নতুন কইরা শুরু করি - এখনই, আজ থিকাই।

ভাই! This is YOUR life! Nobody gives a damn about it. Own it, be responsible for it, love it. And never ever blame your parents, school, friends or anyone else.

ONE life! One PRICELESS life!

Plan it and and never waste your most valuable asset - TIME!

Happy productive life!

পরাজয়ে ডরে না বীর!

রুহ আফজা আর স্কোয়াশ দেখলে এখনো আমার হাসি লাগে!

ছোট বেলায় ক্যাডেট কলেজে খেলাধুলায় তিন পদের পোলাপাইন থাকতো!

১. Alpha Male- এরা সব খেলায় পারদর্শী! উঁচা, লম্বা, সিক্স প্যাক ওয়ালা পোলাপাইন!

২. আমজনতা- এরা মূলত দর্শক। হাততালি দেয় আর খেলায় জিতলে প্লেয়ারদের কান্ধে কইরা লাফায়।

৩. স্কোয়াশ পার্টি- এরা না পারে খেলতে না পারে তালি দিতে। এদের কাজ প্লেয়ারদের জন্যি স্কোয়াশ/ রুহ আফজা বানাইয়া হাফ টাইমে খাওয়ানো আর নিজে খাওয়া!

আর আমি ছিলাম এই স্কোয়াশ পার্টি! ভাইরে! কি যে মজা! দল হারুক বা জিতুক খালি খাওন দাওন!!! শুধু কি স্কোয়াশ? পাউরুটি, কলা, ছোলামুড়ি আর মিষ্টি (সেই আমলে বার্গার ফার্গার ছিল না)!

তো আমার সিনিয়র এক ভাই আমারে দিয়া ফুটবল খেলাইবেই! আমি তখন হাড় জিরজিরা এক মরা প্যাঁচা, আমারে কয় ফুটবল খেলতে! খামাখা জান খোয়াই লাথি গুঁতা খাইয়া, না?

সিনিয়র- অই, তুমি ফুটবল খেলবা। যাও বুট পইরা আসো!
আমি- ভাই, আমি নামলে হাউস তো হারবে!
সিনিয়র- ধুরো, পরাজয়ে ডরে না বীর!
আমি- ভাই, আমি তো বীর না, আমি শাব্বির!

আমারে আর কে মাঠে নামায়!

ক্যাডেট কলেজ থিকা বাইর হইছি ৩৩ বছর হইছে! এখন আর নিজে রুহ আফজা বানাই না। ইফতারির সময় এখন আমার 'উনি' পরম যত্নে আমারে রুহ আফজা বানায় খাওয়ায়!

Scanned by CamScanner

খাবার একই, স্বাদ এখন ভিন্ন। আগে শুধু চিনি দিয়া খাইতাম আর এখন চিনির বদলে 'মায়া' যোগ হইছে!

আসলেই পরাজয়ে ডরে না (শাব) বীর!

Scanned by CamScanner

১০০ দিনের প্ল্যান

ভাইরে/আপুরে!!!

Better than new year resolution! আমি new year resolution কয়েক বছর প্র্যাকটিস কইরা দেখলাম এর অনেক drawbacks বা সমস্যা আছে।

১. এক বছর অনেক বড় সময় আর আমাদের ধৈর্য্যও অনেক কম। তাই বছরের মাঝ পথেই resolution বাতাসে মিলাইয়া যায়।

২. রেজাল্ট তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না।

৩. জানুয়ারি ০১ তারিখে শুরু করার জন্যি তার আগের দুই মাস ধইরা প্ল্যান চলে। আর জোশে শুরু হইয়া ১ মাসেই যেই কে সেই!

আসেন অন্য রকম একটা কিছু করি। 100 day plan!

এই প্ল্যানটা হবে ১০০ দিনের। যে কোনো মাসের ১ তারিখে শুরু। প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা নিজের জন্যি ব্যয় করমু, মোট ৩০০ ঘণ্টা! ১০০ দিন শেষে ২০ দিন ব্রেক। যাতে পরবর্তী ১০০ দিনের সেশন কোনো এক মাসের ১ তারিখে শুরু করতে পারি! (১০০+২০ = ১২০ দিন মানে ৪টা পুরা মাস)।

এখন OUTLIERS বইতে Malcolm Gladwell কইছে কোনো কিছুতে world class হইতে গেলে সেইটাতে ১০,০০০ ঘণ্টা সময় দেওয়া লাগে। ভাইরে, আমি মেসি ও হইতে চাই না, বিল গেটস ও হইতে চাই না। আমি আমার জন্যি প্রত্যেক বিষয়ে একটা ভালো workable skill চাই।

আমার অভিজ্ঞতা মতে একটা ভালো workable skill পাইতে গেলে কোন বিষয়ে কত ঘণ্টা ব্যয় করতে হয় তা নিচে দিলাম:

Health - 1 hour/ day (walking, gym, running) for the rest of your life

Reading one single average book - 10 hours

Scanned by CamScanner

MS Excel - 150 hours
Programming - 300 hours
Any language - 200 hours
Test Prep - 250 hours (GRE, TOEFL, IELTS)
Vocabulary - 200 hours
Presentation skill - 100 hours
Analytical writing - 200 hours
Analytical reading ability - 200 hours

এই ঘণ্টাগুলা অবশ্য আপনের background/ concentration ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল!

এখন চলেন আমরা প্রথম ১০০ দিন প্ল্যান করি, আমাদের 1st Term! ৩০০ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ ঘণ্টা হাঁটাচলা (প্রতিদিন ১ ঘণ্টা), ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য রাখি। আর প্রথম টার্মের জন্য ৪টা বই (৪০ ঘণ্টা), ৩৫ ঘণ্টা Excel, vocabulary ৪০ ঘণ্টা, writing-এর জন্য ২৫ ঘণ্টা, analytical reading-এর জন্য ২০ ঘণ্টা আর French শিখার জন্য ৪০ ঘণ্টা - মোট ৩০০ ঘণ্টা!

এর মানে Excel শিখার জন্য যে ১৫০ ঘণ্টা লাগে তার ৩৫ ঘণ্টা কিন্তু এই টার্মেই শেষ করলেন! পরের টার্মে আরো ৩০/৪০ ঘণ্টা করবেন ১৫০ ঘণ্টা না শেষ হওয়া অব্দি....

এখন এই ১০০ দিন একটা Excel sheet-এ প্ল্যান করি। প্রতিদিন ১০০% achieve করতেই হবে, নাইলে পরের দিন load বাড়বে।

1st Term-এর ১০০ দিন পরে নিজেরে ranking করবেন - ৯০% বা ৮০%-ই ইত্যাদি। সারাজীবন অন্যের দেওয়া পরীক্ষায় GPA 5-এর পিছনে দৌড়াইছেন, এইবার নিজের জীবনের GPA 5-এর পিছে দৌড়ান!

১০০ দিন শেষ হইলে পরের ২০ দিনের ১৫ দিন মৌজ মাস্তি আর ৫ দিন পরবর্তী টার্মের প্ল্যানিং!

কি বুঝলেন?

ভাইরে, discipline না আসলে জীবনে Bohemian Rhapsody গান গাইয়াই কাটাইতে হবে! আর শেষে কইবেন ক্যানো বাপ-মা আমারে ভালো স্কুলে পড়াইলো না, ক্যানো আমি ইন্টারভিউতে ডাক পাই না,

Scanned by CamScanner

ক্যানো আমার খালি frustration লাগে, ক্যানো আমারে খালি বাংলা সিনেমায় আংকেল এর রোল দ্যায়... ইত্যাদি ইত্যাদি!

You have lost control of your life and driving your life like some crazy bus driver... You need to get the control back in your life!

YOUR life - YOUR responsibility!

BUILD to Enjoy it!

Scanned by CamScanner

পড়াশুনা করবেন কিভাবে?

ভাইরে/আপুরে!!!
একাডেমিক বা ক্লাসের পড়াশোনা করার এক নিয়ম আছে। একাডেমিক বই আত্মস্থ করতে হয়, এর উপর পরীক্ষা দিতে হয় আরো কত্ত কি! আজকে আমরা জানি ক্যামনে পড়াশোনা করমু। আমি example হিসাবে Physics সাবজেক্টটা কিভাবে পড়বেন তা কই। অবশ্য এইটা অন্য সাবজেক্ট-এর বেলায় ও খাটবে, হালকা একটু এদিক-ওদিক কইরা! বিশেষত SSC, HSC ছাত্রদের জন্য।

প্রথমেই জানাই স্কুল বা কলেজে ক্লাসের সাথে সাথে পড়তে গেছেন তো মরছেন। বছরের শেষের দিকে সিলেবাস শেষ করার জন্যি যেমনে দৌড়ানি লাগে, পুরাই মাইরালা! শিখা তো হয় না কিছুই, খালি মুখস্থ করো আর পরীক্ষার খাতায় ঢাইলা আসো! তাই ক্লাসের চাইতে নিজে অন্তত দ্বিগুণ আগায় থাকা লাগবে, নিজে নিজে।

১. প্রথমেই বোর্ডের সিলেবাস নিয়া বসেন। পুরা বছরের বা সাবজেক্ট-এর। প্রথম থিকা শেষ পর্যন্ত অন্তত ৩ বার পড়েন। এইটাই আপনের goal. এই goal পোলাপাইন আগে থিকা না জানলে সামনে কি রাইখা আগাবে? - ২ দিন

২. এরপর বই-এর সূচিপত্র দেখেন। এইটাও প্রথম থিকা শেষ অব্দি। ৩ বার। - ২ দিন

৩. এরপর গত ৫ বছরের প্রশ্ন দেখেন। ৫ বার পড়েন। Meticulously. বুঝার দরকার নাই। পইড়া যান। গল্পের মতো। - ২ দিন
(এই ৬ দিনে হালকা ধারণা পাইছেন আপনে কি পড়তে/ বুঝতে/ পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন।)

৪. প্রথমে একটা চ্যাপ্টার পড়েন, নিজে নিজে। দুইবার। পড়া শেষে ঐ চ্যাপ্টার-এর উপর Youtube এ animated video দেখেন। যেমন AC

Scanned by CamScanner

DC Current পড়ছেন। এর উপর Youtube অনেক সহজ আর মজার মজার animated video আছে। একবার দেখলেই যা ক্লিয়ার হবে তা ক্লাসের পাঁচগুণ! Economics, Finance-এর জন্যও এইরাম ভিডিও আছে। ভিডিও দেখা শেষ হইলে চ্যাপ্টার-এর পিছনে দেওয়া প্রশ্ন আর অংক গুলা সলভ করেন। এখন বলবেন অংক ক্যামনে সলভ করবেন? নিজে প্রমিজ করেন যে নিজে নিজে ৩ বার চেষ্টা না কইরা অন্য কারো কাছে যাইবেন না। শেষ পর্যন্ত না পারলে কলেজের বড় ভাই বা টিচার-এর সাহায্য নিতে পারেন। আর তা না হইলে রাইখা দেন। ক্লাসে যখন করাবে তখন জিগায় নিয়েন। তা না পারলে গাইড বই, শেষ অস্ত্র হিসাবে। তবে গাইড বই প্রথমে ধরছেন তো পড়ার আসল উদ্দেশ্যই হারাইবেন। খবরদার!

৫. এইভাবে ১২ মাসের সিলেবাস ৬ মাসে শেষ করা সম্ভব। হাতে থাকা ৬ মাসের ৪ মাসে দ্বিতীয়বার রিভিশন! বাকি ২ মাস ৫ বছরের প্রশ্ন সলভ।

৬. যেইটা পড়বেন সেইটা একটা ছোট ভাইদের গ্রুপ কইরা বিনা পয়সায় টিউশনি করাইয়া শিখাইবেন। এর চেয়ে পড়া আত্মস্থ করার ভালো বুদ্ধি আর নাই। পড়ান আর শিখান, পড়ান শিখান আর শিখেন।

৭. যেহেতু ক্লাসের চেয়ে আগায় আছেন সেহেতু ক্লাস লেকচার ফলো করতে অনেক অনেক সহজ হবে। খুব বুদ্ধিমান প্রশ্ন করতে পারবেন, আগের না বুঝা ব্যাপারগুলাও ক্লিয়ার করতে পারবেন।

৮. মুখস্থ করবেন? হ্যাঁ। খালি বাংলা কবিতা! 'আমার নাম শাব্বির, আমি না এখন একটা ছড়া বলবো!" এই টাইপের!!!

৯. কোচিং? এর উপকার short term. আর long term এ যে কি ধরনের বিষ তা বুড়া না হইলে বুঝবেন না। আপনের নিজে চিন্তা করার যে শক্তি তা হারায় ফেলবেন। কষ্ট কইরা আয়ত্ত করার জোশ থাকবে না, অন্যের উপরে dependent হইয়া যাবেন। এইগুলার কুপ্রভাব যখন পারসোনাল বা প্রফেশনাল জীবনে কোনো সমস্যায় পড়বেন তখন বুঝবেন। মানুষের যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত problem solving আর creative thinking skill তা শুরুতেই নষ্ট কইরেন না। খালি পয়সা আর যাতায়াতের সময় নষ্ট। সবাই করতেছে বইলা করতে হবে, তা কখনোই না।

Scanned by CamScanner

অনেক কষ্ট হবে। You will grimace, you will want to quit, you will be frustrated, you will say `forget it'!

But learn to be comfortable with pain, love frustration, have fun with failure. এই কষ্ট থিকাই যা শিখবেন দুনিয়ার খুব কম স্কুল-কলেজেই তা শিখান হয়।

এইভাবে করতে থাকলে Someday! Someday you will have such thick skin and bones that you can take on any pain/ trouble/ frustration in the world.

BuMA-তে থাকার সময় ক্যানো শীতের রাতে খালি গায়ে দাঁড় করাইয়া ১ ঘণ্টা পর পর গায়ে পানি ঢাইলা দিতো তা জানি এখন। They taught us to be comfortable with extreme pain যাতে ভবিষ্যৎ-এর কোনো কষ্ট রে কষ্টই মনে না হয়।

পড়াশুনাও এইরামই।

Never, damn ever, go to any exam hall without being 200% confident that you will score higher than any damn Einstein or Newton!

READ, LEARN AND SHOW THE WORLD WHAT YOU ARE MADE OF.

Learning is hardwork. Expect it and accept it!

CIAO!

Scanned by CamScanner

পরীক্ষা দিবেন কিভাবে?

ভাইরে/আপুরে!!!
পরীক্ষায় ভালো করার প্রথম আর প্রধান শর্ত, পরীক্ষককে কষ্ট না দেওয়া। এমনিতেই তারা অনেক ঝামেলায় থাকেন। আর খাতা দেখার কি যুদ্ধ তা উনারাই ভালো জানেন। তা, তাদের ক্যামনে কষ্ট থিকা মুক্তি দেই?

১. পরীক্ষার খাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখা। হাতের লিখা আমার মত কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং হইলে একটু ফাঁকা ফাঁকা কইরা লিখা। বামে, উপরে আর অবশ্যই নিচে ১ ইঞ্চি মার্জিন রাখা। অবশ্যই।

২. প্রতি প্রশ্নের শুরুতেই '২ নাম্বার প্রশ্নোত্তর' বা 'Ans to Q No 2' লিখা আর তা হালকা হলুদ টেক্সট মার্কার দিয়া মার্ক করা। পারলে প্রত্যেক প্রশ্ন নতুন পাতায় শুরু করা। প্রশ্নে ক খ গ ইত্যাদি থাকলে তা serially উত্তর দেওয়া। সিরিয়াল ভাঙবেন তো খাতা দেখা আরো কষ্টকর হইয়া যাবে।

৩. সম্ভব হইলে সবচেয়ে ভালো যে উত্তরটা পারি সেইটা দ্বিতীয়তে দেয়া। Second best উত্তর প্রথমে দেওয়া আর third best টা সবচেয়ে শেষে দেওয়া। এইটাতে এক ধরনের psychological প্রভাব আছে।

৪. পারলে মোটা বা thick nib-এর কলমে লিখা। আমাদের আমলে ফাউন্টেন পেন ছিল। এখন তা নাই। তবে আছে thick nib-এর জেল পেন বা অন্যান্য। আমার মতে বল পেনের চেয়ে অনেক দৃষ্টিনন্দন লিখা হয় এতে।

৫. বানান ভুল না করা আর কনফিউশন হইলে সহজ সমার্থক শব্দ বা synonym ব্যবহার করা।

অন্যান্য টিপস:

১. পরীক্ষা ৩ ঘণ্টা মানে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। শেষ ১৫ মিনিট বাকি থাকতে STOP WRITING! রিভিশন, রিভিশন, রিভিশন! রিভিশন মানেই ১০০-তে গড়ে ১০ নাম্বার যোগ।

Scanned by CamScanner

২. সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এমন কোনো প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম যার ২ লাইন উত্তর ও আপনে জানেন না। সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। সব। আবার কইলাম 'সব'। তার মানে এই না যে আমার ক্লাস ৫-এর বৃত্তি পরীক্ষার মতো বাংলাদেশের ম্যাপের বদলে ভুটানের ম্যাপ আঁকায় দিয়া আসবেন! এই জন্যই পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে পুরা বই ২/৩ বার স্ক্যান করা যাতে যা পড়েন নাই তা একটু হইলেও নজরে আসে।

৩. অনেকে প্রশ্ন পাইলেই লিখা শুরু কইরা দেয়। DON'T! ক্যানো ভাই? পুরা প্রশ্ন কি একবার পড়তে কি অনেক সময় লাগে?

আমার Personal favourite tips:

১. কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে গেলে কিছু কিছু technical/ uncommon term আসে। প্রত্যেক প্রশ্নের অন্তত একটা এমন term আসলে তাতে asterisk (*) দিয়া ফুটনোট এ তার definition দেওয়া। এইটা যে কিভাবে পরীক্ষককে impress করে তা একবার চেষ্টা কইরা দেইখেন।

২. পারলে, যেখানে সম্ভব হয়, প্রত্যেক প্রশ্নে কোনো গ্রাফ/ ছবি দেওয়া (না চাইলেও)! কালার পেন দিয়া দিলে আরো ভালো। আবার ভুংচুং data দিয়া গ্রাফ দিয়েন না! তাইলে উল্টা ফল হবে। যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর একটা প্রশ্নে গত ২০ বছরে জনসংখ্যা বাড়ার একটা গ্রাফ দিতে পারেন ইত্যাদি।

৩. বিশেষ কইরা Humanities বিষয়গুলায় relevant কোটেশন (যিনি বলছেন তার নাম সহ) ব্যবহার করা। খুবই কাজের। উত্তর কোটেশন দিয়া শুরু করছেন তো অনেক আগায় গেলেন।

৪. ক্লাসে প্রফেসর/ টিচার যদি কোন additional reading/ reference পড়তে বইলা থাকেন তবে তা থিকা পুরা পরীক্ষায় অন্তত একটা হইলেও কিছু উল্লেখ করা। Board exam হইলে text book-এর বাইরে অন্যান্য রেফারেন্স থাকলে তা থিকা একটা হইলেও লিখা। এর উপর আর কিছু নাই ভাইরে!

৫. Example, example আর example. যেইখানেই সম্ভব, উদাহরণ বা example দিবেন, সরাসরি না চাইলেও। যেমন, যদি বলে Write down the types of leadership সেইখানে Types of leadership এর পাশাপাশি প্রতিটার যদি example দিতে পারেন তাইলে পোয়াবারো (উদাহরণস্বরূপ Transformational Leadership - Mahatma Gandhi)!

Scanned by CamScanner

মোদ্দাকথা, সবাই যা করবে তা যদি আপনেও করেন তাইলে আপনের শ্রেষ্ঠত্ব কই?

দিন, মাস, বছর ধইরা অনেক কষ্ট কইরা পড়ছেন। অনেক sacrifice করছেন। আপনের জন্য ৩ ঘণ্টা মাত্র সময়। Only 3 hours to prove the sacrifice you made through 1-2 years of study. Make the best use of it.

Give your examiner something exciting and worthwhile to read. Give him/ her some experience to remember for a long time.

এখন উপরে যা কইলাম তা কি Mission Impossible? No!

Mission Difficult? Yes, definitely Yes!

Your mission, should you choose to accept it, is to produce the BEST answer script known to the examiner! It takes an awfully good amount of time but worth every second.

Give it a try, won't you?

Scanned by CamScanner

ইউনিভার্সিটি লাইফে কি কি করবেন?

ভাইরে/ আপুরে!!!
যাক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইছেন - পাবলিক, প্রাইভেট, ন্যাশনাল! আপনেদের ১০% পাইছেন নিজের পছন্দে, ৯০% সম্ভবত পান নাই! এইটা কোন ইস্যু না! জীবনে সব পাওয়া গেলে সেইটা বেহেশত হইতো। চাইছেন ছেলে, সৃষ্টিকর্তা গিফট দিছেন মেয়ে। অনেক খুশি থাকেন আর নিজেরে ভাগ্যবান ভাবেন। ভাবছেন পড়বেন ইঞ্জিনিয়ারিং, পড়তেছেন ফিন্যান্স! Damn awesome!

যাই হোক, এই চার বছর পড়াশুনার পাশাপাশি অনেক অনেক কিছুই কিন্তু করতে পারেন এবং অবশ্যই করবেন। যেমন:

১. ৩/৪ জন মিলা একটা গ্রুপ করেন। প্রতি মাসে ডিপার্টমেন্ট-এর একটা নিউজলেটার বাইর করবেন। তেমন কিছুই না: ক্যাম্পাসের দুই একটা খবর, পড়াশোনা ভিত্তিক একটা আর্টিকেল, সাবজেক্ট এক্সপার্টদের একটা ইন্টারভিউ, দুই একটা trivia - ব্যস। নিউজলেটার বানানের সফটওয়্যার বা ওয়ার্ডেও বানাইতে পারেন। ২০/৩০ কপি প্রিন্ট কইরা ডিস্ট্রিবিউট করবেন আর বাকিগুলা ইমেইল-এ। এক বছর পর দেখেন কই যান। লিখাতে, লিডারশিপে, নেটওয়ার্কে, সাংবাদিকতায়, creative thinking-এ কোথায় আপনি থাকবেন নিজেও জানেন না। বিদেশে পড়তে গেলে অনেক অনেক কাজে দিবে।

২. প্রতি তিন মাসে ওই ৩/৪ জন গ্রুপ মিলা একটা ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ করতে পারেন। কঠিন কিচ্ছু না। যেমন ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের হইলে আগে পাস করা বড় ভাই (যারা ভালো জায়গায় আছে) তাদের ইনভাইট কইরা স্পিচ বা ক্লাস নিতে বলবেন। কোনো কোম্পানির CFO বা GM/DGM-দের ইনভাইট কইরা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে বলবেন। গত ৩ মাসের ফিনান্স রিলেটেড জব ভ্যাকেন্সি নেট থিকা নামাইয়া একটা সামারি বানাইয়া প্রেজেন্টেশন দিবেন। আরো কত্ত কি!

Scanned by CamScanner

৩. প্রতি মাসে ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড ২/৩টা আর্টিকেল নামাইয়া প্রিন্ট কইরা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইতে পারেন।

৪. একটা গ্রুপ বানাইবেন যারা প্রতি মাসে ১০০ টাকা কইরা চাঁদা দিবে। এই টাকা দিয়া বই কিনবেন। অন্য সবার কাছে পুরান বই ডোনেশন নিবেন। প্রতি মাসে গ্রুপ মিট হবে - বই রিভিউ বা এইরাম অন্যান্য আলোচনা বা আড্ডা। ৪ বছর ইউনিভার্সিটি-তে নিজেদেরই একটা গ্রুপ লাইব্রেরি হবে। পাস করার পর তা ছোট ভাইদের গ্রুপ বা ডিপার্টমেন্টে গিফট কইরা যাইবেন।

৫. নেটওয়ার্ক আর সেমিস্টার গ্যাপে ফ্রি ইন্টার্নিশিপের কথা তো বলাই বাহুল্য!

৬. অন্ততপক্ষে একটা ভাষা আর কম্পিউটারে কঠিন expertise আনবেন। এইটা মাফ নাই।

৭. যে কোনো জাতীয় দুর্যোগে গ্রুপ কইরা ভলান্টিয়ার করবেন, অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই। আর এইগুলার পোর্টফলিও বা রেকর্ড রাখবেন। অবশ্যই।

৮. ভাইরে, গরীবি হালতে থাকবেন। আর মাসে দুইটা বার্গার কম খাইয়া পয়সা জমাইবেন। Save and invest, save and invest - even it is 500 taka. কে কিপটা কইলো আর কে ফইন্নি কইলো - গুলি মারেন। দরকার পরলে উনারাই হাত পাতবেন আপনের কাছে। (কোনোদিন ও কইলাম ধার দিবেন না, পারলে দান কইরা দ্যান, ধার না!)

৯. দেশে BANMUN, TED ইত্যাদি আজকাল হইতেছে। একটাও ছাড়বেন না। একটাও না। ফেসবুক বা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর রাখেন। একটাও ছাড়বেন না কইলাম।

১০. একটা কোচিং ক্লাস খুলেন। যে সাবজেক্টটা ভালো বুঝেন, জুনিয়র ক্লাসদের সেইটার কোচিং অফার করেন- পয়সা নিয়া বা বিনা পয়সায়। পাস করার পরে আমারে ধন্যবাদ দিবেন আমি জানি!

১১. ভবিষ্যৎ-এ যে ফিল্ডে ক্যারিয়ার গড়তে চান সে ফিল্ড রিলেটেড একটা স্যোশাল ক্যাম্পেইন টাইপ কিছু শুরু করতে পারেন। যেমন Environment নিয়া পড়তেছেন আর ভবিষ্যৎ-এ এই ফিল্ডেই ক্যারিয়ার গড়বেন। ফেসবুকে একটা গ্রুপ/ পেজ খুলেন যেইখানে ঢাকা বা দেশের

Scanned by CamScanner

যে কোনো জায়গার Environment নিয়া awareness build করতে পারেন। এই রিলেটেড ওয়ার্কশপ/ সভারও ব্যবস্থা করতে পারেন।

১২. একটা hobby! ডিবেট, পিয়ানো, তাইকোয়ান্ডু, সব জেলায় ঘোরা, gymnasium আর কত্ত কি! Must, must!

ভাইরে! University life should be an experience - both academic and beyond. বই এ কি পড়ছেন তা ভুলবেন ১ বছরেই কিন্তু অন্যান্য কাজগুলা আপনারে যে life lesson/ skills দিবে তা কোনোদিনও ভুলবেন না।

These will have more contributions to your future than one thousand books ever will.

Have fun! Grow through practical learning!

(**নোট:** এই কাজগুলা কইরা উপকার পাইলে শাব্বির ভাইরে ফ্রি চা আর টোস্ট বিস্কুটের দাওয়াত দিয়েন!)

Scanned by CamScanner

Network with Professors!

ভাইরে/ আপুরে!!!
অনেকেই recently ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছেন, পড়াশোনার চাপ কম, সব 101 টাইপ কোর্স! ভাবতেছেন ৪ বছর শেষ কইরা বিদেশে যাইবেন মাস্টার্স করতে! ভালো!

আপনেরা নিশ্চই জানেন যেই সাবজেক্টই পড়েন না ক্যানো, পড়ার বই-এর চেয়ে আপনের প্রফেসররা কিন্তু অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন। তাই নিজের সাবজেক্ট ভালোভাবে বুঝার জন্যি, higher study-তে যাইবার জন্যি, নতুন কিছু করার জন্যি, এই ফিল্ডে latest development-এর সাথে নিজেরে জড়ানোর জন্যি প্রফেসরদের সাথে কানেকশন ছাড়া গতি নাই। তাছাড়া বড় বড় নামকরা ইউনিভার্সিটি-তে ফান্ড নিয়া পড়া বা রিসার্চ-এর জন্যি উনাদের লিংক কি যে জরুরি তা সবাই জানে।

এখন ক্যামনে কি?

মনে করেন আপনে ইকোনোমিকসে কেবল ভর্তি হইছেন আর ভবিষ্যৎ-এ বাইরে মাস্টার্স/ পিএইচডি করতে যাইবেন। এখন যা যা করতে পারেন :

১. প্রথমেই যেই দেশে যাইবেন তার ১০/১৫টা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করেন যেইখানে আপনের পছন্দের সাবজেক্ট পড়ায়। খালি Ivy League Ivy League কইরেন না, be practical! Top আর top-middle টাইপগুলাও দেখেন। এই ১৫টা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টগুলা নিয়া ইট্টু পড়েন। কি কি কোর্স আছে, কত টাকা লাগে, কি স্কোর লাগে, কোন কোন প্রফেসর আছে, তাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি সব কিছু। বিভিন্ন কলাম কইরা একটা Excel file-এ সবগুলা উঠাইয়া ফেলেন। ২ মাস সময় লাগবে। এইটা religiously করবেন। সবচেয়ে জরুরি step.

২. এখন এই Excel ফাইল থিকা আপনের পছন্দ মতো concentration বাছেন যেইটাতে আপনে ভবিষ্যৎ-এ পড়তে চান- ধরেন

Scanned by CamScanner

Economics-এর মধ্যে Development Economics। এই সাবজেক্টে অই ১০/১৫টা ইউনিভার্সিটির কোন কোন প্রফেসর আছেন তাদের নাম আর ইমেইল ঠিকানা আর তাদের ২/৩ টা কইরা রিসার্চ পেপারের নাম দেখেন। পেপারগুলা যদি পান হালকা স্ক্যান করেন।

৩. এখন তাদের প্রত্যেকরে মেইল করেন। কি লিখবেন? লিখতে পারেন যে আপনে কে, আপনে কি পড়তেছেন, কোথায় পড়তেছেন আর Development Economics নিয়া আপনে ক্যানো ইন্টারেস্টেড। তারপর লিখবেন যে উনার কি কি পেপার আপনে দেখছেন এবং তাতে কি কি উপকার হইছে। বাংলাদেশের মতো Developing Country-তে তা কিভাবে কাজে লাগতেছে বা লাগতে পারে। খুব গভীর কিছু না - just an introduction/ ice breaking. খুব সাবধানে সময় নিয়া লিখবেন। দরকার হইলে অন্য কাউরে দিয়া চেক করাইবেন।

৪. উত্তরের আশা করবেন না কইলাম। এইটা আপাতত one sided affair-এর মতো (for the lack of a better analogy!)। আর উত্তর দিলে তো Yummy!

৫. উত্তর পান আর না পান তিন মাস অপেক্ষা করেন। এই তিন মাসে উনাদের সাথে আর যোগাযোগ না। এই তিন মাসে নতুন প্রফেসরদের লিখতে পারেন বা আগে যাদের লিখছেন তাদের লিখা দুই তিনটা পেপার পাইলে ভালো কইরা পড়েন। তাদের পোর্টফলিও দেখেন।

৬. তিন মাস পর উনাদের আবার মেইল করেন। এইবার তাদের লিখা একটা পেপার নিয়া লিখবেন- আপনে কি কি শিখলেন, আরো রেফারেন্স আছে কিনা, কোনো কিছু না বুঝলে তার explanation চান, আপনের নিজের ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের সাথে সেই পেপার শেয়ার করেন।

৭. তিন মাস পর আবার রিপিট। এইবার নতুন আরো কোনো পেপার নিয়া লিখেন। উনাদের কোনো ভিডিও বা বই থাকলে তা উল্লেখ করেন। আর সবচেয়ে ভালো, আপনের পড়ার বই-এ যদি উনার রেফারেন্স থাকে তাইলে তো পোয়া বারো! সে ব্যাপারেও লিখেন।

৮. আবার তিন মাস গ্যাপ। উত্তরের আশা কইরেন না।

৯. এখন আবার লিখেন। এখন নিজের সম্বন্ধে লিখেন। উনাদের লিখা থিকা কি কি শিখলেন আর তা ক্যামনে ভবিষ্যৎ-এ কাজে লাগানো যায় তা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ বা Southeast Asia নিয়া লিখেন। আরো

Scanned by CamScanner

লিখতে পারেন ২/১টা underdeveloped country এই development field এ কি কি কাজ করতেছে যা সবার খুবই কাজে লাগতেছে। কত্ত কি লিখার আছে! মাথা খুঁইজা বাইর করেন।

১০. উত্তর আশা কইরেন না। প্রতি তিন মাসে একবার ritually লিখতে থাকেন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শেষ হইতে এক এক জনরে ৫/৭ বার লিখা হইয়া যাবে। তাতে কি হবে!? আপনের interest আর perseverance অন্তত ৫ জন এর নজরে পড়তে বাধ্য। উনাদের সাথে নেটওয়ার্ক মানে আপনের recommendations/ funding/ knowledge sharing-এর কি বিশাল দরজা খুইলা গ্যালো তা এখনই বুঝবেন না। Give them something to think, talk about something wonderful about you. Make yourself undeniable.

১১. আরো over the top হইতে চাইলে আপনের Dean-রে কনভিন্স কইরা উনাদের কাউরে আপনের ইউনিভার্সিটিতে lecture দিতে invite করতে পারেন। আসুক আর না আসুক, invite কইরাই দেখেন না, অফিসিয়ালি?

উপরের কাজগুলা কঠিন/ frustrating মনে হয়? মোটেই না! প্রথমবার একটু কষ্ট লাগতে পারে, উত্তর না পাইলে মন খারাপ লাগতে পারে কিন্তু ভাইবা দেখেন আপনি কি কি পাইতেছেন- আপনের ভবিষ্যৎ ইউনিভার্সিটি, তার ডিপার্টমেন্ট, ফ্যাকাল্টি সম্বন্ধে জানতেছেন, নতুন নতুন পেপার পড়তেছেন, নেটওয়ার্কের চেষ্টা করতেছেন, পোলাপাইন যখন undergraduate শেষ কইরা মরিয়া হইয়া ফান্ডের চেষ্টা বা ভর্তির চেষ্টা করতেছে ততক্ষণে আপনে কিন্তু এ বিষয়ে কঠিন এক্সপার্ট! আর যদি সফল হন (যেইটার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি) তাইলে আর পায় কে? Glowing letter of recommendations/ funding/ acceptance possibility to a top-notch University/ enviable network/ outstanding experience আর knowledge - আরো কত্ত কি!

No work goes unpaid, no effort goes unrewarded. There is a magic in working hard which you can discover only after relentless endeavor!

Go for it!

Keep on knocking doors till they open.

Stand out from the crowd!

Scanned by CamScanner

পরীক্ষা সামনে? সময় নাই?

ভাইরে/আপুরে!!!
এইটা জীবনে কার না হইছে? সারা বছর মৌজ মাস্তি করছেন কিন্তু কখন যে হঠাৎ পরীক্ষা চইলা আইছে তা টেরও পান নাই! হাতে আছে মাত্র ৪/৫ মাস, লেকিন সিলেবাস ২৪ মাসের! কি করবেন?

রিল্যাক্স ভাইরে, রিল্যাক্স! কোনো চিন্তা নাই। যত টেনশন করবেন ততই কিন্তু ধরা খাইবেন। যখনই বুঝবেন হাতে সময় নাই আর পড়া হয় নাই সাথে সাথে প্যানিক না কইরা একটা বাংলা সিনেমা দেইখা নিবেন (আমার পছন্দ 'বাংলার কিংকং'!)! রিল্যাক্স! কারণ শেষের দিকের এক মাসের output প্রথম দিকের চার মাসের সমান!

১. প্রথমেই সিলেবাস নিয়া বসেন। সিলেবাসটারে ৪ ভাগ করেন:

A - যেইটুকু কনফার্ম পড়ছেন আর পারবেন।
B - যেইটা মোটামুটি পারবেন বা এখনো হালকা কনফিউশন আছে।
C - যেইটা পুরাই হিব্রু। কিচ্ছু পারেন না বা পড়েন নাই।
D - যেইগুলা সাধারণত পরীক্ষায় আসে না! (এইটা পুরাপুরি বাদ দিতে পারেন)।

২. ধরি ৪ মাস সময় আছে, ১৬ সপ্তাহ!
প্রথম ৪ সপ্তাহ - শুধুমাত্র A, যতটুকু পারেন, জীবন তামা তামা কইরা পড়েন, লিখেন, আবার পড়েন। মনে রাখবেন এই Part A ই কিন্তু আপনের তুরুপের তাস।

পরের ৬ সপ্তাহ - শুধুমাত্র B! এইটাই আপনের potential goldmine. এইগুলা হয় আপনেরে গড়বে বা ভাঙবে - will either make or break you! আগে পড়েন নাই, অসুবিধা নাই। এই Part B ভালো কইরা পড়েন। সবচেয়ে বেশি সময় দিছি তাই এইটাতে।

Scanned by CamScanner

পরের ২ সপ্তাহ - শুধুমাত্র C. খালি scan করেন। কয়েকবার। স্ক্যান, স্ক্যান আর স্ক্যান। অন্তত ১০ মার্ক যোগ করার প্ল্যান করেন। অসম্ভব কিচ্ছু না। এই C হইলো chance factor! সুযোগ নেন, লাইগা যাবেই।

পরের ২ সপ্তাহ - গত ৬/৮ বছরের প্রশ্ন solve! কোনো পড়াশোনা না। খালি test paper/ 'ছাত্র সখা' খুলেন আর প্রশ্ন solve করেন। যেই গুলা পারতেছেন না বা ভুল হইতেছে তা লাল কালি দিয়া মার্ক করেন।

পরের ১ সপ্তাহ - ওই লাল কালি ওয়ালাগুলা (যেইগুলা পারেন নাই, বা ভুল হইছে) সেইগুলাই খালি পড়েন, solve করেন আর পড়েন। এইগুলাই আসবে কইলাম। আবার পড়েন, পড়েন আর পড়েন!

শেষ ১ সপ্তাহ - আবার একটা বাংলা সিনেমা! তারপর পুরা সিলেবাস (A, B আর C) দুইবার স্ক্যান, অন্তঃতপক্ষে! এই ১ সপ্তাহ প্রথম দিকের ৬ মাসের সমান।

২৪ মাসের ফাঁকিবাজি, ৪ মাসে কভার হবে না কিন্তু একটু বুদ্ধি লাগাইলে খুব কাছাকাছি যাইতে অবশ্যই পারবেন। আরো বেশি ভালো করাও অসম্ভব না।

এই ১৬ সপ্তাহ- পুরা ক্ষ্যাত হইয়া যান, পুরা unsocial, uncultured ক্ষ্যাত। No Facebook, Youtube, socialising, extra curriculum কিচ্ছু না (শুধুমাত্র দুইটা বাংলা সিনেমা বাদে!)। নিজে এক রুমে ঢুকবেন আর বাইর হবেন না - খাওয়া, বাথরুম, হালকা ঘুম, প্রার্থনা ছাড়া সব কিছু বাদ, বাদ, বাদ!

Run like hell in the last 10 meters, you may end up breaking records too!

Happy Exams!

নোট : সপ্তাহের ভাগগুলা নিজের প্রিপারেশন আর সাবজেক্ট অনুযায়ী সাজায় নিবেন। এইটা একটা গাইড মাত্র।

Scanned by CamScanner

A Certain Kind of Blasphemy!!

ভাইরে/ আপুরে!!!

একবার ভাইবা দেখছেন!? কোনো একটা কিছু করতে যান, প্রথমেই বাধা আসবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থিকা?

আপনে ক্ষ্যাত, গ্রামের ইস্কুলে পড়েন, ভবিষ্যৎ-এ পাইলট হইতে চান! 'ধুরো গাধা, তোর বাপে প্লেন দেখছেনি কহনো?'!

আপনে তথাকথিত কাউলা, মোটকা, ফ্যাশন মডেল হইতে চান! 'এই মাইয়া কি কয়, হাগল নি কোনো?'!

আপনে গরিব ঘরে জন্ম হইছেন, একটা মাল্টি বিলিয়ন ডলার বিজনেস দাঁড়া করাইতে চান! 'অই পোলা তুই কস কি?'

সবাই আপনের past দেইখা future predict করতে চায়! As if এইডা BBC weather forecast!

এমন একজনের নাম কন তো দেখি যারা বড় হইছেন, পুরা দুনিয়াময় নাম করছেন - মোহাম্মদ (স.) থিকা মোহাম্মদ আলী, গান্ধী থিকা মারটিন লুথার কিং এইরাম উলটা-পালটা prediction-এর স্বীকার হন নাই?!

Human prediction মানুষের পক্ষে, এমনকি কোনো super computer-এর পক্ষে অসম্ভব কাজ। এই জন্যই ১২০০ সালে মোবাইল টেলিফোনের কথা কইলে সবাই পাগলা গারদে ঢুকায় দিতো! ১৮০০ সালে মহিলা astronaut-এর কথা শুনাইলে ভুরু কুঁচকাইতো আর ২০০৫ সালে যদি বলা হইতো কখনো আমেরিকায় black President হবে তাইলে KKK আপনেরে খুন করতো!

ইতিহাস শুধু অতীত human activities-এর ঘটনা explain করে, ভবিষ্যদ্বাণী করার কোনো মেশিন আবিষ্কার হয় নাই, হবেও না। কারণ?

Future prediction is God's own domain!

Scanned by CamScanner

তাই, আপনের বন্ধু যখন কয় তুই কোনোদিনও MIT তে যাইতে পারবি না, বা আপনের টিচার যখন কয় তুই কোনোদিনও পাস করতে পারবি না, আপনের MD যখন কয় তোমার কোনোদিনও ভবিষ্যৎ ভালো হবে না - তখন তারা সৃষ্টিকর্তার domain-এ হাত দিছে যেইটা a certain kind of blasphemy, ধর্মদ্রোহিতা!

আর আপনেও সেইগুলাতে বিশ্বাস কইরা এই blasphemy-র অংশ হইয়া যাইতেছেন।

STOP believing all future prediction lies!

Future is the culmination of EVERY SINGLE DAY- work hardest everyday, build brick by brick! And suddenly one day you will see a skyscraper standing right in front of your very own eyes.

Be the BEST—TODAY, Everyday.

Scanned by CamScanner

Use Your Haters

ভাইরে/ আপুরে!!!

আমাদের তো সবারই কম বেশি haters আছে! কেউ পিছে পিছে কথা কয়, কেউ সামনে অপমান করে, আবার কেউ কেউ অনলাইনে হ্যারাস করে।

এখন এদের ইট্টু use করি!

ভাইরে, ভিডিও দেইখা বা মোটিভেশনাল স্পিচ শুইনা instant rush of adrenaline হইতে পারে, লেকিন ভিডিও দেখা শেষ বা স্পিচ শুনা শেষ হইলে আবার যে কে সেই!

তাইলে কি করি? Use your haters!

আপনে মোটা বইলা যে দোস্ত আপনেরে ক্ষ্যাপায়, বা ফেল করছেন বইলা যে আন্টি জীবন ত্যানা ত্যানা কইরা দিছে, বা ভালো চাকরি পান নাই বলা যে বফ/গফ ছাইড়া চইলা গ্যাছে - তাদের লগে বসেন!

দোস্তের লগে চ্যালেঞ্জ দ্যান ৬ মাসে ২০ কিলো কমবেন, আন্টিরে কন আপনে DU/ DMC/ BUET-এ চান্স পাইবেন, ছাইড়া যাওয়া বফ/গফ রে কন ১ বছর পরে আমার চাকরির টানেই তুমি ফিরা আসবা! লিখিত দ্যান আর আরো একজন hater-রে স্বাক্ষী রাখেন!

এর পর দ্যাখেন! অপমান থিকা দূরে থাকার মতো কঠিন, ruthless আর effective মোটিভেটর আর নাই ভাই। আপনে সাঁতার না জাইনাই কিন্তু নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিছেন just to prove you can survive. এখন জীবন নিয়া সাঁতরাইয়া তীরে আসা ছাড়া গতি নাই। নিজের লজ্জা অপমানের ভয়ে কি যে জোশ আসবে তা টেরও পাইবেন না।

যদি জিতেন - you can prove your haters wrong and achieve your goal. আর যদি হারেন? সারাজীবন এর অপমান আর harassment!

আত্মসম্মান থাকলে সহ্য হবে!?

একটা বইতে পড়া এই বিদ্যা কাজে লাগাইয়া আমি নিজে অন্তত একটা অসম্ভব সম্ভব করছি, যদিও আমি অনন্ত জলিল না!

Use your haters to beat them in their own damn game!

Happy Hater Using!

Scanned by CamScanner

আমার ৫টা দাঁতের মূল্য

ভাইরে/আপুরে!!!

যারা আমারে সামনা-সামনি দেখছেন তারা জানেন আমার ৫ দাঁত নাই! আরো একটা নড়াচড়া করতাছে! তা আমি দুই তিনটা Dentist-এর সাথে কথা কইয়া বুঝলাম একটা দাঁত ইমপ্ল্যান্ট করতে নাকি প্রায় ১ লাখ টাকা লাগবে। মানে ৫ দাঁত ৫ লাখ টাকা! পুরাই ধরা!

তা এই নিয়া আমি চিন্তায় পইরা গেলাম। দাঁত ইমপ্ল্যান্টের জন্যি না। আমার নিজের বর্তমান সুস্থ সুন্দর শরীর নিয়া। আমি আমার কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুরে ফোন দিয়া জিগাইলাম আর যা উত্তর পাইলাম তাতেই আমার চোখ পুরাই আলিফ লায়লা ছানাবড়া!

একটু অংক করি!

আমার ৫ দাঁত = ৫ লাখ টাকা, তাইলে ৩২ দাঁত ৩২-৩৫ লাখ টাকা! খাইছে!

আমার দুই সুস্থ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট - ১ কোটি টাকা (ভাগ্য ভালো থাকলে!)

আমার সুস্থ হার্ট আছে। শুনছি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট - ১.৫ কোটি টাকা।

দুই চোখ কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্ট - ৫ লাখ টাকা (সবচেয়ে সস্তা!)

Brain Transplant - Impossible still

100% Skin Grafting - Priceless

100% Blood Transfusion - এইটা সম্ভব কিনা জানিনা!

১০০% হাড্ডি-গুড্ডি কংকাল - মনে হয় সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান বা Robocop হইতে হবে!

এর উপর যদি ক্যান্সার ইত্যাদি হয় - ১-২ কোটি টাকা।

আমার আবার ডায়াবেটিস বা অন্যান্য সমস্যা আপাতত নাই!

যাই হোক আর সব মিলাইয়া আমার সুস্থ থাকার net worth (যদি টাকায় পরিমাণ করা সম্ভব হয়) - কয়েক মিলিয়ন ডলার!

I am thus a multimillion dollar man, by default, for which I didn't work, pray or do anything significant to deserve this. It was free millions. I didn't even give thanks. I even want more!

Welcome an ungrateful multimillionaire!

Welcome me!

Scanned by CamScanner

কি কি শিখি নাই?

ভাইরে/ আপুরে!!!
অনেক চিন্তা-ভাবনা কইরা দেখলাম স্কুল-কলেজে যা শিখানো হয় তার ৭০%-এর সাথেই জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই। খামাখা পড়ার জন্যিই পড়া! এতে লাভের কি আছে কে জানে? বাচ্চা বাচ্চা পোলাপাইনের মিলিটারি কমান্ডো কোর্সের মতো ওজন ওয়ালা ব্যাগ, ফ্রাস্ট্রেটেড ছাত্র ছাত্রী, মুখস্থ মুখস্থ মুখস্থ, মনমরা টিচার, ফুইলা ফাইপা উঠা কোচিং সেন্টার আর গাইড বই!

আহারে জীবন যদি ক্লাসের বই-এর মতো হইতো!!! কিন্তু তা তো কোনোদিনও না। জীবন স্কুলের বইয়ের কারক, সমাস, বিভক্তি না!

স্কুল-কলেজের কাজ কি!?! একটা মানুষ তৈরি করা যে জীবনের practicality বুঝবে, critically চিন্তা করতে শিখবে, হবে একজন problem solver! ভাইরে, স্কুল-কলেজের অধিকাংশ পড়াশুনাই জীবন বিমুখ! পড়, না বুইঝা মুখস্থ করো, আর হও I am GPA-5!

চিন্তা কইরা দেখেন! ৭০% সিলেবাস যদি কমায় ফেলা যায়? ৭০% অতিরিক্ত সময় দিয়া আমরা ক্যামন মানুষ বানাইতে পারি? কি অসম্ভব চিন্তাশক্তিশীল মানুষ!

ইসস!
আমি যদি একটা স্কুল দিতে পারতাম তাইলে ৭০% সিলেবাস বাদ দিয়া অন্য কিছু শিখাইতাম!

Money Management - How to make money, save money, invest money

Customs and Etiquette - কিভাবে ভদ্রভাবে খাইতে হয়, সভ্য সমাজে বাস করতে হয়।

Entrepreneurship

Health, Hygiene, Nutrition

Scanned by CamScanner

Practical first aid
Tax and how/why to pay it
Being humble and honest
A new language
How to speak, argue, debate effectively
Writing that makes sense
How to do research
Self defence, driving and swimming
Respect for all gender, race and religion
Dealing with frustration, setback and failure
At least one trade - plumbing, electronics, car repair
Interview technique
Personal grooming
A love for reading
Addiction and ways to curb it
Critical thinking and problem solving
Leadership
Practical agriculture/ farming
Human interaction
আরো কত্ত কি!

ভাবা যায় কোথায় যাইতে পারি?
কোন মুখস্থ না, হোমওয়ার্ক না, জিপিএর পিছে দৌড় না।

Only the joy and beauty of practical learning!

Is it ever possible?

Scanned by CamScanner

সব পরীক্ষার মূল রহস্য!

ভাইরে/ আপুরে!!!

GRE, IBA, GMAT, IELTS, SSC, HSC, BCS ইত্যাদি সব পরীক্ষার মূল রহস্য!

ভাইরে জীবনে বহুত পরীক্ষা দিছেন আর দিবেন। একটা জিনিস খেয়াল করছেন? সব পরীক্ষার মূল জিনিস কিন্তু একই। একটা মোটামুটি সিলেবাস থাকে, ওই সিলেবাস পড়তে হয়, সময় শেষে ওই সিলেবাসের উপরেই বা related কিছু তত্ব/তথ্যের উপরে পরীক্ষা হয়। একটা মজার ব্যাপার হইলো দুনিয়ার ৯৫% স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির written test, admission test পরীক্ষার কিন্তু এই প্যাটার্নই থাকে এবং ওই প্যাটার্ন ৯৫% ক্ষেত্রেই ভাংগা হয় না। তার মানে ওই সিস্টেম বা প্যাটার্ন বুঝতে পারলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৮০-৯০% নম্বর পাওয়া সম্ভব।

এইটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু বুঝি না। তাই না?

এখন আসল কথায় আসি। একটা প্ল্যান করি আসেন।

ধরেন GRE/ IBA দিবেন। (আমি আশ্চর্য হই এই ভাইবা যে যারা পরীক্ষা দিবার চিন্তা করেন তাদের ৫০% ই জানেন না কিসের উপর পরীক্ষা হবে)।

Step 1 - WHAT

What is the pattern/ type of questions? What is the time limit? What is my present preparation level? What is the level of difficulty? How much preparation do I need?

এই স্টেপ না পার হইলে কোনদিন ও কিচ্ছু হবে না। তা ক্যামনে করবেন? প্রথমেই (আগেও একবার কইছি) গত ১৫ বছরের প্রশ্ন বা question dump/ question bank সলভ কইরা ফেলেন। খবরদার খবরদার প্রথমেই খাতা মার্ক কইরেন না। না না না! এই স্টেপের উদ্দেশ্যই হইলো To answer the "WHAT" questions above. ১৫ বছর এর প্রশ্ন

Scanned by CamScanner

সলভ করা শেষ হইবার পরই খাতা নিজে নিজে মার্ক করবেন। খাতা মার্ক করার পরই বুঝবেন পরীক্ষার প্যাটার্ন কি, নিজের বর্তমান কি অবস্থা আর কি কি করা লাগবে ১০০% পাইতে।

Step 2 - WHY

এখন আসেন আপনের ১৫ বছরের পরীক্ষার রেজাল্ট অ্যানালাইসিসে। দেখবেন কিছু কিছু বিশেষ জায়গায় আপনে খুবই দূর্বল, কিছু জায়গায় মোটামুটি আর কিছু জায়গায় আপনে Boss. দূর্বল জায়গা গুলা আগে টার্গেট করেন। ক্যানো ভুল হইলো - সময়ের অভাব, টেনশন নাকি বেসিকেই সমস্যা? Weakness গুলার লিস্ট করেন। Extreme, Moderate, General এই তিনভাগে weakness গুলারে ভাগ করেন। যেমন :

Extreme - Vocabulary, Spelling
Moderate - Geometry
General - Can't finish on time বা time management ইত্যাদি।

এইগুলা আপনের শত্রু। এখন নেক্সট স্টেপ হইলো শত্রু নিধন!

Step 3 - HOW

আপনে ইতিমধ্যেই কিন্তু পরীক্ষার প্যাটার্ন জানছেন, সিলেবাস সম্বন্ধে ধারণা হইছে, time limit জানেন আর জানেন নিজের দুর্বলতা। Weakness list-রে টার্গেট করেন। দরকার হইলে আবার বেসিকগুলা ঝালায় নেন, বারবার। একদমই সোজা কইলাম। দুনিয়ার সবাই করছে, আপনেও পারবেন। রকেট সায়েন্স কিচ্ছু না ভাইরে। একটু জোর দেন। Mental math বা vocabulary দেখেন, geometric সূত্র গুলা দেখেন, বানানের অবস্থা দেখেন।

দ্বিতীয়বার আবার ঐ ১৫ বছরের প্রশ্ন সলভ করেন!

আবার!!! মোট ৩ বার - মিনিমাম! ২ মাস সময়ই যথেষ্ট! চেষ্টা কইরা দেখেন। মাত্র ২ মাসে ৩ বার, প্রতিবারে ১৫ বছরের। নিজের improvement-রে track করেন। দেখবেন মজাই মজা!

এত্তবার ক্যানো? মনে রাইখেন - এইটা একটা অভ্যাস বা creation of habit বানাইতেছেন। আর habit needs repetition after repetition! Finally it becomes your second nature. চোখ বন্ধ

Scanned by CamScanner

কইরাই সব করতে পারার মতো। It will be imprinted in your DNA. You will recognize any damn question instantly and will be able to attack it like Alexander the Great!

তারপর হাসতে হাসতে পরীক্ষার হলে যাইয়া ১০ মিনিট আগেই খাতা জমা দিয়া একটা চরম বাংলা সিনেমা দেখতে যান!

তা ভাইজান, Foreign Cadre না Ivy League? Best PhD না Admin?

Happy Test Taking!

মনে রাইখেন if any damn Tom, Dick and Harry can do it, YOU can do it too. ধারে কাটবে না হয় ভারে কাটবে - লেকিন কাটতেই হবে!

Scanned by CamScanner

৩০ মিনিট ফর্মূলা

ভাইরে/আপুরে!!!

জানেন ৩০ মিনিটে কি কি করি আমরা?

- একটা বার্গার অর্ডার দিয়া তা খাইতে লাগে ৩০ মিনিট
- বাসের জন্য অপেক্ষা গড়ে ৩০ মিনিট
- টিকেটের জন্য লাইন ৩০ মিনিট
- একবার ফেসবুকে স্ক্রল ৩০ মিনিট
- সকালের ফ্রেশ আপ ৩০ মিনিট
- দিনের শাওয়ার ৩০ মিনিট
- অফিসের চা খাওয়ার আড্ডা ৩০ মিনিট
- অফিসে যাওয়া আসায় ঘুম ৩০ মিনিট

আরো কত্ত কি!

আবারো ইট্টু অন্যভাবে দেখেন:

দিনে ৩০ মিনিট মানে বছরে ১৮০ ঘণ্টা! এই ১৮০ ঘণ্টা:

- ২টা ভাষায় বেসিক কথোপকথন শিখার জন্য যথেষ্ট।
- ১টা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা যায়।
- আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অন্তত ৫০০ বার পাবলিক স্পিকিং প্র্যাকটিস করা যায় (একেকটা ১০/১২ মিনিট কইরা)!
- ৩০০০ নতুন শব্দ শিখা যায়!
- অন্তত ১০০ analytical essay/ paper article লিখা যায়।
- ৩০০ scholarly article বুইঝা পড়া যায়।
- • • আর অবশ্য অবশ্যই ৩০/৩৫টা বই পড়া যায়।

Scanned by CamScanner

এর জন্য খালি দুইজনের চেহারা দেখতে হবে প্রত্যেকদিন!

১. সূর্য মামার ঘুম থিকা উঠার চেহারা (ভোর ৫টা)

২. আয়নায় সকালে নিজের চেহারা।

সকাল সকাল ঘুম থিকা উঠলে যে শব্দহীন, ঘাপলাহীন, ঝামেলাহীন শান্তিতে ভরা ৩০ মিনিট পাওয়া যায় তার output দিনের বেলার ৫ গুণ! আমি নিজেই এই ফল পাইছি। কি যে concentration, কি যে effectiveness তা একমাস চেষ্টা কইরা দেখেন! প্লিজ প্লিজ! ভোরবেলা উঠেন নিজের চেহারা দেখেন আয়নায় আর জোরে জোরে এই ৩০ মিনিট কি করবেন তা নিজেরেই শুনান!

প্রত্যেকদিন ৩০ মিনিট মাত্র। মাত্র। কিচ্ছু না!

২০১৯ ডিসেম্বর - আপনে জানেন ও না আপনে কি হইবেন। খুব বেশি কষ্ট করার দরকার নাই! ৩০ মিনিট!

Just 30 minutes a day - a bold, brave, smart, awesome YOU!

Scanned by CamScanner

Career E-Porfolio

ভাইরে/ আপুরে!!!

এত্তদিন Resume/ CV জমা দিছেন। এখন নেন Career E-Portfolio!

বেশ আগে থিকাই এইটা কিন্তু ব্যবহার হইতেছে! একটা Resume/ CV-এর যেই যেই limitation আছে তা কিন্তু এই পোর্টফলিও দিয়া অনেকাংশেই দূর করতে পারেন।

তাইলে কি এইটা?

কোনো কোম্পানির যেমন website থাকে, আপনেরও ঠিক তেমনি এই Career E-Portfolio থাকতে পারে। এইটা দিয়া আপনের যত্ত স্কিল আছে, পড়াশোনা আছে, experience আছে ইত্যাদি সবকিছুই showcase করা যায়।

একটা উদাহরণ দেই। ধরি আমি আমার একটা পোর্টফলিও বানামু। একটা domain/website রেজিস্ট্রেশন করলাম ShabbirUncle.com! ওই সাইটে গিয়া কি কি দেখবেন?

প্রথমেই থাকতে পারে একটা Home Page যেইখানে আমার একটা ছবি থাকতে পারে আর খুবই সংক্ষেপে আমার সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা।

তারপরে একটা Tab-এ থাকতে পারে Academics যেইখানে আমার পড়াশোনা, রেজাল্ট আর আমার পড়া বিভিন্ন University/ College-এর লিঙ্ক।

একটা Tab থাকতে পারে আমার Experience যেইখানে কোন কোন কোম্পানিতে কাজ করছি তার বর্ণনা, লিঙ্কসহ।

আরেকটা Tab-এ এক্সট্রা কারিকুলার যেইখানে থাকতে পারে আমার debate-এর ছবি বা ভিডিও, social work-এর পেপার কাটিং ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেকটা Tab-এ আমার বিভিন্ন ট্রেনিং ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

আরো থাকতে পারে বিভিন্ন Recommendations, About Me, Contact, বিভিন্ন যে আর্টিকেল লিখছি তার লিঙ্ক।

আরো একটা Tab-এ আমার Resume/ CV তার PDF লিঙ্কসহ।

তার মানে এই পোর্টফলিও হইলো আমার সম্বন্ধে একটা multimedia (audio, video, image, documents) এর একটা ভাণ্ডার! এইটা কিন্তু online বা offline দুই রকমই হইতে পারে!

আপনে আর্টিস্ট হইলে থাকতে পারে Art Gallery, ইঞ্জিনিয়ার হইলে বিভিন্ন বিল্ডিং যার প্ল্যান বানাইছেন তার ছবি, গায়ক হইলে অডিও ভিডিও ক্লিপ, নায়ক হইলে বাংলা সিনেমার পোস্টার কালেকশন ইত্যাদি!

The possibilities are limitless!

বাংলাদেশে এর প্রচলন খুব বেশি দিনের না। তাও এই সপ্তাহেই একটা বানায় ফেলেন না?! আর employer-রে Resume/ CV-এর পাশাপাশি একটা Career E-Portfolio-এর লিঙ্ক পাঠায় দ্যান!

উদাহরণের জন্য Career E-Portfolio example গুগল করেন! খুব জোশ জোশ উদাহরণ পাইবেন, হাজার হাজার।

তাইলে শুরু হইয়া যাক!?

Happy Career E-Portfolio!

Note : ShabbirUncle.com কি খালি আছে???

Scanned by CamScanner

Think Like A CEO!

ভাইরে/আপুরে!!!
সবাই খালি জিগায় ইন্টারভিউ দিমু ক্যামনে, সিভি লিখমু ক্যামনে? খামাখা! ভাইরে! ভালো একটা চাকরি পাইবার আসল ফিলোসফিই তো শিখি নাই।

তাইলে ঘটনা কি? সোজা!

ধরেন আপনে কোনো বড় কোম্পানিতে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে অ্যাপ্লাই করছেন আর আপনের ইন্টারভিউ নিবে খোদ CEO নিজেই। বুইঝেন কইলাম!

এখন কি করি?

এখন এপ্লাই করার আগে নিজেরেই অই বড় কোম্পানির CEO বানায় ফেলেন, মনে মনে। অই কোম্পানির একটা জটিল world renowned এক product আছে যার yearly turnover 1 billion USD. আর আছে জাদরেল জাদরেল সব কম্পিটিটার! একটু ডান থিকা বামে গেলেই এক মাসে ২০% মার্কেট শেয়ার হারাইবেন আর স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির value ১৫% কইমা ২ বিলিয়ন খোয়াইবেন! তার সাথে সাথে যাবে investor confidence আর আপনের গদি!

এখন CEO হিসাবে আপনে এক মার্কেটিং ম্যানেজার নিবেন যার উপরে পুরা কোম্পানির মার্কেটিং-এর অনেকটা দায়িত্ব!

এই কঠিন অবস্থায় ক্যান্ডিডেটের কি কি দেখবেন?

1. **Background Information** - ইন্ডাস্ট্রিতে উনার সম্বন্ধে কি কথা চালু আছে?

2. **Experience** - কোথায় কোথায় কি কি করছে/ success and failure stories

Scanned by CamScanner

3. **Attitude/ Cultural fitness** - এই ক্যান্ডিডেট কোম্পানির কালচারের সাথে যায় কিনা। তার attitude ক্যামন?

4. **Education**
5. **Resume**
6. **Reference**
7. **Problem solving/ analytical skills**

ইত্যাদি ইত্যাদি!

এখন একলা রুমে চেয়ার টেবিল নিয়া বসেন। ১ ঘণ্টা ভাবেন। কি ধরনের ক্যান্ডিডেট চান? কি ধরনের ক্যান্ডিডেট পাইলে CEO হিসাবে আপনে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে পারবেন? ইন্টারভিউতে কঠিন কঠিন কি প্রশ্ন করবেন? অন্যান্য কম্পিটিটরদের মার্কেটিং ম্যানেজার ক্যামন? মার্কেটিং এ তার কি ধরনের innovative idea থাকা দরকার? কি ধরনের confidence level চান? কি ধরনের communication ability প্রয়োজন? এই লোক কি সেই লোক যারে আপনে খুঁজতেছেন?

মানে মনে মনে একটা super Ideal candidate এর ছবি আঁকায় ফেলেন! এই সেই জন যে আপনের কোম্পানিরে ভাসাবে বা ডুবাবে!

এখন এই কাল্পনিক লোকই হইতেছে সেই লোক যা হইবার জন্য আপনের এখন থিকা preparation নিতে হবে। কি preparation? Starting from education, experience, networking to interview techniques and resume writing.

A 100% foolproof preparation.

মনে রাখবেন, চাকরি খুঁজতে কোনো সময় নিজেরে job candidate ভাববেন না। নিজেরে ওই কোম্পানির CEO ভাববেন। নিজে CEO হইলে কি আপনেরে আপনে নিতেন? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাইলে apply, আর না হইলে prepare yourself more and more until you are extremely satisfied with your own performance.

কাজটা অনেক মজার। একটুও বোরিং না! It fully changes your attitude, motivation and your enjoyable hunt for an extremely satisfying job.

Take responsibility of your ownself.

Think like a CEO!

Scanned by CamScanner

চার দোস্তের গ্যাং!

ভাইরে/ আপুরে!!!
আর মাত্র কয়েক দিন! তারপরেই ২০১৯! তা ২০১৮ তো ভুংচুং কইরাই কাটাইছি আমরা! আর না! ২০১৯-এর জন্যি ইট্টু নিজের দিকে তাকাই, ইট্টু responsibility নেই। এই বছর তো খালি হয় অন্যের কথা শুনছেন আর না হয় অন্যের কথায় চলছেন- নিজের দিকে তো ইট্টুও তাকান নাই। আসলেই তাকান নাই।

২০১৯ আমার! আর কারো না। অনেক পাপোশ হইয়া থাকছি, আর না! নিজের জন্যি খাটমু, নিজের দিকে তাকামু আর ১ বছর পরে নিজেরে নিয়া পার্টি করমু। শুধু আমার জন্যি।

তাইলে ক্যামনে কি?

১। প্রথমে চার জনের একটা গ্রুপ করেন। চার দোস্ত। কঠিন দোস্ত, পুতু পুতু না, ruthless, hard to break দোস্ত। এই চারজন ২০১৯ সালে একে অন্যের জন্যি responsibility নিবে, লাথি গুঁতা মারবে, গালাগালি করবে এমন দোস্ত।

২। পুরা বছরটা ৪ ভাগ করেন, তিন মাস কইরা - একেকটা কোয়ার্টার।

নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারের ফোকাস ঠিক করেন। যেমন:

Quarter 1 - Language Quarter
Quarter 2 - Excel Quarter
Quarter 3 - Java/HTML Quarter
Quarter 4 - Reading Quarter ইত্যাদি ইত্যাদি

৩। সবাই মিলা প্রতিটা কোয়ার্টারের objective/ end state লিখা ফালান, মানে অই কোয়ার্টারে কি কি achieve করতে চান।

Scanned by CamScanner

যেমন:

Reading Quarter - Read following 10 books in this quarter and write reviews in group blog every week:

a.

b.

c.

ইত্যাদি ইত্যাদি!

এখন এই কোয়ার্টারের objective গুলা কাগজে লেইখা সবাই সাইন কইরা নিজ নিজ দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখেন।

৪। এখন দোস্তদের এই গ্রুপ প্রতি সপ্তাহের শনিবারে এক জায়গায় আড্ডা দিবেন আর একজন আরেকজনের সাপ্তাহিক প্রগ্রেস চেক করবেন। কেউ পিছায় পড়লে সাহায্য করবেন, দরকার হইলে লাথি-গুঁতা মারবেন। আর তাতেও কাজ না হইলে বাইর কইরা দিবেন। A single rotten apple spoils the whole basket ভাই। এইখানে zero tolerance হইতে হবে।

৫। কোয়ার্টার শেষে সবাই অন্যের achievement দেখবেন, analyse করবেন আর নেক্সট কোয়ার্টারের প্ল্যান করবেন।

নেক্সট কোয়ার্টার শুরু!

এমনে পুরা ২০১৯ সালে একজন আরেকজনের পিছনে ভূত, পেত্নি, শাঁকচুন্নির মতো লাইগা থাকবেন!

২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বর আমারে পার্টিতে দাওয়াত দিয়া চা আর বেলা বিস্কুট খাওয়াইবেন!

Try it! This is nearly impossible to fail. Take your and your friends' responsibility and grow to be a superstar, together!

Be Awesome in 2019!

Scanned by CamScanner

নন ফিকশন ক্যামনে পড়বেন?

ভাইরে/ আপুরে!!!
অনেকেই জিগাইছেন নন ফিকশন ক্যামনে পড়বেন। একেক জনের পড়ার ইস্টাইল একেক রকম, স্বাদ একেক রকম, উদ্দেশ্য একেক রকম। তাই এই ব্যাপারে generalise করা একটু কষ্টকর। তাও কিছু কিছু বেসিক জিনিস follow করতে পারেন!

- প্রথমেই কই, আমি ব্যক্তিগত ভাবে speed reading এর বিপক্ষে। আমার মনে হয় speed reading একটা বই পইড়া যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে সেই উদ্দেশ্যেই করা। এতে বইয়ের মূল স্বাদ কতটুক পাওয়া যায় কে জানে!? তাই বইলা ২০০ পেজের বই ২০ দিনে শেষ করবেন তা হবে না, তা হবে না! মোটামুটি ভাবে ঘণ্টায় ৩০ পেজ পড়তে পারলে অইটাই ধইরা রাখবেন। মাসে মোটামুটি ৪/৫টা বই।

- অনেক নন ফিকশন বই পড়ারই অযোগ্য। খামাখা! সময় নষ্ট। যেহেতু ১০০ বছর সম্ভবত বাঁচবেন না, তাই যত দিনই বাঁচেন ভালো বই পইড়া বাঁচেন। বিভিন্ন বেস্ট সেলার লিস্টি আর বন্ধু-বান্ধবের recommendation দেখেন আগে।

- কোন বই কেনা/ পড়ার আগে তার রিভিউ পইড়া নেন Amazon আর Goodreads থিকা। এতে শুরুতেই একটা আইডিয়া পাবেন এবং বই থিকা রস আস্বাদন অনেক সহজ হবে! (কঠিন বাংলা!!)

- বই পড়ার সময় টেক্সট মার্কার অবশ্যই সাথে রাখবেন কইলাম।

- প্রথমেই বই কবে কই থিকা ছাপা হইছে + সূচিপত্র + introduction পড়বেন, পড়বেন, পড়বেন! আর পড়বেন পিছনের প্রচ্ছদে লিখা summary (এইটারে Blurb কয়!)।

Scanned by CamScanner

• এখন বই পড়া শুরু কইরা দ্যান। আর যেই বাক্য/ শব্দ/ প্যারা ভাল্লাগে সেইটা টেক্সট মার্কার দিয়া দাগায় ফেলেন। আর কোনো কিছু নোট করতে চাইলে কলম দিয়া বইয়ের পিছনে যে খালি দুই একটা পাতা থাকে তাতে সংক্ষেপে লেইখা ফেলেন। মূল বইয়ে কলম দিবেন না কইলাম!!!!

• বই পড়া শেষ হইলে ১৫ মিনিটে টেক্সট মার্কার দিয়া দাগানো গুলা একবার স্ক্যান করেন।

• এখন প্লিজ প্লিজ প্লিজ - নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে ৪/৫ লাইনের একটা রিভিউ লিখেন, নিজের মতো। টাইমলাইনে না লিখা একটা ফ্রি ব্লগ খুইলাও লিখতে পারেন। বছর শেষে ৫০টা বুক রিভিউ! This blog is something you can be proud of 5 years down the line! মাত্র ৫/১০ মিনিট লাগবে প্রতি বই!

বই পড়েন। Abdomen-এর six pack-এর সাথে সাথে মন আর মাথার six pack ও বানান। বইয়ের expiry date নাই। বই হইলো প্যাড়া ছাড়া বেস্ট ফ্রেন্ড! একটা গ্রুপ কইরা পড়েন। বন্ধুদের লগে উলটা-পালটা ব্যাপারে ঝগড়া না কইরা বই নিয়া তর্ক করেন।

Five years from now, after having read 300+ books, you will have a certain brilliance, humility and thought process that will be worth a billion dollars.

তা, কবে থিকা?

Read, else die!

Scanned by CamScanner

Be Inhuman!

ভাইরে/আপুরে!!!

Inhuman বলতেই বুঝি cruelty, antipathy, rudeness ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে Inhuman হইলো যা human না! লেকিন এর অন্য দিকও কিন্তু আছে!

যখন লোকজন কয় তোমারে দিয়া কিচ্ছু হবে না, কিন্তু আপনে মন খারাপ না কইরা আরো জোশে লাইগা থাকেন শুধু তাদের ভুল প্রমাণ করার জন্যি, that's not human - that's Inhuman!

যখন বাপ-মায়ে বলে 'বাবারে, ইট্টু রেস্ট নে' কিন্তু আপনে দরজা বন্ধ কইরা পড়তেই থাকেন to prove your teacher wrong who said you were hopeless, that's not human - that's Inhuman!

যখন medical science বলে আপনের ৬ ঘণ্টা ঘুম দরকার, কিন্তু অমুক পরীক্ষায় ২০০০০০ পোলাপাইনের মধ্যে শুধু ১ম না, গত ১০ বছরের রেকর্ড ভাংগার জন্য চেষ্টা চালান আর মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমান - that's not human - that's Inhuman!

যখন সবাই কয় তুই ক্ষ্যাত, ফ্যাশানের কিচ্ছু জানিস না - আর আপনে ১০০০০ ঘণ্টার চেষ্টায় প্যারিসে ফ্যাশন শো করেন Versace আর Ralph Lauren-এর মতো ব্র্যান্ডের পাশাপাশি - that's not human - that's Inhuman!

১ বছরে একটা Genre-র ১০০টা বই পড়া শেষ করেন আর New York Times-এ আর্টিকেল লিখেন - that's not human - that's Inhuman!

আপনে ৩০০ পাউন্ডের মটকু ভাইজান? ২ বছরে ১৪০ পাউন্ড, সিক্স প্যাক আর ফিটনেস ব্লগার - that's not human - that's Inhuman!

ন্যাশনাল ছাড়া চান্স হয় নাই? ৪ বছরের নিজের রিসার্চ, এক্সট্রা কারিকুলার আর personal learning-এর পরে MIT/ Princeton/ Stanford - that's not human - that's Inhuman!

Scanned by CamScanner

Saying NO to negativity is INHUMAN.
Saying GET LOST to frustration is INHUMAN.
Saying I WILL PROVE YOU WRONG to your doubters is INHUMAN.
Having an almost unattainable goal and achieve it is INHUMAN.

Be INHUMAN positively!

2019 - Your year of Positive INHUMANITY.

Prove it!

Scanned by CamScanner

শাব্বির আহসান। জন্ম অক্টোবর ১৯৬৮। পড়াশোনা করেছেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, বুয়েট আর আইবিএ-তে। সেনাবাহিনীতে ছিলেন - Gulf War (১৯৯০-৯১) এ অংশগ্রহণ করেন, কঙ্গোতে পিসকিপার হিসেবেও কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পরে কর্পোরেট দুনিয়ায় ছিলেন বেশ কিছু দিন, কাজ করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রজেক্টের পরামর্শক হিসেবে।

বাবা ছিলেন বুয়েটের প্রথম ব্যাচের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় মাস্টার্স। স্ত্রী ফাহিমা রুশদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন আর কন্যা ফাইজা পড়াশোনা করছেন অর্থনীতিতে।

বই পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসেন আর ভালোবাসেন দেশে-বিদেশে ঘুরতে। ফেসবুকে লেখালেখি করেন। এই বইটি তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে লেখা বিভিন্ন পোস্টের সংকলন। এটি তাঁর দ্বিতীয় বই। তাঁর প্রথম বই 'The Peacekeeper' ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকাশিত।

এই তো, আর কি....

Scanned by CamScanner